পোলাও

শ্রীবেণোয়ারিলাল গোস্বামী

গাইবাঁধা

১৩৩০

মূল্য পাঁচসিকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী
গাইবাঁধা, রংপুর।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৬৭।২৩

ভূমিকা

আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত বেণোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার "পোলাও"র একটী ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। সুদূর ব্রহ্মদেশে বসিয়া ইরাবতীকূল হইতে বাংলার কবির—ভাগীরথীকূলের শান্তিপুরের কবির—সম্বর্দ্ধনা করার সুযোগ—ইহা অবহেলা করিবার নয়। গোস্বামী মহাশয় বাংলার কবিকুল মধ্যে সুপরিচিত, আজ তাঁহার সমসাময়িক অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ তিরোহিত; নব্যভারতের দেবীপ্রসন্ন আজ দেবলোকে; যে সুরের বাদক তিনি সে সুরের সমজদার আজ বাংলার আসরে কম। এখন দিন দিন যখন বেণোয়ারিলালের বেণুধ্বনি পুরাতন বৈষ্ণব কবিগণের মূর্চ্ছনার আবেশ আনিয়া দিয়াছে; তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতার গমকে বাংলার কাব্যকুঞ্জ নবোল্লাসে, নবলাস্যে হাসিয়াছে; তাঁহার "খিচুড়ীর" ইঙ্গ-মিশ্র ব্যঙ্গে কবি, সমালোচক, দেশহিতৈষী, সমাজসংস্কারক সমস্ত শ্রেণীই নর্ত্তনকুর্দ্দন করিয়াছেন। আজ জীবনের সায়াহ্নে কবি বাংলার নবজাগরণের, ভারতের নূতন উন্মাদনার ভৈরবসঙ্গীত আবাহন করিয়াছেন; তাঁহার বৈষ্ণবভাবসিক্ত দেশানুরাগ ঝলকে ঝলকে মন্দাকিনী ধারার ন্যায় পূতপ্রবাহে ছুটিয়াছে; তাঁহার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুচারীবর্গের উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে—ভণ্ডের ভণ্ডামি, চটুলের চটুলতা, দুর্ব্বলের অক্ষমতা—কবির রোষাগ্নিতে দাউ দাউ করিয়া পুড়িয়া শুদ্ধ হইয়াছে। বাংলার সমাজের, বাংলার সাহিত্য কাব্যের,

বাংলার দেশহিতৈষণার এই ব্যঙ্গচিত্র যাহা কোমল সহৃদয়তার মধুর এবং কঠোর স্পর্দ্ধাযুক্ত তপস্তার আদর্শে সমুজ্জ্বল—আশাকরি, বাংলার পাঠকের সম্মুখে একটী নূতন রাজ্যের বার্ত্তাবহন করিবে। কবি—সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, জগদীশ, প্রফুল্ল কাহাকেও বাদ দিয়া চিত্রাঙ্কণ করেন নাই—ত্যাগ ও তপস্তার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি প্রত্যেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালীর একটী চরিত্রচিত্র, একটী মিঠে-কড়া তারের আলেখ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন; তিনি যাহা তুলিতে ফুটাইতে সাহস করিয়াছেন তাহা অন্ত দ্বারা সম্ভবে না—কারণ, "নিরঙ্কুশাঃ হি কবয়ঃ", কারণ, পরপারের অতি সন্নিকটে আসিয়া এ পারের দেনা-পাওনা, লাভ-লোকসান কবি এক রকম চুকাইয়া লইয়াছেন।

অদ্বৈতের বংশধর শান্তিপুরের কবি অসহযোগের বৈষ্ণবভাবটার পরম সুললিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যাহা বৈষ্ণবের পক্ষেই সম্ভব।

সাহিত্যের কেলিকুঞ্জ, কবিতাবধূর নূপুরনিক্কণ হইতে কবির এই অকৃতী শিষ্যকে অবসর নিতে হইয়াছে; আজ দেশমাতৃকার চরণে অঞ্জলি নিবেদন করার প্রয়াসকে যে অধম ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, কারাগারের লৌহবলয়ের শিঞ্জন তাহার জীবনে বেণু-বাদনের স্থান অধিকার করিয়াছে—স্বাধীনতার উন্মাদনায় কাব্য-সাহিত্যের রসাবেশ চাপা পড়িয়া গিয়াছে—তত্রাচ 'পোলাও' পড়িতে পড়িতে তাহার অশ্রুমথিত চক্ষুর সম্মুখে স্বাধীন ভারতের বাগ্দেবী রক্তপদ্মের পাপ্ড়ীর উপর চরণ স্থাপন করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন—কাব্যবীণা ও স্বাধীনতার ভেরী একসুরে একতালে বৈঠকী আলাপ করিয়াছে—যে কবি ইহা করিতে পারেন তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। এবং যে কবির লেখনীভঙ্গী অনাবিল সতেজ

বাংলা, তরুণবাংলার উৎকট বিদেশীঠাম এবং তরলতাকে দূরে রাখিয়াছে, সে কবির প্রতিভাকে অভিবাদন করি। এ 'পোলাও' একটু ঝাঁঝাল বটে কিন্তু সুধীজনোপভোগ্য—গৌরজন এই নূতন সুধা নিরবধি আমোদে পান করুন এই প্রার্থনা। অলমিতি বিস্তরেণেতি

রেঙ্গুন
১৮ই ভাদ্র, ১৩৩০।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের নিবেদন

"পোলাও" এর অনেক অংশ "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক অংশ, বিশেষতঃ শেষ "হাঁড়ী," নূতন। নানাকারণে প্রথম সংস্করণে অনেক ত্রুটি থাকিয়া গেল; পাঠক পাঠিকাগণ মার্জ্জনা করিবেন।

যাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত পুস্তক প্রকাশ অসম্ভব হইত, তাঁহাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ রহিলাম।

গ্রন্থকার

পোলাও

প্রথম

(ক)

নদীর তীরে একলা বসে
মনের সুখে দিন কাটাই
কল্পনারি সুতা ছাড়ি
এলিয়ে দিয়ে মন নাটাই।
ভাবের ঘুড়ি উধাও হ'য়ে
ইথর ভেদি ঊর্দ্ধে ধায়,
আর তো মনে নাহিক ধরে
বসুন্ধরায় শ্যামতায়।
তখন ছিল পৃথ্বী ঘেরা
সরল প্রাণের সরল হাস,
তখন ছিল সখায় সখায়
গলাগলি মধুর ভাব ;
নেপচুনবৎ আশার আলোয়
উজল ছিল সবার মন,

পোলাও

পৃথ্বী ছিল স্বর্গরাজ্য
স্বর্গ ছিল শুধু স্বপন।
আপন পরে মিশামিশি
পরকে আপন করা,
তেমন যদি থাক্‌তো এবে
গোলোক হ'ত ধরা।
আপন এখন পর হয়েছে
পরতো আছেই পর,
হায় কি হ'ল স্বার্থ-বিষে
জগত জ্বর জ্বর।
সবাই এখন তুল্‌ছে শির
মনটা করি খাট,
উঠে গেছে আবাদ করা
সরলতার পাট।

রঙ্গিন পদে গড়িয়ে পড়া
তারাই ধরা দেখ্‌ছে সরা
মৌলি পরে' বহে যারা
ক্ষমতার 'তাই',

ধর্ম্মনীতির বিমল রেখা
তাদের প্রাণে নাইক লেখা,
পরঠকান কেবল শেখা,—
মানুষ ত তারাই।

প্রথম হাঁড়ী

ওপাড়াতে Honourable
চাম-চিকেটার গর্ব্ব কেবল,
Pearls মাঝে ঝুটা pebble
উনিও একজন,

রাত্রি জেগে তেল পুড়িয়ে,
বাপের টাকা সব উড়িয়ে,
পাশ করিয়ে, সং সাজিয়ে
এলেন যখন—

দেশটা তখন ভেবে ছিল
একটা আদ্‌মি সাড়া দিল,
অমনি তারে বরে নিল
মাথায় দিয়ে ফুল ;

এখন বহে নয়ন-ধারা,
এখন সবাই হাহা করা,
এখন সবাই আশা-হারা
বুঝিয়ে আপন ভুল ।

ওই নিষ্ঠা নিয়ে যায়
ধর্ম্মনাশা দরিয়ায়,
স্বার্থ-মাখা মদিরায়
বিভোর ক'রে প্রাণ ;

নিজেরে স্বপনভরে
অবিরাম বড় করে,
নিজেই গভীর স্বরে
গাহে নিজ গান।

(খ)

উঠুক উঠুক শির ; হৃদয়ের মাঝে
পায়ে ধরা মন তব উন্মত্ত হইয়া,
বৈদেশিক আচ্ছাদন করিয়া সঞ্চয়,
আত্ম-সম্মানের বুক করুক আবৃত।
পিতৃপুরুষের তব উদ্ঘাটি কুলজি
দেখ গিয়া, দেখাইবে কলঙ্কিনী-রেখা—
পীড়নে পিতারা তব তুলেছিল মাথা।
হইয়াছ রাজা, দেখাও বিক্রম তব,
পদ-পূজকের যারা পূজিয়া চরণ
নিজেদের ধন্য ভাবে, দেখাও তাদের
পর-অনুগ্রহ-লব্ধ বিক্রম তোমার।
এ ধমনিমাঝে পবিত্র অদ্বৈতরক্ত
এখনও সরলভাবে হয় প্রবাহিত ;
হে ব্যসনি, তুমি কর কাপট্যের পূজা,
আমি করি অনাবিল সত্য আরাধনা।

প্রথম হাঁড়ী

মৃগচেতা, তুমি কর উন্নয়ন শির
গর্ব্বের বিজলীবলে হয়ে বলীয়ান,
শির মম অবনত সত্যের সকাশ,
শির মম ঢলে পড়ে চরণে তাঁহার
নররূপে ধন্য যিনি করেছেন ধরা।
যে কলঙ্ক ঢেলে দেছ অবনীর বুকে
ও কলঙ্ক বিদূরণ করিবার তরে,
শতবর্ষ পরে কোন বংশের দুলাল
সর্ব্বত্যাগী হয়ে যদি দেশের কল্যাণে
আপনারে দেয় বলি, পিতার কলঙ্ক
তবু তার কোন দিন যাবে না মুছিয়া।
বিদ্রোহিতা ওই দেখ সংযম-শৃঙ্খলে
আছে বাঁধা, দেশভক্ত ঈর্ষার তীব্রতা
রাখিয়াছে স্নিগ্ধ করি ভালবাসা দিয়া।
তা না'হলে হয়তো কৃপাণ কারো আজ
পাপের অসৃক্‌ধারা পান করিবারে
সুযোগের পদতলে লইত আশ্রয়।
জগতেতে প্রেম নাই, Christ এর প্রেম
পশ্চিমের বিলাসিতা রেখেচে ঢাকিয়া;
পশ্চিমের রাজনীতি সে অমূল্য প্রেমে
দম্ভ সহ রাখিয়াছে স্বার্থের গুহায়।
গুর্জ্জরের বুক ফুঁড়ি' উঠিয়াছে প্রেম,
এই প্রেম যদি আজ জন্মিত মার্কিণে,

পোলাও

উদ্ভাসিত হ'ত বিশ্ব, মানুষের মনে
জাগিত না রাক্ষসীর রক্তের পিপাসা।
এ নহে সুরমা পারী নহে বেলফাষ্ট ;
লাঞ্ছিত ভারতভূমি, এর রত্নরাশি
এর গর্ব্বরাজি যত, একে একে সব
লোভকুক্ষি মাঝে আজ করিছে বিরাজ !
এর রত্ন যারা, ক্ষমতার দ্বারে
ওই দেখ স্বর্ণডোরে রহিয়াছে বাঁধা।
ভাসে চক্ষু পরিতাপ সলিল-মাঝারে।
ভাবি মনে, তস্করে হরেছে ধনরাশি,
ক্ষতি বোধ করি না ইহাতে একরতি ;
হৃদয়ের মাঝে সুবর্ণজড়িত-শিক্ষা
লুকায়ে দাসত্ববীজ করিছে বপন।

(গ)

প্রাণভরা-প্রাণ সমাজপতি
"এষার" বড়াল কবি
আঁধার-মাঝে ডুব দিয়েছে
দেখ্‌তে সোনার ছবি।

প্রথম হাঁড়ী

মুক্তপ্রাণে প্রাণ ভরিয়ে
গগনসুধা পান করিয়ে
তারায় তারায় দুই সখাতে
বেড়ায় গেয়ে গান,

দেবেন আছে, ঈশান আছে,
সখারা সব তাদের কাছে
গাইছে কত নবীন গাথা,
ধর্‌ছে নবীন তান।

কল্পনা আজ ভগ্ন পাখায়
কেঁদে সদাই বক্ষ ভাসায়,
মেঘের দ্বারে ঘা দিতে সে
পারে নাক ছুট্‌তে ;

এককোণেতে স্বপ্ন নিয়ে
দেয় ব'সে সে ফুলের বিয়ে,
পারে নাক মনের মত
পদ্মমধু লুট্‌তে।

এখন মনে বাজে না আর
রূপসীদের সিঞ্চন,
ধরে নাক শিলীমুখ
মনভোলান গুঞ্জন।

পোলাও

নূপুরপরা চরণের
প্রাণমাতান রণনে
শিউরে নাহি উঠে প্রাণ
সুখজড়ান দোলনে।

পাঠায় না আর তিলোত্তমা
পরির হাতে প্রেমের লেখা,
চিত্তমাঝে আশারাণী
টানে না আর সোনার রেখা।

মেঘমুখী সন্ধ্যা যেন
ঝুলিয়ে দেহে আঁধার-পট,
দীপ জ্বলে না, পড়ে আছে
ভাঙ্গাচোরা হৃদয়-মঠ।

হর্ষভরে পেচকবধূ
বিকটস্বরে চিৎকারি,
ঘুমিয়ে পড়া বিহগীদের
দিচ্ছে কেমন টিট্‌কারী।

হিসাব নিতে আস্‌বে নায়েব
তবিলভাঙ্গা মনটী তাই,
কেমন যেন চম্‌কে উঠে
নীরবতা সর্ব্বঠাঁই।

অন্ধকারে মসীমাখা
নিবিড়তম ঘনিমায়

নিশে যদি পেতাম যেতে
যেতাম চলি অসীমায়।
কেন এলাম ? যাচ্চি কোথা ?
আগিয়ে নিতে আসবে কে ?
পোকায় কাটা এই পরাণে
আবার ভালবাসবে কে ?
পরের জুতা মাথায় দিয়ে
এ জনম বোলাম গো,
কাটিয়ে দিলাম দীর্ঘজীবন
মলাম, মলাম, মলাম গো।

(ঘ)

এই বিশ্বের কেবা অধীশ্বর ? কাহার রচনা ?
কি উদ্দেশ্যে হেথা নর করে আগমন ?
কিসে নর শ্রেষ্ঠ হেথা ? এ আখ্যা কাহার ?
কোন পশু পশুত্বে এত অধিকারী ?
ন্যায়ের সম্মান হেথা নাহি এক রতি,
বৈষম্যের ভীষণ গরল উগারিয়া
দম্ভ করে পীড়নের বাণিজ্য অবাধ।
আত্ম-প্রতারণা অনুক্ষণ করিয়া হুঙ্কার
রসনারে যোগাইছে বিষমাখা মধু ;

পোলাও

বলিছে,

মুক্তি চাও স্বর্গ চাও জীবে কর দয়া,
বৈষম্যের ভাঙ্গ বাঁধ, সবাই মানব ;
পদ্ম-পত্র-নীর সম জীবন চপল।
ধর্ম্ম মিথ্যা, কর্ম্ম মিথ্যা ; এত ইতরতা
কোন পশু-মাঝে বল আছে বর্ত্তমান ?
তুমি নাই, উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের দল
ওই কথা ক্ষীণকণ্ঠে করুক জ্ঞাপন,
বার্দ্ধক্যের আশা তুমি উদাত্ত মহেশ।
আছ তুমি, আছ তুমি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ;
অত্যাচারে পুড়াইয়া, সেই বাষ্প হ'তে
শান্তিজল নিরমান করিয়া পাবন
পৃথিবীর অত্যাচার করহ মোচন।
সমাজ কলঙ্কে ভরা, সমগ্র ভারত
অবিদ্যার তমস্তুতি মাঝারে মগন,
ভোগস্পৃহা বলবতী সবারি হৃদয়ে ;
নারী আজি পুরুষের বিলাসের ধন,
অধরের রাগ তার গোলাপ বরণ,
সেথায় ঊষার স্নিগ্ধ না দেখি' সুষমা
দে'খে অনঙ্গের দিব্য মোহনীয়া মায়া।
সংযমের দৃঢ় শৈল—ভীষ্ম মতিমান,
তারে আজ দুচরণে করিয়া দলন,
দেখিতেছি পশ্চিমের প্রদোষের শোভা।

ওই দেখ, চেয়ে দেখ সন্ধ্যাদেবী নিজে
বুলাইছে চিকনিয়া তুলিকা তাহার
সপ্তরাগদীপ্ত ওই প্রদোষের গায়।
অন্ধকার হরিতেছে দৃষ্টির শকতি,
তস্করতা দেখাইছে হস্তের কৌশল।
শান্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার তরে
এ দুর্দ্দিনে ক্ষুদ্র হতে অতি বৃহত্তম
অত্যাচার ঘুরিতেছে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে।
পশুর পিপাসা—রক্তপান অভিলাষ;
একি শুধু রক্ত দিলে হবে নিবারিত?
বার্দ্ধক্যের সিংহাসনে বসায়ে যেদিন
শ্যামল যৌবন মম পবনে চাপিয়া
পলাইল নিজদেশে, সেই দিন হতে
অক্ষমতা বুকে নিয়ে আছি নীরবেতে,
মরণের আগমন করিতে গণনা।

(৬)

স্থাণুর মত বন্ধু ক'জন?
আছেন যারা জীবিত
স্বার্থ পূজা করিয়ে তারা
আপন কাছেই পূজিত।

পোলাও

স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে
পান করেছে 'লিথি'র জল,
অচেনা ভাণ কেউ বা করে,
দেখলে চোখে আসে জল।

ঝাঁ ঝাঁ করে অঙ্গ জ্বলে
বেরিয়ে আসে চোখে বিষ,
মানুষ কি আর মানুষ আছে,
আবার হচ্চে তুচ্ছ কীশ।

দ্বিজুর নামের দোহাই দিয়ে
হোথায় ওরা ফাঁদ পেতেছে,
নামিক লেখক টাকার কুমীর
লেখক যারা জাত দিয়াছে।

কাব্য বনে বড়ই কাঁটা
শক্তি নাহি বিচরণে,
নামের তরে নামুক কবি
ধিক্কার যে আসে মনে।

দীপ্ত আজিকে নিখিল বিশ্ব
রবির কম্র প্রতিভায়,
বঙ্গের ভাষা উঠিছে হাসিয়া
ভাবের শুভ্র চন্দ্রিকায়।

By the bye প্রভাত কুমার
এখন যিনি রাজার মিতে,

মত্ত থাকেন কাব্য-চর্চ্চায়
মত্ত থাকেন নৃত্য-গীতে।

বিলাতী প্রেম গোলাপ জলে
যত্ন করি মিশিয়ে,
বঙ্গনারীর কোমল হৃদয়
দিচ্চেন ভায়া বিষিয়ে।

"সিঁদুর কৌটা"র যুযানি প্রেমের
মনমাতানি ছন্দে
সুশী ছুঁড়ী তান ধরেচে
কতই মহানন্দে।

আর কাজ নাই, ফুরাল যে দিন
সন্ধ্যা আসে ধীরে,
পেতেছি তাই আপন আসন
ঘাগট নদীর তীরে।

বিশ্ব যন্ত্রের কোথায় যেন
একটা Screw ঢিল পড়েছে,
সুরগুলো সব ভেঙ্গে চুরে
খাপছাড়া এক রব তুলেছে!

ছোট লোকের palm-itching এর
বোর্ত্তাগুলি এবে,
কে জান্তে জান্তো হাকিমগুলায়
আদর করে নেবে।

পোলাও

নিচ্চেন বের্ত্তো,   খাচ্চেন ঘের্ত্তো,
গিন্নির ফুল্‌ছে বুক,
Brooch খচিত   দেহের মাঝে
উথ্‌লে উঠ্‌ছে সুখ ;
দূরে বাজে একতারাটা গুপ্‌ গুবাগুপ্‌ গুপ্‌

(চ)

দেখে শুনে   অবাক হয়ে
সব দিয়েছি ছেড়ে,
স্নেহের স্বরে   ডাকিস্‌ না আর
আমায় নিস্‌না কেড়ে।
পোঁটলা পোঁটলি   বাঁধছি আমি
মাহাযাত্রা তরে,
ডাকিস নেরে   আমায় তোরা
স্নেহ্‌মাখা স্বরে।
বিরাগ এসে   আপন হাতে
আঁখির কাজল দিছে মুছে,
প্রেম বিরহের   বিকিকিনি
জন্মের মত রে গেছে ঘুচে।

আমার
Dancing Day চলে গেছে,
এখন কেন প্রেমের কথা ?
আঁচল এখন ধর্ব্ব কাহার ?
গিন্নির চির মাথার ব্যাথা।
তখন ছিল নিত্য কোঁদল
নিত্য মধু সম্মিলন,
কোঁদলান্তে স্নিগ্ধ ক'তো
প্রেমমাখা আলিঙ্গন।
দ্রাক্ষারসে সিক্ত হ'ত
পিপাসু এই অধর জোড়া,
হাতে ধরে দিত কে যে
কমল ফুলের কোমল তোড়া।
অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে
দেখতাম প্রিয়ার মুখখানি,
যত্ন করে আদর ভরে
নিতাম তারে বুকে টানি।
তখন কলহ আন্‌তো ধীরে
এক পশলা বরিষণ,
এখন কোঁদল হলে পরে
হয় অগ্নি উদ্গিরণ।
মনে করি Xantippe
আমার ঘরে এল ফিরে,

পোলাও

তর্জ্জনেতে গর্জ্জনেতে
করাঘাত করি শিরে।

প্রেম ভেঙ্গেছে প্রাণ গিয়েছে,
কি আছেরে আর ?
বেঁচে আছি ও কিছু নয়,
ধুক্ ধুক্কুনি সার।

গিন্নি এখন হবিষ্যান্নের
করিয়ে মনে কল্পনা
মাছের সাধটা মিটিয়ে নিচ্চেন,
সেটা বড় অল্প না।

ঠেলে ফেলে সকল বাধা
মরণ বঁধু আসবে যবে,
বুকে ধরে সান্দ্র স্নেহ
আলিঙ্গিয়া আমায় লবে,

মাতিয়া পুলকে নূতন আলোকে
নূতন জগত মাঝারে
ঘুরিয়া বেড়াব শুনিব শ্রবণে
নারদ মুনির ওঙ্কারে।

হে পূত ধ্রুব স্তুত চিন্ময় !
মোহনিয়া নিরঞ্জন,
তোমারে বাঁধিতে ভক্তির ডোরে
করিতেছি আয়োজন।

ভাবের বন্ধন চোখের উপর
তুর্ণ হইল ছিন্ন,
সমষ্টি আছিল ব্যষ্টি হইল
হইল ভগ্ন ভিন্ন।

প্রেম, প্রেম, প্রেম,— ও কিছু নয়,
কামের মধুর তান,
ভাল বাসাবাসি, হায়রে কপাল,
একটা মধুর ভান।

আমায় যদি কত্তে বলে
রুসোর মত Confession,
স্বীকার করে দিচ্ছি জ্বেলে
পাপের গায়ে হুতাশন।

আমিই ছিলাম মনে পড়ে
স্বাধীন প্রেমের প্রচারক,
ফিরে এলাম ভগ্নচিত্তে
যখন হলেম অপারগ।

চক্ষু দুটী twin কৃষ্ণ
রূপ রাধারে বাঁধতে চায়,
সৃষ্টি করি বৃন্দাবন
দুল্‌বে বসি হিন্দোলায়।

ভেঙ্গে দাও এই হৃদয় মাঝরে
সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব,

পোলাও

আমারে করহ, গোলক-বিহারি,
তোমার গীতির ছন্দ।
নিরাকার ভাবে চাহিনা আমায়,
দিব্য মুরতি ধরি
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া
দাও হে ব্রজের হরি।
আমি-হীন আমি হইব যখন
ঘুচে যাবে অহমিকা,
আমি-হীন আমি প্রকৃতি-মুরতি
তুলে ধর যবনিকা।

দ্বিতীয় হাঁড়ী

(ক)

মায়ের ডাকে কোথা হ'তে
বিরাগ গেল সরে,
নবীন বলে সিংহনাদে
প্রাণ উঠ্‌লো ভরে।
এখনও তো হয়নি সাঙ্গ
কাজ রয়েছে বাকি,
বুড়ো সেজে হাত গুটিয়ে
কারে দিচ্ছি ফাঁকি ?
কাজের তরে হেথায় আসা
ফিরে এসেও লাগবো কাজে,
অকাজগুলো হাতের গোড়ায়
এসে দাঁড়ায় কাজের সাজে।
নববার্ত্তা লইয়ে উষা
ওই দিয়েছে দেখা,
স্বাস্থ্য নিজে উষার মুখে
আঁকছে কনক রেখা।
নূতন প্রাণে নূতন আশা
দবদবিয়ে জ্বলে,

পোলাও

তপ্ত পরাণ দড়বড়িয়ে
ছুট্‌ছে কুতূহলে।
সাপের বাঁধন উদার রাজা
আপনি দেবে খুলে,
পতিতেরে যতন ক'রে
কোলে নেবে তুলে।

রাজার যদি ভুল না হ'ত,
এমন দিনে তবে
ছুট্‌তো নাকি লক্ষ বীর
প্রচণ্ড আহবে?

আপন হ'তে আমরা তো চাই,
আপন বল করে কে?
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
দারিদ জনে বরে কে?

শাদা ব'লে গরব ক'রে'
তোমরা জ্বাল আলো,
জান না কি রাত্রিকালে
সব বিড়ালই কালো।

হৃদয়-পশু তোমাদের তো
বিক্রমেতে সেরা,
আমরা যেমন দুর্ব্বল ক্ষীণ,
পশুগুলাও মেড়া।

দ্বিতীয় হাঁড়ী

বাজিয়ে বাঁশি, মাতিয়ে পরাণ,
খুলিয়ে horngate
মণ্টেগু ওই এলেন ধীরে
লয়ে মিষ্ট bait.

ইচ্ছা ক'রে প্রাণ ধ'রে যা
দেয়নি হাতে তুলে,
কেমন করে উদার প্রাণে
সাজিয়ে দেবে ফুলে ?

এ গলায় তো ফুলের মালা
শোভা নাহি পায়,
ভূঁয়ের লতা বাড়লো না হায়
শুধু পায় পায় !

নায়েব তোমার নায়েবি করে,
কোটাল কাটে মাথা,
করুণ সুরে করুণা কাঁদে
কবির করুণ গাথা।

Cromwell এর কঠোরতার ,
ওই পড়ে যে ছায়া,
মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি
দূরে ফেলে হায়া ।

ব্যষ্টিভাবে স্বাতন্ত্র্যটার
বুক উঠেছে ফুলে,

পোলাও

ফলে ফুলে তরুর শোভা,
Canker টা মূলে।

প্রসাদ কবে পাবেন বলে,
হেথায় নেতার দল
মাথায় পগ্‌গ অঁাটিয়ে সবে
করছেন কোলাহল।

কেউ করছেন হ্রেষাধ্বনি
কেউ করছেন বৃংহন,
কেউ করছেন রাসভনাদ
কেউ করছেন গর্জ্জন।

ত্যাগী বড়, যোগী বড় ;
ভোগীর আবার বড়াই কিসে ?
আপন সুখটী খোঁজে সে যে,
হৃদয় তাহার পূর্ণ বিষে।

দন্ত তাহার হস্তীনিভ,
যশপিপাসা ভয়ঙ্করা ;
চাহেন তিনি আপন পূজা,
কৌশলেতে হৃদয়ভরা।

চাচ্ছি যাহা পাই যদি তা
মাথায় ক'রে ধর্ব্বে কারা ?
ধর্ব্বে যারা, হৃদয় তাদের
অহঙ্কারের পূর্ণ হাঁড়া।

দ্বিতীয় হাঁড়ী

দেশ ডুবেছে ব্যভিচারে,
ফার্লো নিয়ে গেছেন নীতি,
আছে কি রে ভারত মাঝে
পুরাকালের ধর্ম্মনীতি।

ওই politics সর্ব্বনেশে
Noxious ray বিক্ষেপিয়া
বিষে বিষে জর্জ্জরিত
করে ফেলেছে সবার হিয়া।

ভারত-ভেতো সিডেনহ্যামের
সাগর পারের গর্জ্জনে,
চম্‌কে যেন উঠ্‌ছে হেথা
সর্ব্ববিধ সজ্জনে।

হিমদ্বীপের বুকে বিধি
শান্তি-বারি দাও ঢেলে,
উজল ভানুর সমুত্থান
দেখুক সবাই চোখমেলে।

সিন্ধুবালায় বলি দিতে
শুকিয়ে গেল ভাঁড়ের ঘি,
রুদ্র বীর্য্য তীক্ষ্ণ দন্ত
থম্‌কে র'ল C. I. D.

কলম কাঁপে হৃদয় কাঁপে
ধড়ফড়িয়ে উঠ্‌ছে প্রাণ,

পোলাও

আমার দ্বারা moot point টার
হবে না কো সমাধান।

Autonomy পেলে পরে
রবে নাতো পরবশ,
বিচার কর্ব্বো সবাই বইসে
কার্য্য-বিধির একশ দশ।

Autonomyর তালটা যখন
আসবে হেথা গড়িয়ে,
গর্জ্জনশীল পালজী আমার
ধর্ব্বেন তারে জড়িয়ে।

গুপ্ত বিপিন সুপ্ত হ'য়ে
'মর্ম্মবাণী'র মর্ম্মে পশি,
রবিরে চান করতে এখন
অরবি বা ক্ষুণ্ণশশী।

উপনিষদগড়া ভানুর পরাণ
স্বীকার কর্ত্তে নহেক রাজি,
আমরা স্বীকার কল্লে পরে
নিশ্চয় হব পাজির পাজি,

কবির আঁখি lynix পাখীর
নয়ন চুরি করা,
যে দিকে চাই বুঝতে পারি
কলঙ্কেতে ভরা।

দ্বিতীয় হাঁড়ী

'Dawn' এর সতীশ ক'জন আছে,
সমাজ যাদের বন্দিয়ে
নিতে পারে তুলে শিরে
চন্দনেরি রং দিয়ে ?

ভূপেন আছে, সুরেন আছে,
চিম্‌টী কাটা মতি,
ভজ্‌বো কি ভাই, নাম শুন্‌লেই
শিউরে উঠে রতি।

Roland মতি সত্যি বল্‌ছি,
সুরেন oliver,
বোসের চালে "Bengali"তে
উঠ্‌লো হাহাকার।

রাবণের সেই চিতাবহ্নি
জ্বল্লো কত মাস,
Politicsএ সোজা বুদ্ধি
ঘটায় সর্ব্বনাশ।

Hydra-headed multitude
হয়ে গেছে ম্লান,
Dozen Dozen leader ঘোরে
মুখে অভিমান।

ভিতের পত্তন বড়ই কাঁচা,
ইমারতটা জ'াকাল,

পোলাও

বালক ভাবে, ফলের রাজা
নয়নচোরা মাখাল।

পোড়াকপালি মায়ের আমার
শেষটা হবে কিযে,
দেশের পানে যেদিক তাকাই
নয়ন আসে ভিজে।

C. S. দলের চরণেতে
তাঁরাই করুণ অর্ঘ্যদান,
যাঁরা ভাবেন দেশের গৌরব
দেশের এরা সুসন্তান।

মাসীর এঁরা পুষ্যিপুত্র,
মায়ের ছেলে নন,
সদাই দৃষ্টি, কেমনে দেবেন
দীঘল ঝম্পন।

এঁরা, এদের নন ওদের নন,
Ms রাণীর বর,
Style দেখে মন ভুলে যায়,
মরি কি সুন্দর।

আমরা ভাবি স্বর্ণ-কুক্ষি
C. S. রাজের মায়,
মনের দুখে ভাগ্যহীনা
কাঁদেন উভরায়।

Vitality দাও গো ফিরে,
antonomy নাহিক চাই,
লেখনীরে স্বাধীন কর,
অন্য বাঞ্ছা আর ত নাই।
অট্টহাসিনী বিলাস-বধুরে
ফিরে লয়ে যাও গেহে,
বোতলবাহিনী তোমার creatureএ
বুকে রেখে দাও স্নেহে।
খেয়াল তোমার ছুছুন্দরীর
গলায় দিতে হার,
হে খেয়ালি, দূরে ফেল
Fadটী তোমার।

*　　　*　　　*

এখনো এদেশে হয় সামধ্বনি
অনাহত বাঁশি বাজে,
এখনো রমণী পেবলতাময়ী,
জড় সড় সদা লাজে।
মেঘের ছায়ায় রেবার বক্ষে
এখনও যে দেয় কাঁটা।
এখনও উদর শীতল করে
আহিরিনীদের মাটা।
এখনও রমণী কোমল হৃদয়,
সাবিত্রী ছাচে গড়া,

এখনও মায়ের উদার হৃদয়
কমল মরন্দে ভরা !

(খ)

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ
রোজগারী ছেলে,
সারী বলে, আমার রাধায়
গহনা দেবে ব'লে ,
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ
রাধায় করে মেম,
সারী বলে, হা ধিক ধিক
Shame, shame, shame,
সকল বাঁধন ওই ছিঁড়ে যায়,
আস্‌ছে নূতন তূর্ণ
যাত্রুর সঙ্গে যেতেছে যাত্রী
বাসনা না হ'তে পূর্ণ।
Nude Nude বড়ই মধুর
যেন বসন্তের ঘর,
রূপসাগরে ভাসিছে পদ্ম,
মরি কি সুন্দর !
মন-অলি আজ অধরে কপোলে
কভু বা বুকেতে বসি,

দ্বিতীয় হাঁড়ী

পদ্ম-পরাগ মাখিয়া অঙ্গে
দেখে শরতেরি শশী।
অর্দ্ধস্খলিত আদর-কবরী
Sweet neg ect প্রকাশে
চূর্ণ কুন্তল ভ্রমর হইয়ে
উড়ে ঢুলে পড়ে বাতাসে।
ধীবর মজুর কৃষক ও চাষা,
ভিক্ষুক যারা আছে,
সত্যের যশ অবাধে বিলাতে
দাও হে তাদের কাছে।
আমার ঘরের ডিপুটী বঁধুয়া
তোমার ঘরের ছেলে,
ক্ষুধার তরেতে মরীচ ভূখিলে
বেচারীকে দেন জেলে।
Morally guilty তবু সুখে থাকে
পড়ে না law এর প্যাঁচে,
কোথায় হীরক কোথায় কাঞ্চন
লোক ভুলে থাকে কাঁচে।
মুখে করে চুরি কাজে করে চুরি
মনে প্রাণে যারা চোর,
সাজিয়া গুজিয়া ভদ্র হইয়া
তারাই করিছে সোর।

পোলাও

দুয়ারে দুয়ারে ভিখারীর বেশে
প্রচারিতে দাও সত্য,
আমার রাজা পাবেন তখন
নিরাবিল আনুগত্য।

"My elation" মহারাজের
ওটা ভিয়ান করা,
* * * রাজবত্ম´
রক্তরজে ভরা।

রাজার হাতের ভ্রমণ আনার
বৃন্দে যখন দিতেন নিজে,
মধুররসে হৃদয় তখন
হর্ষ রসে উঠ্‌তো ভিজে।

ললিতচন্দ্র ছদ্মবেশের
করেছেন ভালই বিশ্লেষণ,
মুক্তকচ্ছ সাহিত্যিকীর
দিচ্ছেন না ত বিবরণ ?

(এঁরা) চাঁদ চুয়ান রূপমাখান
চুম্বন-প্রবণা বালায়,
নায়িকা করিয়ে কামেরই অনলে
বঙ্গভূমি জ্বালায়।

বসোরার সেই গোলাপ বক্ষে
চুমার রেখাটী টেনে,

দ্বিতীয় হাঁড়ী

উচ্চ হইতে সুপ্ত মন্ত্রে
পাতালেতে যান নেমে।

শৃঙ্খলার তার, সংযমের ডোর
ছিঁড়েছে প্রেমেরি উচ্ছ্বাসে,
অবাধেতে প্রেম লোফে রূপরাশি
তীব্র মনেরই উল্লাসে।

সত্য যাহা, নিত্য তাহা
শাশ্বত বনিতারে
সত্য কখন হয় না নমিত
তিক্ত প্রেমের ভারে।

হেথায় কুন্দ, হোথা বিনোদিনী,
"মর্ম্মে"—"প্রভাতী" প্রেমপানা,
দয়িতা শিখিছে বিনোদার হাব,
করে না তাহারে কেউ মানা।

প্রেম কেন বলি? শুধু ব্যভিচারে
জাতীয়তা গেল ধুয়ে,
সমাজের ছিল শাসাল কল্‌জে,
ক্রমশঃ পড়্‌ছে নুয়ে।

রোগটা রে ভাই পার যদি তবে
আতুর ঘরেই কর কাৎ,
একটু খানি বাড়্‌লে পরেই
করে বসবে বাজি মাৎ।

পোলাও

চোখের জলেরে ফেলেছি পুছিয়া,
হৃদয়ে পেয়েছি শক্তি,
মায়ের পূজার তরেতে এনেছি
নিরাবিল নব ভক্তি।

যতন করিয়া গড়িব চরিত
দীপ্ত মধুর হরষে,
জগজ্জনে লভিবে শান্তি
তস্ত অমৃত পরশে।

পরবেদনার দ্রাক্ষামদির
প্রাণে প্রাণে দেব ঢেলে,
ধনীও চাহিবে দুখীর পানেতে
সজল নয়ন মেলে।

ধর্ম্ম দিয়ে মান কিনিয়ে
ওই রহেছেন মানী,
পেশা তাহার শক্তি-পূজা,
সে কথাটাও জানি।

দেবতাদলের জুতার ধূলা
ঝাড়েন রুমাল দিয়ে,
যৌতুক নেন বিধিমতে
ছেলের দিয়ে বিয়ে।

বিজ্ঞতাটা সকল কাজেই
বিষের গন্ধ বার করে,

দ্বিতীয় হাঁড়ী

চলেন যাদু সেজে গুজে
কাত্তিকেরই রূপ ধরে
হারিয়ে ফেলে চরিত-নিধি
আজ কাঙ্গালী সবে,
কাঙ্গাল হ'তে ত ইত কাঙ্গাল
আমরা নিখিল ভবে।
হৃদয় মাঝে বিষ্ঠা ভরা,
নিষ্ঠা গেছে দূরে,
বাজে না গো হৃদয় বেণু
তেমন মধুর সুরে।

তৃতীয় হাঁড়ী

(ক)

আর দিওনা মুড়ির মোয়া
রাঙ্গা চোষণ-কাটি,
দানের চোটে ভারতবাসী
হয়ে পোলো মাটি।
গ্রামে গ্রামে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট
পাড়ায় পাড়ায় পগ্‌গ রাঙ্গা,
শান্তিরসে সবাই সিক্ত
সবার কেবল কোমর ভাঙ্গা।
ওপোরেতে নীতির রসে
সবই যেন গিল্‌টী,
পাপের সাতে পুণ্য মাখা,
অপূর্ব্ব এ মিল্‌টী।
শিখ্‌ছি শুধু আত্মহত্যা
শিখ্‌ছি হতে ভণ্ড,
যাজ্ঞিকদের যজ্ঞভেঙ্গে
কচ্চি সবই পণ্ড।
চট্টো Dyer ভট্টো Dyer
সিংহ Dyer এইখানে,

অত্যাচারে কালোর কাছে
সাদা আদ্‌মী হার মানে।
পরের গর্ব্বে গর্ব্ব করি
পরের মুখের ঝাল খেয়ে,
ওদের দেশকে মাথায় তুলি
আনন্দেরি গান গেয়ে।
মেনে নিচ্ছি মাথায় করে
বোল্লে ওরা বর্ব্বর,
সভ্যতামদ কত্তেছি পান
পূর্ণ করি' খর্পর।

(খ)

কিনা ছিল, সব ছিল,—সব গেছে দূরে,
নশ্বরবিটপীসম হৃদয় পাদপ
পারে না তুলিতে তার গৌরবমস্তক,
সত্য ছিল—শিশির সমান নিরমল,
দয়া ছিল—কোমল দ্রাক্ষারসে রসা,
ধর্ম্ম ছিল—ভূমানন্দমুকুটভূষিত,
লোকপ্রেম—তাও ছিল অতুল ধরায়,
জানপদগতপ্রাণ ছিলেন নৃপতি,
প্রজারঞ্জণের তরে, হৃদয়রঙ্গিণী
প্রভাবতী অঙ্গনায় দিতে বিসর্জ্জন
করিত না ইতস্ততঃ! কর্ত্তব্য তাহার,

পোলাও

পিচ্ছিল সত্যের পথে, রক্ষিরূপে সদা
লয়ে যেত যথাস্থানে অমিতবিক্রমে।
সব ছিল, সব গেছে, কিছু নাহি আর;
বিশ্বকর্ম্মা হতে দক্ষ ইলোরা মন্দির
যারা গড়েছিল, তারা কোথায় এখন?
চতুঃষষ্টিকলা, হায় আলোচন তার,
কোন শিক্ষাবলে আজ করিবে যুবক?
গোলকুণ্ডে আছে হীরা, বদনে তাহার
"সাম্পটা"কলার লালা কে পারে ফলাতে?
"প্রতিমাল্য"—অভিধান-সমাধি ভিতর
চিরদিন তরে তার রচেছে শয়ন।
আছে নবদ্বীপ, জন্মে না সেথায় শুধু
সেই রামনাথ সুধী "[illegible]"—সাধক;
আছে শান্তিপুর, হয় না সেথায় আর
তানসানকণ্ঠচোরা গোঁসাই নির্ম্মল।
অদ্বৈতের ভক্তিভরা মোহনীয়া বাণী
নাহি রচে জাহ্নবীর হৃদয়ে উচ্ছ্বাস।
শিক্ষা গঠিতেছে আজ ঐ মসীজীবী,
শিক্ষা গঠিতেছে আজ ঐ মহারথ,
* সম তেজবন্ত নবীন Judas
মেষচর্ম্মে আচ্ছাদিত বৃহৎ শার্দ্দূল
ওই দেখ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে হায়
কি পক্কান্ন এ ভারতে লয়েছে জনম।

(গ)

ধূর্জ্জটীর জটা বেয়ে
ছুটবে না কি বিষের নদ,
সূর্য্যটী কি রাঙ্গিয়ে আঁখি
কর্ব্বে নাক দানব বধ ?
পদের উপর ভর দিয়ে ভাই
দাঁড়াব কি, পা ভাঙ্গা ;
আশা করে নেঙ্‌ড়ে চল,
দেখবে ওদের চোখ্‌ রাঙ্গা ।
ময়ূখমালা ফেনের বুকে
যেমন করে রং ফলায়,
শুদ্ধমনে ধর্ম্মরাজ
আত্মমূর্ত্তি প্রকাশ করে
কেমন দিব্য প্রতিভায় ।

যেখানে থাকে না ধনের গর্ব্ব
কামানদাগা কৌশল,
মানস-চোকের সাম্‌নে ভাসে
দিব্য পদ্ম উজ্জ্বল ।
অত্যাচার উৎপীড়ন,
তাই যদি হয় বীরত্ব,
হাসিয়ে ওদের উড়িয়ে দেবে
আমাদেরি ধীরত্ব ।

(ঘ)

আমরা মার খেয়ে হব বড়
আমরা ধর্ম্মে হইব দড়,
অত্যাচারের বুক চিরে
দানব হইয়ে, রক্ত মাখিয়ে,
দুই করপুটে রক্ত ভখিয়ে,
খেলিতে চাহিনা লইয়া অরির
মুকুটশোভিত শির,

নন্দনবনমন্দারহাসি
ঢালে প্রাণমাঝে সুষমার রাশি,—
তখন ধাতার শুভ্র নিমল
ফুটায় পরাণে প্রভাতী কমল,
পিশাচের ওই তাণ্ডবতান
পারে না ধরাতে রুদ্র কৃপাণ,
বহাতে রুধির নীর।

সয়ে যাও ভাই, সয়ে যাও,
রক্ষকুলের শত অনাচার,
ন্যায়ের রাজ্যে শত অবিচার,
বেদনা পাইলে, শত জ্বালা ভুলে
সুধুরে বারেক মনপ্রাণ খুলে,
দয়াল প্রভুর গান গাও।

(৬)

প্রাচ্যভূমি ধর্ম্মভূমি,
Deplomacy নাই হেথা,
সরল প্রাণের আবেগভরে
চল্লে হবে সব্‌জেতা।

সত্যমিথ্যার বুজ্‌রুকীতে
উঠেছিল Premier,
পতনেতে চূর্ণ হল,
ভেঙ্গে গেল অহংকার।

স্বাধীন বটে, নোস্তা স্বাধীন—
অমন স্বাধীন দাসের দাস,
শক্তিতে ওর বিশ্বে আনে
মারীভয় আর সর্ব্বনাশ।

পুণ্য বিধানে চরণে দলিয়া
Tyranny সেথায় শির তোলে,
মিথ্যা সেথায় কাঁচলি ফেলিয়া
আপন রুদ্র বুক খোলে।

চোখ রাঙ্গানি দাঁত খিঁচুনি
ওতে বল কিসের ভয় ?
ভয়ভঞ্জন ভগায় পেলে
কত্তে পারি বিশ্বজয়।

(চ)

শিক্ষা যদি নীতির রসে
সিক্ত হ'ত প্রাণে,
লুব্ধ হৃদি মাতিত না
শূন্য অভিমানে।

ওরে ছোট, ও দারিদ,
ওরে কাঙ্গাল জন,
তোদের প্রাণে কর্‌বে কেরে
অমৃত সিঞ্চন ?

সমাজবুকে কাল বিড়ালের
হাড় রয়েছে গোঁজা,
কাকের cawing, পেঁচার hooting,
পথে ঘোরে খোজা।

ক্ষুদ্রে মহৎ, ক'ত্তে যে নারে
মহৎ সে বল কিসে,
মানের পন্নগে জড়িত হৃদয়,
নয়ন পূর্ণ বিষে।

ধনীর পদ লেহন করা
তর্কবাগীশ খুড়ো,
তোষামোদের ময়দা ছেনে
হয়ে গেছেন বুড়ো।

পয়সা পেলে করেন সুখে
পরাশরের কোর্‌বানী,
মাকড়-মারা দুর্ব্বলেরে
ঝাড়েন সদা দুর্ব্বাণী।
ভারত মাটীর কোন্ গহনে
সত্য আছে পোতা,
তাই তুলতে সাবল হাতে
ঘোরেন কত হোতা।
কান্না আসে কাঁদিনে আর,
ব্যাথার ব্যাথী কোন্ খানে?
কাঙ্গাল সম চেয়ে থাকি
অনুগ্রহের মুখ পানে।
Civilisation, Civilisation,
ওই বিলাতী রাক্ষুসী,
মুষ্টিমেয় চাইলে চাউল
যুগ্ম করে দেয় ভুষী।
যৌবনের প্রেম কলঙ্ক
এবার যাবে কেটে,
কয় ওস্তাদ মিলে ওরা
শাস্ত্র নেবে বেটে।
ফল্গু এখন, Thames নদীতে
হয়েছেন transformed,

তারই heat এর প্রকম্পনে
ভারত-জোড়া storm।
যাচ্চে আচার যাবে আচার
Publicএ খায় gingerate,
বড়দিনের পার্ব্বণেতে
পিরুর বাড়ী আসে ভেট।
শক্ত ভিতে প্রাচীন প্রাসাদ
তুলেছিল শির,
খস্‌ছে কড়ি, ফাট্‌ছে মাথা,
সৌধ আছে স্থির।
প্রেমের তরে ছাগল কাঁদে—
চাঁট মেরেছে ছাগী,
Elope-করা বধূর লাগি
বঁধুটী বিরাগী।
আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলে
সবাই আছি সং সেজে,
লিখ্‌ছি এখন philosophy
শিখান যাহা ইংরেজে।
যুগের পরে যুগ যেতেছে
পর ছিলাম পর আছি,
চাকের মধু ফুরিয়ে গেলে
পালিয়ে যায় মাছি

ধানের ক্ষেতটা নাচিয়ে দিয়ে
ছুটছে শীতল বায়,
তরু'পরে দুইটী ঘুঘু
মিলনমধু খায়।
গোলাপফুলের গাউন-আঁটা
প্রতি প্রাতে Miss উষা,
সেজে গুজে পূর্ব্ব দিকে
দাঁড়ান পরি বেশভূষা।

(ছ)

সুরেন ভট্টো লেখেন novel
আঙ্ক আঙ্কের অভাব নাই,
Occult রসের Mysticism
উড়িয়ে দিচ্ছে সদাই ছাই।
কলা কৌশল নাহিক কোথায়,
চিত্রে নাইক দীপ্তি,
ভাষায় ফোটে না ফুল্ল মল্লি,
মেটে না কোথাও তৃপ্তি।
Mysticism !
ও হরি বোল, Mysticism !
নহেক ইহা বুজরুকী,

পোলাও

কচ্ছো বোকা পাঠক দলে
দম্ভভরে বুক ঠুকি।
Mysticism? রূপ রবে সেথা,
রবে না শরীর;
অধরের রাগ আকাশের 'পরে
ছড়াবে আবীর।
পবন বহিয়া আনিবে হাসি,
রূপ নাহি ধরা দিবে;
স্বর্ণ-মৃগের পাছু ছুটি মন,
জল ভাবি, তৃষা পিবে।
তীক্ষ্ণ জ্বালায় দহিবে চিত্ত,
প্রেম রবে নাহি প্রিয়া,
মানসীরে তার খুজিয়া না পাবে,
দহনে দহিবে হিয়া।
উষার যাবকে রঞ্জিত পদ
অঞ্চলে তনু ঢাকি,
কোথা হ'তে এসে তিথিন চাহনে
বধে যাবে প্রাণ পাখি।

চতুর্থ হাঁড়ী

(ক)

"সাঁঝের বাতি" জ্বালিয়ে হোথা
"শেফালি" ফুল তুল্‌ছে কে ?
Original শীর্ষে উহার
সোণার তাজটা পরিয়ে দে।
সরল ভাষায় চিত্রগুলি
সৌরি মুখো আঁকেন বেশ,
"নির্ঝর" তার ঝর ঝরিয়ে
প্লাবন করে যাচ্ছে দেশ।
প্লাবন ক'রে পাবন করে
হাসি-কান্না পাশাপাশি,
যাচ্ছে ব'য়ে ভঙ্গী ক'রে
কভু কাঁদি কভু হাসি।
ঠাকুরালির গন্ধ শুধু
ভাষায় যেন একটু পাই
তবু যেন মনে হয়
'সুরু' আমার আপন ভাই।
শব্দগুলির কেউ মরা নয়
সবাই যেন সুস্থকায়,

পোলাও

সবার মুখেই কুন্দহাসি
সবাই দীপ্ত প্রতিভায়

গাবের গাছের নূতন পাতার
শোভা নিয়ে কে এল,
'সবুজ পত্রের' আড়ালে বসি
অমন গান কে গা'ল।

কাণের ভিতরে পীযূষ ঢালিয়ে
প্রাণ মাতাইয়া ছুটিছে সুর,
আনন্দে শরীর উঠে রে কাঁপিয়া
নয়নে লেগেছে নবীন নূর।

প্রমথ এট্‌না উগারিছে ওই
জগৎ-সাহিত্য-রস,
Bookful বটে blockhead. নন্‌
কিনিতে চান না যশ।

শ্যামল বঙ্গে শ্যামল কবির
শ্যামল বীণার তান,
শ্যামলিত হ'য়ে ধরণী মাতায়ে
এখন ছুটায় তান।

'কেঁদুলে' দাঁড়ায়ে ঐ কবি দেখ
পুরাণে নূতন করে,
চণ্ডীদাসের বীণার ঝঙ্কারে
এখনও অমৃত ক্ষরে।

চতুর্থ হাঁড়ী

শ্যাম-বঙ্গ সনে বিলাতি সবুজ
করিতেছে কোলাকুলি
শ্যামলে সবুজে, সবুজে শ্যামলে
রচিছে মধুর বুলি।

নূতনে পুরাণে মিলিয়া গুলিয়া
হবে অপরূপ নূতন,
বঙ্গভাষার বঙ্গমাতার
উজ্জল হইবে বয়ন।

ধূর্জ্জটীর প্রিয় বঙ্গ-নায়ক
নামটী তাহার দীনেশ,
দীন ছিলেন, ভক্ত বলিয়া
হ'য়েছেন আজি ধনেশ।

যেদিন ইনিই রায় গুণাকরে
হেসে করিলেন নির্ব্বাসন,
সেদিন হইতে বিদ্যাসুন্দর
কাট্‌ছে বাজারে বড়ই কম।

বাঙ্গালী পাঠক স্রোতে গা ঢেলে
পারে ভাসিতে,
বিজ্ঞ জনের হাসিটি দেখিয়া
পারে হাসিতে।

উজাতে চাহে না উজাতে জানে না,
আগ্রহ করিয়া গ্রন্থ কেনে না,

যদি কেহ কোনে পড়ে কদাচন,
চাহে না রুচিরে করিতে মার্জ্জন,
যদি কেহ পড়ে বুঝিতে নারে—
গ্রন্থকারে গালি পাড়ে।
বোকামি ভূতটা সবারি ঘাড়ে—
না বুঝেও তারা গালি ঝাড়ে।

(খ)

Tame tame tame
আস্‌ছে না আর ফুর ফুরিয়ে
নবীন আলো মেখে গায়,
উথ্‌লে দিয়ে মলয় বায়,
গোলাপগন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে
মনমাতান কবিতা।
নির্ঝর আর গায় না গান,
নিদের বুকের রাঙ্গা স্বপন
দেখায় না আর তেমন নাচন,
প্রাণ ভোমরা
কচ্ছে না আর কমলমধু পান
মান করেছেন বনিতা!
বলি 'ওঠ' 'ওঠ' চাঁদের হাসি.
আর থেকনা মান করে,

চতুর্থ হাঁড়ী

প্রাণের মাঝে 'বউ কথা কও'
ডাক্‌ছে শোন প্রাণ ভরে।
কবীন্দ্রের অষ্ট সখা
গুণগুণিয়ে কচ্ছে গান,
তাল বোধ নেই ধুর বোধ গায়
জবাই ক'রে শ্রোতার প্রাণ।
রমণী কবির বিলাসবতী
কবিতামধুর নিচোলে
বাহার দেওয়া জরির ফিতে
শুধুই কেবল ঝল্‌মলে।
পুষ্প আছে নাইকো আলো
রং ফুটাবে কিসে?
শুষ্ক art এ মন গলে না
প্রাণ থাকেনা মিশে।
হেমন্তের পাতার মত
রং মাখানো প্রতিভায়
বুড়ো রবি লিখছে Ballad
একটু একটু হাঁসি পায়।
'ঝরাফুল' যেন রূপসী উর্ব্বসী
নিবিড়-যৌবন-ভরা,
পেলবতা তার অঙ্গের গুণ
ঠাকুর-চিত্ত-হরা।

পোলাও

তালীর ছায়া বুকে ধরা
(ওই) আদর-দীঘির ধারে
করুণা করি ঠাকুর কবি
বাঁধিল "করুণা"রে।

'ঝরাফুল' ওতো মর্ম্মরফুল
Art আছে নাহি প্রাণ,
(তাই) এতই দৃপ্ত এতই নৃত্য
এতই অভিমান।

'সোণার তরী' রূপের তরী,
ভাস্‌ছে প্রেমের দরিয়ায়,
প্রেমিক যে তার স্থান আছে তথি
প্রেমহীন কেঁদে ফিরে যায়।

'চিত্রাঙ্গদা' সুধার খনি,
'চিত্রাঙ্গদা' উজল মণি,
'চিত্রাঙ্গদা'য় র‍্যাফেল দিচ্ছে উঁকি,
'চিত্রাঙ্গদা'য় প্রেমিক কবি সুখী।

কালিদাস থাক্‌লে পরে
কত ভালবাসি',
রবির গলে আপন মালা
দিতেন খুলে হাসি।

চতুর্থ হাঁড়ী

প্রতি পাতে লাগিয়ে দিব
যতন ক'রে জলছবি,
আচ্ছা ধূম্রো হস্তিকায়
বই লিখেছে 'দেব কবি'।
নিত্য কথার বস্তা বেঁধে
এত কেন গোলোযোগ,
যদি মাল টানাই সার
লোকে বল্‌বে কর্ম্মভোগ।
কবির জীবন কাব্যে বিকাশ
ইয়ার দলে নয়,
অন্তর্দৃষ্টি থাক্‌লে পরে
বুঝ্‌তে সমুদয়।
রবির কাব্যে কামের গন্ধ
ঈর্ষা 'fata' কল্লে বার,
অমনি গর্জ্জি চেলাগুলো
উঠ্‌লো ব'লে মার মার।
বেশ লিখেছ খুব লিখেছ
সুধার গন্ধে ঢাকছি নাক,
If it has no name to be known by
তবে সে কথাটা চাপা থাক।
খেতেন দ্বিজু মৎস্য যখন
অবাক্ চোখে চাইত পুষি,

হরু, সুরু, নরু, জ্ঞানেন—
মনে মনে হতেন খুসী ;
হায়রে কপাল কবির জীবন
এই ভাবে কি লিখ্‌তে হয়,
দ্বিজুর জীবন 'সাজাহানের'
প্রতি পৃষ্ঠে অভ্যুদয় ।
সে—
আপন জীবন আপন হাতে
লিখে গেছে কাব্যে তার,
তুচ্ছ কথার আলোচনে
প্রকাশ ক'রে ব্যভিচার ।
বড়ালভক্ত নবকৃষ্ণ
যা লিখেছেন সহ্য যায়,
ধৈর্য্য-রাণী অধৈর্য্যের
গুহার মাঝে না পালায় ।
সরলপ্রাণ বড়াল কবি
হারিয়ে ফেলে তার প্রিয়ায়
'এষা' বুকে বসে আছেন
উচ্চ যশের লালসায় ।
সখ্যহীন প্রেমহীন
জীবনটা ত মরুময়,
লক্ষ্মীছাড়া হ'লে পরে
এ দুর্দ্দশা সবার হয় ।

চতুর্থ হাঁড়ী

ওরে বুড়ো আছিস্ বেঁচে,
তবু কেন দিস্‌নে সাড়া ?
সব ফেলেছিস্ হারিয়ে কিরে,
এমন দিনে বধূ-হারা।
কবির সম হৃদয় ছিল
কবির সম মমতা,
কোথায় গেল গলাগলি
এমন দিনে বল তা ?
'কস্তুরী' আর 'চন্দনেরে'
মুক্ত হস্তে বিলাইয়ে,
"গোবিন" গেল পাঁজর ভেঙ্গে
কাল সাগরে মিশাইয়ে।
ভিজে চোখে আজকে তোরে
মনে করছি 'অকুরে'
"গোবিন" গেছে কাল হ'য়েছে
বাঙ্গালা দেশের মধুরে।
আমার দেশটা আমার দেশটা
আমার চোখে কেমন ঠেকে,
এরা
বউকে রাখে বুকের মাঝে
পায়ে ঠেলে বুড়ো মাকে !
তৃষ্ণা কাতর "গবুর" মুখে
দিল না কেউ জলের কণা,

পোলাও

বেদনাটা এমন দিনে
দারিদ বলে জানাল না।
বই পড়ে? না মলাট পড়ে?
পড়্‌তে জানে কয় জনায়,
পাঠক তেমন থাকলে পরে
বুঝত "গবুর" সাধনায়।

* * * *

আমি ভজব না আর কৃষ্ণ রাধা,
ওতে আছে অনেক বাধা
লক্ষ মন্ত্রে শুধুই সাধা;
(এঁদের) চোখের দৃষ্টি বয়সদোষে
নাহিক বলে জগৎ ঘোষে।
আমি আপন হাতে গড়্‌ব শিবে
ছেনে কাদা,
আমি ভজ্‌ব না আর কৃষ্ণ রাধা।

পঞ্চম হাঁড়ী

(ক)

রাউলেটী সুঁই বুকে বেঁধে
নব বর্ষ আসিল,
C. I. D'র পোয়াবার,
দুঃখে দেশটা ভাসিল ।
আশা যা তা শুকিয়ে গেল
রাজার শিকল কসে,
মহারাণীর অটুট বাঁধন
এবার বুঝি খসে ।
তর্ষে দলি হর্ষে দলি
এস বর্ষ নূতন.
ভাঙ্গা কুলা মাথায় দিয়ে
তোমায় করি বরণ ।
আকাশ জুড়ে উড়্‌তেছে চিল,
উড়্‌ছে শতেক গৃধিনী,
শ্মশান জুড়ে অট্ট হেসে
বেড়ায় শতেক প্রেতিনী ।
Hydra-headed অভাবগুলা
প্রলয়কালী-নর্ত্তনে

পোলাও

ব্যস্ত আছে দারিদ জনের
কোমল হৃদয় কর্ত্তনে
আময় এসে লুটছে পরাণ,
অশান্তি দেয় খোঁচা,
নেকো যিনি হারিয়ে নাসা
হয়ে পড়েছেন বোঁচা।

কাপড় গুলি ছিন্ন জীর্ণ
জুতায় শত তালি,
অভাবমাখা অন্ন খেয়ে
পেট্‌টা থাকে খালি।

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,—
তাতেও সাপের চর্ব্বি,
ঘের্ত্তো ভোজন করুন তাঁরা
অর্থে যারা গর্ব্বী।

এস এস নূতন বর্ষ,
মুখে তোমার নাইক হাসি,
চোখে তোমার জ্বল্‌ছে অনল,
গায়ে মাখান ভস্মরাশি।

*　　*　　*　　*

প্রভুহে প্রভুহে তোমার চপলা
তোমার সাধের দামিনী

খবর যোগায় cable টানিয়া
সারাটি দিবস যামিনী,
তোমার সাধের দামিনী।

ঘোরায় ব্যজন, আলো দেয় ঢেলে
দূরেতে সরায়ে আঁধারে,
অবাক সবাই কীর্ত্তি দেখিয়া
দামিনী দুয়ারে বাঁধা রে।

আমাদের—
সিদ্ধ যাহারা, সাধক যাহারা,
দামিনীরে প্রাণে ধরিয়া,
দীপ্ত করেন বিশ্বপরাণ,
আলোমাখা সুধা ঢালিয়া।

তোমরা ওড়াও রঙ্গীন কেতন,
দম্ভে বসাও rustrumএ,
আপন কীর্ত্তি জাহির কর
গগনভেদি সপ্তমে।

গর্ব্বে দড় তোমরা বড়,
আমরা চাহি আকাশে,
উচ্চতমের কীর্ত্তি দেখি
তারার মাঝে বিকাশে।

গু তাটী খাইয়া জীর্ণ দেহ,
জীর্ণবস্ত্র বর্জ্জিয়া

পোলাও

পশুভয় হতে দূরে যেতে চাই
শ্যামল বিশ্ব ত্যজিয়া।
এ পারেতে Damocles—
খড়্গ তুলে সদাই আছে,
ওপারেতে কখন যাব,
কখন যাব মায়ের কাছে ?
ক্ষীণ সন্ধ্যায় মলিন আভায়
মিশিয়ে দিয়ে প্রাণ
কেবল ডাকি, শ্রীমধুসূদন,
কর পরিত্রাণ।

* * ° *

যেথা পশুবল করে না প্রভুত্ব
সেইখানে যেতে চাই,
প্রণব অচ্যুত হে শ্যাম সুন্দর
দাও দাও ওগো ঠাঁই।
ক্ষত ব্যথা যত বীণা হয়ে যেন
কাকলী করিয়া তোমারে ডাকে,
প্রাণ যেন দেব আশামূর্ত্তি ধরি'
তোমারি আশায় বসিয়া থাকে।
মেঘভরা নিশি না বহে পবন,
নিদ্রায় জগৎ গিয়াছে ভরি,
এস এস নাথ, এস হে সুন্দর,
কর আলিঙ্গন ব্রজের হরি।

আমার সুমতি আশীর্ব্বাদ ছানি
ধবল দ্বীপে দাও হে ঢালি,
মনুষ্যত্বের দিব্য আলোক
বিলাসগৃহে দাও হে জ্বালি।

(খ)

Astolpho বিষাণ তাহার
Bureaucratদের দেছে উপহার,
গভীর নির্ঘোষে বাজিছে বিষাণ
প্রকম্পিত করি সহস্র পরাণ,
কেন গো জিন্না কাঁদিয়া আকুল
গাঁধি মহাশয় কেন বা ব্যাকুল,
ক্ষোভ পরিতাপ কি হবে করিয়া
দম্ভ আজিকে উঠেছে জাগিয়া
পেতে দাও বুক দর্পে বিদলিয়া,—
জেতায় আজিকে যাউক দলিয়া।

অসভ্য ভারতে জ্ঞানের আলোক
ঢালিয়া দিতেছে জেতা,
অনুভূতিমাখা Chelms rd আজ
তাই আমাদের নেতা।
সিংহ-হাউই গগন ভেদি
শনৈশ্চরে যায় চলে,

পোলাও

আনন্দেতে ভারত-ভূমি
হাস্‌ছে কেমন খল্‌খলে।
ভাউনাগিরি পীরের কাছে
ছিন্নি মানেন গোপনে,
Et tu Brute K. G. Gupta
বগল বাজান সঘনে।
এওতো ভাবি তাওতো ভাবি
হ'ল এটা কি যে,
ভাব্‌তে গিয়ে সুখের কথা
নয়ন আসে ভিজে।

মণ্টেগু যতন করি রামধনু খানি
নিঙাড়িয়া মধুরিমা দিল সবে আনি;
উদ্ভাসিল আর্য্যক্ষেত্র, তরুলতাশিরে
জ্বলিল সহস্র মণি; আনন্দ-মন্দিরে
ডুবিল প্রকৃতিবর্গ ধন্য ধন্য রবে,
গাইল বৃটন-কীর্ত্তি আর্য্যসুত সবে।

ফুৎকারে নেবে আশার দেউটী,
সুখের স্বপন যায় ভেঙ্গে;
দান ফুরাইলে দারিদ জনায়
দ্বারে দ্বারে ঘোরে ভিক্ মেঙ্গে।

(গ)

মর্ম্মবাণীর পাতে পাতে
পোকার কামড় দেখ্‌তে পাই,
ভাব-সাগরের "প্রমথ" রোহিত
এলোমেলো দিচ্ছে ঘাই।

রূপনগরের মানসী তার
ভাঙ্গা নুপুর দিয়ে পায়,
রাজার কাছে নাকি সুরে
তালকাটা গান হেসে গায়।

খ্যাতিটা তার incubus
সারারাতি বেড়ায় ঘুরে,
বিভীষিকা দেখায় এসে
বুড়ো কবির মধুপুরে।

দেখাও রশ্মি হও যশস্বী,
'জলধরে' দিখ্‌গে তুড়ী ;
কাঁঠাল যে সে কাঁঠাল রবে
বুকে ধরি'ভীম ভুঁতুড়ী।

ভেবেছিলাম 'পদ্মা' গাঙ্গে
আস্‌বে বুঝি উদার জোয়ার,—
চরের উপর চর পড়িল
করে' নদীর শতেক খোয়ার।

পোলাও

"জয় পরাজয়" ও কিছু নয়

মলাট দেখে হাউড়ে পাঠক,

দশের সাম্‌নে পড়তে থাকে

মিষ্ট বলে দুষ্ট নাটক।

পুষ্পহীন পত্রহীন

স্থাণুর মত আমরা,

ধল্লেও ফল সত্ত্বা-বিহীন

শুধুই আঁটি চামড়া।

মর্ম্মবাণীর কুঞ্জে এখন

সত্য দোলে হিন্দোলায়,

ভাবের তামাক টান্‌ছে বসে

গিল্‌টা করা আলবোলায়।

যমুনাতে ভাসিয়ে গা

পদ্মমধু পান কোরে

"যতীন" এখন শান্তি-সুখে

বিশ্বপাতায় গান ধরে।

"অমরনাথের" কলঙ্কটা (ওই)

গঙ্গাজলে যাক্ ধুয়ে,

বিনয় এসে কবির অঙ্গ

স্নেহভরে যাক্ ছুঁয়ে।

দেমাক ছিল কণ্ঠভরা,

সাঙ্গলে শেষে রত্নাকর,

Unequal combination
নহে কো কভু ক্ষেমাঙ্কর।

হালকা লেখক 'ভারতবর্ষে'
দলিয়া যাচ্ছে বাণীর বুক,
আশা ছুঁড়ী অভিমানে
কোণা বস্‌ছে ঢেকে মুখ।

গল্পে থাকে নগ্ন কথা
গণ্ডে চুমার রেখা,
কৌমারেতে কামের কামান
পাত্তে শুধুই শেখা।

নেকীর পোলা নায়ক হ'য়ে
চাপ্‌ছে বুকে "আশোকায়"
চুম্বনেরি উৎপীড়নে
লজ্জা কেঁদে দূরে যায়।

কেবল কেবল ভোগ-লালসা,
বল্‌গা-খোলা বাসনা
প্রসাধিতা প্রসাধনে
সুখের করেন কামনা।

নাগর করেন নাগরীরে
বুকে ধরে যতন,
স্বার্থভরা যুগল চিত
বিলাস-সুখে মগন।

এই না হ'ল মনের মতন
মাসিক ত আর চলে না,
দাদার কি দোষ দেব ভাই
দাদা ত আর দেব্‌তা না

(ঘ)

বাণীর পূজক সাধনা না হ'তে
সিদ্ধি কামনা করে,
যশের লাগিয়া কত না বিনয়ে
ঢাকীর চরণ ধরে।
আপনার গান আপনি গাহিয়া
হতেছে সমাজে বড়,
দেখে এই সব পিশাচ-আচার
আঁখি ঝরে নিরন্তর।
অতিথিরে আর যতনে সেবিতে
চাহেনা কাহারো মন,
বিধবার লাগি এ আর্য্য-সমাজ
নহে কেহ উচাটন।

ষোড়শী কন্যা বিধবা সাজিয়া
বলয় ভাঙ্গিয়া সিঁদুর মুছিয়া
পড়ুক সাবিত্রী-কথা,

পতির ধেয়ানে হইয়া মগন
দেখুক বিধবা সোণার স্বপন,
ঘুচাক মনের ব্যাথা ;—

আর

বুড়ো শালিক তৃতীয়বারের
বালিকা বধূটী লয়ে
হেসে হেসে হেসে রভসে হরষে
থাকুক মত্ত হ'য়ে।

চুলেতে কলপ মোচেতে কলপ
স্খলিত দন্তে ar· খেলে,
অতনু অবশ যুগল নয়ন
অলস ভাবেতে রয় মেলে।

বিধবা তনয়া খেতেছে তিক্ত,
গোপন রোদনে কপোল সিক্ত,
মাথার উপর ব্রহ্মচর্য্য
দু'মণ দশটী সের,

স্থবীর জনক তন্বী শ্যামার
ধেয়ানে মগন স্নিগ্ধ শোভার,
পান করেন রূপসী বালার
অধর-মদিরা ঢের।

পোলাও

শিক্ষা কোথায়, দীক্ষা কোথায় ?
আলোকে হৃদয় ফোটে কার ?
শিক্ষিত হইয়ে কেমন করিয়ে
দেখে তবে হেন ব্যভিচার ?

সমাজে শোভন সমাজে মোহন
যদি হে করিতে যাও,
আপন পরাণ আপন রক্ত
যতনে ঢালিয়া দাও।

তাকিয়ে থাকার কাজ নয় ভাই
তাকিয়ে থাকার কাজ,
পাপ দেখে যে নীরব থাকে
সেও ডুবে যায় পাপের পাঁকে,

তার মাথাতে হয় পতিত
অমঙ্গলের বাজ,
তাকিয়ে থাকার কাজ নয় ভাই
তাকিয়ে থাকার কাজ।

ভাঙ্গা দেওয়াল ভেঙ্গে ফেল
লাগাও লাথি বুকে,
সুবুদ্ধি যা করতে বলে
প্রকাশ কর মুখে।

পঞ্চম হাঁড়ী

মনু ছিলেন ছিলেন মনু
হাতীর দলের হোতা,
তার ব্যবস্থা চল্‌বে না আর ;
তেমন শক্তি কোথা ?

সংস্কারের আবেষ্টনে
বদ্ধ আর ভাই থাকিস্‌নে,
আর্য্যসুত বলে' আর ভাই
অভিমানটা করিস্‌নে।

সমাজ মাঝারে দেখি ব্যভিচার
(যার) রক্ত নাহিকো উথলে,
ভেড়ার ভেড়া গাধার গাধা
তিনিই ইহ ভূতলে।

সবাই মেলে কোমর বেঁধে
বিবেক বেটায় চেতিয়ে তোল,
শক্তি এসে মধুর হেসে
তখন তোদের দেবে কোল।

সারল্য যা দিন দিন দিন
জগৎ ছেড়ে যাচ্ছে সরে
ভণ্ডামিতে নিখিল বিশ্ব
লহু লহু উঠ্‌ছে ভরে।

পোলাও

মিথ্যাটারে করেছে সত্য
কেমন একটা রং দিয়ে,
ভণ্ড চরণ করছে পূজা
হর্ষে তারে বন্দিয়ে।

বাবার বাবা দাদামশাই
ছিলেন যখন জীয়ে,
পুলক দিয়ে সময় তখন
রাখতো ভরে' হিয়ে।

অভাব তখন বালক ছিল,
ছিল না তার দাপ ;
দিত না সে গরীব দেখে
রুদ্র অভিশাপ।

তখন হেসে হেসে
চাইত সবার দিকে,
ভুলিয়ে দিত সরলতা
আপন হৃদয়টাকে।

বহিত তখন তপোবন—
পরশকরা হাওয়া,
ভালবাসার মাঝে ছিল
ভালবাসার দাওয়া।

সখা ছিল বধূর সতীন
সতীন ছিল বঁধু,
রসোদ্গারে প্রতি নিশা
ঢেলে দিত মধু।
কোথায় তারা, কোথায় সেদিন,
কোথায় সে সব প্রাণ ?
আজকে তাদের স্মরণ করে
শরীর বেপমান।
মনে হয় না কোথায় যেন
ফেলিয়াছি পুলকে—
পূর্ব্বকথা মনে হ'লে
চম্‌কে উঠি পলকে।

* * *

বন্ধু এখন উন্নতগ্রীম
Power-loving হাকিম হুকিম,
বন্ধু এখন অতি চতুর,
লম্বা কোঁচা রায় বাহাদুর,
বন্ধু এখন দুহাজারী
আপনগর্ব্বে আপ্‌নি ভারী,
বন্ধু এখন Bar-at-law
কুটীল কথায় করেন থঃ,
বন্ধু-ঘেরা আছি বটে
বন্ধু কেহ নয়,

পোলাও

সাধক তারা স্বার্থ—মন্ত্রে,
দীক্ষিত সব ইতর তন্ত্রে
সখিত্বেরে হত্যা কর্ত্তে
নাহিকো কারও ভয়,
বন্ধু আমার আশে পাশে
বন্ধু কেহ নয়।

ষষ্ঠ হাঁড়ী

(ক)

বিদ্যাগৃহ কারাগৃহ, ঔদার্য্য-বিহীন ;
গুরু যিনি, নৈসর্গিক হৃদয়বন্ধন
সতত করিতে খর্ব্ব, আবৃত্তি করেন
সারল্যবর্জ্জিত রুক্ষ পাশ্চাত্যের নীতি ;
যে নীতি কর্দ্দমপূর্ণ, যাহার মাঝারে
জীবন স্পন্দন নাই প্রবুদ্ধ করায়
সঞ্জীবনী শক্তিসহ নব চেতনায় ।
কোথা সে সংযমী গুরু নির্ম্মল জাবালি ?
গোমুখী-নিঃসৃত পূত জলোচ্ছ্বাস সম
বিচ্ছুরিত বিথারিত আগমমন্থিত
সুধারাশি ? শিশুপ্রাণ হইত প্রবুদ্ধ,
হইত রসাল, ধৌত, নির্ম্মল, পাবন ।
লীলায়িত অনুভূতি উঠিত উদ্বেলি,
বুঝিত সে অরণ্যের মর্ম্মর আকুতি,
ঝরিত নয়ন তার শুনিয়া কাকলী
তরুপরে ভাবমুগ্ধ রসিকা শ্যামার ।
ভাদরের বারিধারা উন্মুক্ত পুলক
করিত কণ্টকায়িত কদম্বপরাণ ;

পোলাও

অভ্রস্পর্শী নগেন্দ্রের পূর্ণ বিকশিত
নবঘনপরিবৃত দেখি অপঘন
বালকের নবপ্রাণ হইত আয়ত।

হার্দ্দ অনুভূতিমালা চলচ্ছক্তিহীনা
শিক্ষা আজি জাগাইছে বিলাসবালায় ;
স্বার্থদষ্ট অর্দ্ধভুক্ত শ্রমলব্ধ বিত্ত
গুরুর গুরুত্ব আজি করিছে দুর্ব্বল ;
ছিল গুরু বংশীবট গৌরবমণ্ডিত,
মহিমার শত শাখা চুম্বিত আকাশ,
ছাত্র ছিল শাখা-শোভা নবীন পল্লব।
অতি শীর্ণ অতি শুষ্ক খৃষ্টীয় যুগের
নীতিকথা, প্রাণ যার পশি প্রেতলোকে
নির্ব্বাণ অনলমাঝে সুখে ঝম্প দিয়া
মহাচৈতন্যের বক্ষে হয়েছে বিলীন,—
সেই নীতি-কথা নীতিহীন কণ্ঠ হ'তে
হইয়া নির্গত পশিছে শিশুর কর্ণে ;
মর্ম্মে কভু পশে না সে স্নেহশূন্য বাণী,
ক্ষীণ বারিধারা যথা পারে না কখন
অভিষিক্ত করিবারে তৃষ্ণার্ত্ত মরুরে।

বিদ্যাগৃহে বালকের জড়ত্ব বাড়ায়,
জড়ত্বে জড়িত প্রাণ, প্রাণত্ব-বিহীন
প্রাণতার খাদ্য নিতি জোগায় মানস ;

মানস অফুল্ল সদা পুলক-বঞ্চিত,
প্রাণের প্রাণত্ব কোথা, অচঞ্চল (জড়—)
খাদ্য নাই ভগ্নগৃহে বসতি তাহার।

সভ্য কে গো? কারা সভ্য? সভ্যতাই বা কি?
সভ্যতার মানদণ্ড কোথা বল পাব?
পাশ্চাত্য সভ্যতা চায় দুর্ব্বল দলন,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা সভ্যতা দেবীরে
নিয়ত করিছে দান নব উপায়ন।
বিলাস-মদিরা পান করি' অহর্নিশ
প্রবৃত্তির শতদ্বারে করিছে ভ্রমণ,
রমণীর প্রাণমাঝে করিছে সৃজন
মৃগতৃষ্ণিকার তৃষ্ণা মদন-অনল।

তপোবন আলোকরা আর্য্যের সভ্যতা!
রসাপ্লুত করিত সে স্বর্গীয় স্বগণে,
বৈচিত্র্যের দীপ্তছটা করিয়া বিস্তার
দেখাইত সর্ব্বজনে বিধাতার লীলা,
জাগাইত, মাতাইত, নাচাইত প্রাণ,
জাগরণ সনে সে যে করিত বিলাস।
এও করাইত পান নহেক champagne
ভক্তির হ্লাদিনী সুধা, যতেক মদ্যপা
ভূমানন্দে মাতোয়ারা থাকিত হইয়া।

শিখাইত পরিচর্য্যা, বেদনার বোধ,
শিখাইত চিদানন্দ পরম সুন্দর,
শিখাইত অচ্যুতের আনন্দ বিভব,
শিখাইত আত্মজয় পরম পুলক।
কি শিখিছে শিশুগণ? ভবিষ্য জগৎ
বিলাস সুখের খনি, শ্রেষ্ঠ আত্মসুখ;
পরহিত কামনার দ্রুত তীব্র গতি
রোধ করি দাঁড়ায়েছে দর্পের বিধান।
ত্যাগে সুখ ভোগে পাপ কে বল শিখায়?
উপনিষদের সুধা কে করাবে পান?
কে শিখাবে চিন্ময়ের ঐশ্বর্য্যনিচয়?

(খ)

বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌বো কি ভাই
কাস্তে লাগে ভয়
ধরা-পাকড় চারিদিকেতে,
কখন কি যে হয়।

যত্ন করে রত্ন দিয়ে
কিন্‌তেছি সব কাঁচ,
যাচ্ছি ভেঙ্গে, উঠ্‌ছে মনে
ভাঙ্গা ছবির ছাঁচ।

ও সভ্যতা, ও রাক্ষুসী,
আর বাজাসনে বীণা তোর,
বিষমাখান মধুর স্বরে
আস্ত ভারত নেশায় ভোর।

স্বরাজেরে সরিয়ে দেরে
M. P. হ'তে চাইলে কেউ,
Political সাগরযোড়া
শৈলনিভ ভীষণ ঢেউ।

দুধ ও ঘিয়ের নাই প্রয়োজন
ক্ষুধ-চিড়েতে তৃপ্ত রব,
অল্প করে দিও গুতো,
ভেড়ার মত সবি সব।

অন্নপূর্ণার অন্নসত্রে
মুখ দিয়েছে কুকুরে,
অশুদ্ধতার অভিনয়
দেখ্‌চি হৃদয়-মুকুরে।

কান্ত দেখে দয়াময়ী
পালিয়ে গেছেন দক্ষালয়,
বাপের দন্তে ডুবে আছেন—
বধির তাহার শ্রুতিদ্বয়।

অনাচারে Mammoth সম
আমারা যাব ধ্বংসপুর,

থাক্‌বে যারা অনাচারী,
জিহ্বা—but আর্য্যচুর।

Hegel পূজ্য Comte পূজ্য
ব্যাসের বাক্যে logic নাই,
দ্বৈতবাদ ত Commondrum,
হেয়ালী তাঁর সর্ব্বঠাঁই।

মূর্খতাতে ঢাক্‌তেছে দেশ
শিখ্‌ছি সবাই ইংরাজী,
আপন ভাষা শিখ্‌তে কেমন
সবাই যেন নিম্‌রাজী।

সাত বছরের যাচ্ছে বালক
শিখ্‌তে পরের ভাষ,
বুকে ধ'রে ডেপুটী হ'বার
বহুৎ বহুৎ আশ।

পড় পড় পড় যাদু
মিটাও মনের সখ
মনে রেখো booby will
Never make a hawk.

"Eager" মানেতে "দম্বল" শিশু
শিখ্‌ল যখন পাঠশালে,
হর্ষভরে আঘাত করে
আনন্দেরি করতালে।

ষষ্ঠ হাঁড়ী

ধ্রুবচরিত লুপ্ত প্রায়
ভীষ্ম ভস্মে ঢাকা,
Cherry কাটা willy এখন
নৈতিক নব রাকা।

যাদু

তিন্‌টে তিন্‌টে পাশ করেছে
না জানি কি গুণ ধরে,
লেখার মাঝে সহজ ভাবে
"Man in the moon" সরে।

(এরা) বুঝ্‌লো নারে আপন ভাষার
চন্দনের সৌরভ,
শব্দগুলি রসে ভরা
কাকলীর উৎসব।

এক একটী পদ যেন
এক একটী চিত্র গো,
পরের ভাষা রম্য হ'ল
অঙ্গে দেখি মিত্র গো।

প্রভাত-রবির কিরণ যখন
কমলবধূর নিদ হরে,
তখন যেন মায়ের ভাষায়
আপ্‌না হতে ক্ষীর সরে।

(গ)

পশ্চিম করুক গিয়া বীরত্ব-গৌরব,
এশিয়ার গর্ব্ব উহা কিরীটি-মণ্ডিত,
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান সুধায় খচিত ;
এশিয়ার গর্ব্ব Chirst—সারল্যের খনি,
এশিয়ার গর্ব্ব Mecon—অটুট বিশ্বাসী ;
এশিয়ার গর্ব্ব বুদ্ধ—জগতের আলো।
সেদিন অদ্বৈতসখা নিমাই নিতাই
শুষ্কবক্ষে ঢেলে দেছে হরিনাম রস।
সাধুমুখে হরিধ্বনি করিয়া শ্রবণ
এখনও লতিকা সহ কাঁপে সহকার
কণ্টকিত হয় দেহ, তেয়াগি সংসার
ইচ্ছা হয় ব্রজধামে কাটাই জীবন।
সভ্যতাস্বৈরিণী তব দেশে লয়ে যাও,
গৃহে গৃহে শান্তি এসে করুক বিরাজ ;
ঐ দেখ কি হয়েছে! কি মহাপ্রলয়।
রমণীর কোমলতা রমণীতে নাই,
নাহি সে মাতার স্নেহ, সীতার বিকাশ,
নির্দ্দোষ আদর নাই প্রাণনাথ ব'লে,
চুম্বন-ইন্ধনে জ্বালে কামের অনল,
দ্বাদশ বর্ষের বধূ পুত্রের জননী,
দৈয়িতভুলান শাড়ী করি পরিধান
ভাবিনী রসের গল্প করেন লেহন।

প্রেম ! প্রেম! কনকেরে যত্নে বিগলিয়া
সুধাসহ দ্রাক্ষাসহ করিয়া মিশ্রিত
অপূর্ব্বতা অপূর্ব্বতা করে বিরচিত ;
চুম্বনে স্বপনে যেন করে দেহ দান
অলকার বিচিত্রতা করিয়া নির্ম্মাণ ॥

(ঘ)

স্নেহভরা মনচোরা দিদিমারা কোথা ?
পুর্ব্বকথা মনে হলে স্মৃতি-মন্দাকিনী
উজানে বহিয়া গিয়া বুড়ীদের সনে
এখনও মিলিত হ'য়ে, ভক্তির ধারায়
শ্রমদীর্ণ শ্রীচরণ দেয় ধৌত করি ;
মনে যেন রস নাই, নাহি প্রসারতা,
একদিকে উগ্র স্বার্থ কোমল হৃদয়
করিতেছে রসশূন্য ; অন্যদিকে পুনঃ
ঘোর দৈন্য বিলাস-প্লাবিত প্রাণমাঝে
পশি ধীরে, উদারতা করিছে চর্ব্বণ,—
প্রতি গৃহে অশান্তির রুদ্র অভিনয়
নিরখিয়া অশ্রুজলে ভাসে গণ্ডস্থল।
শাশুড়ী প্রেতিনীমূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী,
পুত্র তার মাতৃভক্ত—যখন গৃহিনী
আজ্ঞা করে শ্বশুরেরে করিতে পীড়ন।

পোলাও

গেল দেশ, গেল দেশ, গেলরে সমাজ
রক্ষা কে করিবে বল কোথা কর্ণধার ?
ভারতের অলঙ্কার রমণীহৃদয়
বিশ্বের আদর্শ ছিল ভারত-রমণী ।
মার চেয়ে দিদিমারা ছিলেন উদার
গৃহিণী হইতে মাতা ছিলেন মহতী,
মমতার মধুচক্র—ধর্ম্মময় প্রাণ ;
গৃহিণী স্বার্থের ফণি করেন পোষণ,
ভবিষ্যৎ চিন্তা তার উদ্বিগ্ন নয়নে
কখনো কখনো যেন করি অধ্যয়ন ।
রাজকন্যা পুত্রবধু সেমিজ ধারিণী
পতিগত প্রাণ বাছা দময়ন্তী ছবি !
গৃহ ছাড়ি পতিসহ গেছেন অরণ্যে ;
তাঁর গুণে ভেড়া কান্ত ত্যজিয়া সংসার,
ত্যজিয়া স্বজনবর্গ স্থবির জনক,
নির্ব্বাসনে স্বর্গলোক করিয়া গণনা
গলিত পশুত্বমাঝে আছেন মগন ।
কালধর্ম্মস্রোতে বাধা কে দিতে সক্ষম ?
হয়ত আমার ন্যায় কতশত পিতা
পুত্রের এ ঔদাসীন্যে মর্ম্মে জর্জ্জরিত ;
কোন শিক্ষা সমাজেরে করিল এমন ?
রাজ হস্তে coercion সমাজের কাছে
সত্যাশ্রয়ী পেয়ে থাকে ঘোর নির্য্যাতন ।

রমণী করুণামূর্ত্তি মমতানির্ঝর,—
মাতৃস্নেহ বুকে ধরে' লভি দেবকায়া
জগতে দিতেন ঢালি অপূর্ব্ব করুণা।
চপলার মত ক্ষণস্থায়ী রঙ্গ তার
সরমের আচ্ছাদনে নিমেষে উদ্ঘাটি'
গোপনে সে প্রাণনাথে দিত উপহার।
এখনো স্মরণে অঙ্গ উঠে শিহরিয়া
ব্রীড়াময়ী বিনোদার বিনোদ কৌতুক,
জ্যোৎস্নালোকে চুপি চুপি চোরের মত
ছাদে বসি দেখিতাম সৌন্দর্য্যপ্লাবন,
দেখিতাম অর্দ্ধাবৃত গুণ্ঠন-মণ্ডিত
চন্দ্রস্নাত আদরের আদৃত বদন ;
লুব্ধ ওষ্ঠ গণ্ড তার করিলে পরশ
ছি ছি বলি সুধামাখা করিত ভৎর্সনা,
চম্পক অঙ্গুলি দিয়া প্রবৃত্তি উদ্যমে
দেখাইত ভয় ; পুনঃ হাসিয়া আবার
চাঁদের হাঁসিরে দিত বিষাদিত করি।
নারী অন্নপূর্ণামূর্ত্তি সতত প্রফুল্ল,
প্রসাদগুণের খনি সৌন্দর্য্য আকর ;
তুমি না থাকিলে ধরা হইত নিরয়,
মানুষেরা পশু হ'তে হইত ভীষণ ;
কে লুটিল রমণীর সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার ?
কে করিল রমণীরে সুখ বিলাসিনী ?

Destructive, Damnable, Deceitful
woman—
কাঁদিয়া পাশ্চাত্য কবি তুলিয়া মূর্চ্ছনা
শ্বেতাঙ্গীর দুর্দ্দশার গেয়েছেন গান।
ক্লান্তিহরা ছন্দঢালা সেবাপরায়ণা
রমণীরে স্বার্থসর্পে করেছে বেষ্টন,
সাপের বন্ধন হ'তে মুক্তি দিতে ত্বরা
এস Cecilia দেবী স্বর্গ পরিহরি।

(৬)

সমাজের অঙ্গে যদি বর্ম্ম দিতে চাও
বরণ্যা রমণীবর্গে শিক্ষা দিতে হ'বে,
ভেঙ্গে দিতে হ'বে ঐ অন্তঃপুরকারা।
সাবিত্রী গড়িতে হ'লে চাই সত্যবান,
সীতা চাও রামচন্দ্র কর বিনির্ম্মাণ।
ভয় হয় অন্তঃপুরপানে নিরখিলে
দেবী আর দেবী নাই বিলাসবাসিনী,
ওই নীলাকাশ ওই সপ্তর্ষিমণ্ডলে
সদাত্ম যদি বা কেহ বিরাজিত থাক,
রমণীর হিতকল্পে এস হে নামিয়া ;
রাবেয়ার হৃদয়ের অনন্ত বিভব
রমণীর হৃদয়ের হোক অলঙ্কার।

ষষ্ঠ হাঁড়ী

*   *   *

ভাষা ত ছিল না কারো ; ব্যথার পেষণে
চুপি চুপি তাকাতাকি চুপি চুপি কাঁদা,
নির্নিমেষে আকাশের পানে শুধু চাওয়া,
নীরব কাতরে সদা দয়াময়ে ডাকা—
দৈত্য নয়, রক্ষঃ নয়, সুসভ্য মানব
দর্পমদে মত্ত হ'য়ে চরণের তলে
বিদলিয়া, বিক্ষোভিয়া অপমানানলে,
মনুষ্যত্বধনে দগ্ধ করিল উল্লাসে।
রসনা লভেছে কবি, বীণার ধৈবতে
জগতের শিরে শিরে ছুটায় দামিনী—
ধূর্জ্জটী গরল পান করেছিল কবে,
তাই তিনি নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত।
চেয়ে দেখ ভক্তিভরে চেয়ে দেখ ভাই
কি অপূর্ব্ব সুষমায় লভেছেন "রবি,"
অনন্ত আকাশ তাঁর প্রাণে উদ্ভাসিত ;
ক্রুশবদ্ধ ক্রাইষ্টের হৃদয় উচ্ছ্বাস
রবীন্দ্রের প্রাণে আজি উঠেছে উদ্বেলি,
রবি আজ নীলকণ্ঠ, রবি বিশ্বরবি,
পৃথিবীর গর্ব্ব রবি বঙ্গের কৌস্তুভ।

সপ্তম হাঁড়ী

(ক)

[ডায়ারের]

যে দেশে স্বাধীন বায়ু শিথিল গমনে
দোলাইয়া সুকোমল আইভি লতায়
বহে ধীরে, গোঠে গোঠে সৌন্দর্য্য আলয়
ফোটে ডেজি, মুগ্ধকরি ফোটে ম্যাগনোলিয়া,
যেথা মধুমাসে পিক মধু কুহরণে
জীবনের জড়তায় দেয় সরাইয়া,
সেই দেশ হ'তে কিগো এসেছিলে তুমি ?
যেই দেশে সেক্ষপীর হৃদয়ের কবি,
মানবেরে শিখায়েছে অমরার গাথা,
যেথা কবি-শিরোমণি সুকোবিদ শেলি,
কল্পনার ইন্দ্রধনুবর্ণে সুশোভিত
তুরগ উপরে চাপি' ছুটি মেঘপথে,
চাতকের মধুকণ্ঠে শিখাইল গান ;
যেথা প্রকৃতির কবি উদার পরাণ
ওড্স্ওয়ার্থ্, গিরিশৃঙ্গে বিজন কাননে
প্রকৃতির কলকণ্ঠ করিয়া শ্রবণ

ভাবের সমাধি মাঝে থাকিতেন ডুবি'
সেই দেশ হ'তে কি গো এসেছিলে তুমি ?
যে দেশের শিক্ষা গড়ে মানুষে দেবতা,
মনুষ্যত্ব যে দেশের সুগন্ধি-মণ্ডন,
স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রসারি' হৃদয়
যেই দেশে ছুটিতেছে বিচুর্ণ করিয়া
ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষুদ্রমত পুরাতন ভাবে,
সেই দেশ হ'তে কি গো এসেছিলে তুমি ?
একদিন I sis Osiris তরে
কেঁদেছিল, সেই অশ্রু পরশ করিয়া
উদ্বেলিত হয়েছিল Nile এর নীর।
পঞ্চসখী সহ সিন্ধু আছ তুমি জাগি,,
সহস্র Isis ওই দারুণ ব্যথায়
অগ্নিমুখী যাতনার নির্দ্দয় পেষণে
অভিভূত হ'য়ে করে অশ্রু বরিষণ ;
সেই তপ্ত অশ্রুস্পর্শি' তুমিত উদ্বেলি'
উঠিলেনা একবারও করিয়া গর্জ্জন ?
অনাবিল সিন্ধুস্নাত কেশরী পাঞ্জাব !
গুরু গোবিন্দের শুভ্র বিভূতি পাবন,
সৎসাহসের খনি সদ্‌গুণনিলয় !
বান্দা যার লভি কৃপা অভয়ে অক্ষোভে
বসাইল তীক্ষ্ণ ছুরী আত্মজের বুকে,
সেই তুমি পূতভূমি ভারতের রোম।

সেই তুমি সর্পবেণু আলাপনকারী
Poppea Sabina প্রেমে মুগ্ধ প্রণয়ীর
বীণার প্রলয়ঙ্কর বিকট ঝঙ্কারে
হ'য়ে আছ মুহ্যমান ; এট্না তাহার
অগ্ন্যুচ্ছ্বাস সংযমের দারুণ উদ্যমে
করিয়া রাখিল রোধ, নিখিল বিশ্বের
প্রতি লোমকূপ দিয়া উঠিছে যন্ত্রণা।

(খ)

জিত্‌লে বটে, জিত্‌লে বটে,
কালি দিয়ে কুলে,
Humanityর মাথা কেটে
চড়িয়ে দিলে শূলে।
এমনি ক'রে জিত্‌লে পরে,
জিতেই হ'বে কাত,
হার্‌তে হার্‌তে আসবে দিন,
কর্‌বো বাজি মাত।
Sydenhamএর বংশ যেন
গজিয়ে গজিয়ে উঠে,
পূর্ব্ব কীর্ত্তি লোপ কর্ত্তে
এরাই যেন ছোটে।

নিক্তি করা বিচার বিধান
তোমার জাতির ছিল গো,
ভারত-ভরা মলয় পবন
তারে হরে নিল গো।
যেমনি ছুঁ'লে ভারত মাটি,
অমনি হ'লে নবাব,
অমনি পেলে তড়ি ঘড়ী
নাদির শাহের স্বভাব!
দুর্ব্বল ব'লে পেষণ করে'
থেঁৎলে দিয়ে মন,
স্বাধীনতার মটরকারে
ছুট্‌ছে জয়ী জন।
আগুন-খাগী নির্দ্দয়তা
পরের রক্ত পিয়ে,
বীরত্বেরি পোষাক পরে'
ফুল্ল করে হিয়ে।
আমরা সরল আমরা সরল
Duplicityর ধার না ধারি,
বাঁকা পথে চল্‌তে গিয়ে
আপন পদে কুঠার মারি।
Dodoর মত আমরা হব,
রইব না আর ভবে,

কঙ্কালগুলি দাঁত কিড়্মিড়ি
সইতে হয় সবে।
সমাজ গেছে ভগ্ন হয়ে,
মন হয়েছে খাট ;
মেটে ভাঁড়টী তাও ভেঙ্গেছে,
সার করেছি ঘাট।

তর্কবাগীশ অনড্বন,
করি' শাস্ত্র আবর্ত্তন,
অনুষ্টুভের শ্রাদ্ধ করেন
বোকার কাণের কাছে।

হৃদয়ভরা নিষ্ঠীবন,
প্রাণের মাঝে দুঃস্বপন,
বিদ্যাডঙ্ক বেড়ান সদা
স্বার্থ করি' পাছে।

Innovation Innovation
Renovation চাই,
সবাই মিলে ভেঙ্গে চুরে
নূতন কর ভাই।

নূতন কর নূতন গড়,
পুরাতনের দিন গিয়েছে,
ঐ দেখনা শক্তি এসে
দুর্ব্বলেরে কোল দিয়েছে।

বৈশ্য এস, বৈদ্য এস,
এস সবাই কোলে,
মায়ের পেটের ভাই তোমরা
এস দাদা বোলে।

(গ)

যজ্ঞোপবীতের শক্তি ব্রাহ্মণের নাই ;
চণ্ডালের প্রকৃতি সে করিয়ে হরণ
এখনও গৌরব করে ব্রাহ্মণ বলিয়া।
কল্পনার পক্ষ তার মৈনাকের মত
ছিন্ন করিয়াছে ওই স্বার্থপরতায়।

চলদলমূলে বসি' সুস্নিগ্ধ ছায়ায়
কোথা সে বরেণ্যত্রয়ী শঙ্কর গৌতম,
নির্ম্মল জাহ্নবী-পূত ধবল হৃদয় ?
যাঁর প্রাণপদ্ম মাঝে বৈকুণ্ঠবিলাসী,
ত্যজি' কমলার পার্শ্ব, রাজিতেন সদা।

ত্যাগ ছিল ভোগস্পৃহা ভোগের মাঝারে ;
অচ্যুতের ভূমানন্দ, তুলিয়া উচ্ছ্বাস
করিত সতত কেলি হৃদয়ের সাথে।
সমগ্র সরল স্বচ্ছ 'সত্যকাম' সবে,
ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবারে শান্তি-বিমণ্ডিত

পোলাও

পুলকের বাসভূমি তপোবন মাঝে
প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াইল, মুখপানে চাহি'
বালকের সুরভিত সিক্ত কঞ্জ সম
হৃদয়টী নিরখিয়া, আচার্য্য অগ্রণী
সত্যকামে কোল দিয়া করিল ব্রাহ্মণ।

কোথা সে বশিষ্ঠ দেব মধ্যাহ্ন তপন,
প্রতিভার বিদ্যালোকে বিশ্বপূজনীয়,
তপোগর্ব্বে মহাগর্ব্বী বিশ্বামিত্র শূরে,
আত্মত্যাগে গর্ব্বতার করিয়া বিলয়,
ব্রাহ্মণ-সম্মানে, তাঁরে করিল ভূষিত ?
মাধ্যাকরষণ সম সেই জ্যোতিষ্মান্
কোথা আছে এই বিশ্বে আদর্শ পুমান্ ?

*　　*　　*

সেইদিন আর　　এইদিন ভাই
সেইদিন আর এইদিন,
বামুন কি আর　　বামুন আছে ?
সে যে ছিন্নভিন্ন ভগ্ন হীন।
কোথায় তাহার　　ব্রহ্মতেজ,
সত্যগত প্রাণ ?
অন্ন সে যে　　কেনে বেচে,
করেনা অন্নদান।

যোগ জানে না যাগ জানে না,
নহেক সে উদ্গাতা, *
উদাত্ত স্বর উচ্চারিতে
স্বরিৎ স্বরের খায় মাথা।
বেদের গরব করেন তিনি
জানেন নাক বেদটা কি,
মৎস মাংস বাসেন ভাল,
বাসেন ভাল গব্য ঘি।
পাণ্ডা সেজে যণ্ডাদেরি
মনের সুখে দেন গালি,
গণ্ডমূর্খ স্তাবক গুলো
উল্লাসে দেয় হাত তালি।
কুল্লুক ভট্টের নামটা জানা,
উল্লুক ভট্টের পড়া নাই,
চাণক্যের বচন গুলা,
আওড়ান কেবল ঠাঁই অঠাঁই।
Soda খাচ্ছেন খাচ্ছেন কখন
সাহেব বাড়ীর আস্ত Roll,
সন্ধ্যাকালে মালা খট্ খট্
মুখে বল্‌ছেন হরিবোল।
চরিত্রবল নাইক কারো,
প্রাণের মাঝে শক্তি নাই,

* সামবেদ পাঠক।

মনের মাঝে মলিনতা
Hypocrisy সর্ব্ব ঠাঁই।
গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে এঁরা
মিথ্যা বলতে ভয় না পান,
সকল কাজই (এঁরা) কর্ত্তে রাজি
ঠাঁইমত যদি লভেন দান।
এঁরাই আবার পরকালের
দেখান বোকায় রাস্তা,
রূপার সাজে সবাই থাকেন,
মর্চ্চেধরা দস্তা।

(ঘ)

ঢের সয়েছি আর সহেনা
ভেঙ্গে ফেল পুরাণ,
নূতন ভাবে জাগিয়ে ওঠ
মাতিয়ে তোল পরাণ।
জাগিয়ে তোল, মাতিয়ে তোল
নাচিয়ে তোল অপরে,
ছুটিয়ে চল গিরির'পর,
কেন জ্বালা সহ রে।

জাপান তুলিছে গগন ভেদিয়া
আপন শির,
অর্জ্জুন সম সমরাই গণ,
মহান্ বীর।

বর্ণভেদের খনিটী খুঁড়িয়া
স্বর্ণ চূর্ণ বাহির কর,
জীর্ণ আচার ছিন্ন করিয়া
অভিনব এক মূর্ত্তি গড়।

(তখন) শিরায় শিরায় ছুটিবে বিজলী
ধরণী ধরিবে নূতন বেশ,
মলয় অনিলে আনিবে বহিয়া
আর্য্যগণের গানের রেশ।

বাল-বিধবার রোদনে যাদের
হৃদয়ে লাগেনা ব্যথা
কাপুরুষ সেই নিলাজ গণের
এখনও শুনিছ কথা ?

হৃদয় হৃদয় নাহিকি হৃদয়
সৎসাহসের নাহি অভিনয় ?
ঢাল ঢাল ঢাল, প্রাণ দাও ঢালি,
শিরার মাঝারে, দাও অগ্নি জ্বালি,
পুলকে মানুষ উঠুক্ নাচিয়া
মেরু হ'তে মেরু বেড়াক ছুটিয়া।

পোলাও

কোথা সে মানুষ ইঙ্গিতে যাহার
মাতিয়া উঠিবে ভারত আবার ?
আসিবার কথা বুঝি সে মানুষ
এখনও হেথায় আসেনি,
সে যদি আসিত, সবাই জাগিত
ছুৎ-কারাগারে বোসে না থাকিত,
তাইতে মানুষ জাগেনি ।
(ওরে পুরাতন কবে যাবে ছারখারে,
নূতন উঠিবে জাগি'
পরাণের মাঝে উঠিবে বাসনা
বিশ্বপূজার লাগি' ।
গাহিল সাধক, গাহিল আবার
তেমনি গভীর আকুল রবে
সমাজের হেন হীন ব্যভিচার
এখনও তোমরা নীরবে সবে ?
সমাজের পতি আজি কে কাহারা ?
অর্থ যাদের নিকটে রয়,
শত অনাচার অবিচার তারা
করুক, কথাটী কেহ না কয় ।
ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণ যারা
ধনীর চরণ লেহন করে,
কণ্ঠ-সূতার গরবে মাতিয়া
স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরে ।

সপ্তম ছাড়ী

পূজার মন্ত্র ভুলিয়াছে দ্বিজ
যজন যাজন ব্যবসা আজ,
শত ছলনা বাক্যের ফাঁদে
দক্ষিণা চুরি কেবলই কাজ।

শিষ্যগৃহের বিধবা রমণী
ভণ্ড গুরুর লক্ষ্য স্থান,
তার পূতমধু করিছে হরণ
দীক্ষা দানের করিয়া ভান।

এক চক্ষু এ হিন্দু সমাজ
অন্ধ সদা সে পুরুষ লাগি,
অবলার প্রতি শৌর্য্য দেখাতে
কুটিল দৃষ্টি রয়েছে জাগি।

পতিতার তরে কাঁদেনা পরাণ
কে তারে ফেলেছে পাপের কূপে ?
কে তার যৌবন লুটিবার তরে
ধরেছিল তারে বিষাক্ত বুকে।

কোথায় সংযম কোথা উদারতা
কোথা নয়নের জল,
কোথা সে সাধক দেবোপম ছবি,
জগতের সুমঙ্গল ?

সাধারণী প্রেমে মজিছে যুবক,
পিতেছে তীব্র মদিরা রাশি,

তবু তার সনে　　　করি মিশামিশি,
তবুও তাহারে ভালও বাসি।

পতিবুক হ'তে　　　দুরাচার যদি
সতীরে কখন ছিনায়ে লয়,
পতিগৃহে তার　　　নাহি ঠাঁই আর,
এমন বিধান এদেশে রয়।

ভ্রষ্ট পুরুষ　　　গড়িছে সমাজ,
বিধান তাহার সুবিধামত ;
পাপের বোঝাটী　　　নারী শিরে দিয়ে
আপনি কুকাজে নিয়ত রত।

কেহ বিষ পিয়ে　　　মিটায় যাতনা,
কেহ ইস্‌লামের স্মরণ লয়,
সমাজ পণ্যে　　　কেহ পরিণতা,
সমাজ পাতকী এতে কি নয় ?

পুরুষের হীন　　　হেয় ব্যভিচারে
সমাজ সহিবে হইয়ে মূক,
পুরুষ যেথায়　　　স্বেচ্ছা আচারী
বোঝে সে কেবল আত্মসুখ !!

সমাজ ভিতরে　　　মানব কোথায়
নাচিছে পিশাচ দানবভূত,
পলে পলে পলে　　　গভীর পতনে
বরণ করেছে মরণ দূত

আজি কি সাগরে নাহিক সলিল,
আকাশে বুঝি বা অশনি নাই ?
রুদ্র রোষের ক্রুর কটাক্ষে
এখনও সমাজ জীবিত তাই।

আয়রে চাঁড়াল, আয়রে কামার,
আয়রে কুমার বাঁধিয়া দল,
নূতন করিয়া গঠিতে সমাজ
প্রয়োগ কর্‌রে আপন বল।

তোরা যে সরল অপাপ নির্মল,
পরাণে নাহিক কলঙ্ক দাগ ;
পুণ্যের নামেতে কলুষ কিনিয়া
লইতে চা'সনা তাহারি ভাগ।

পাপের পঙ্কিল সরসীর মাঝে
(ওরা) সাঁতার দিতেছে বাঁধিয়া দল,
রূপ রূপ করি' তৃষিত হইয়া
বাসনা-মরুতে খুঁজিছে জল।

দ্বাদশ বর্ষের বালিকা বধূটী,
কোলেতে তাহার শোভিছে সুত।
পিতার কামের জাল বিথারিয়া
করিছে আপন গোত্র পূত।

হৃদয় বেদীতে বসিয়াছে কাম,
প্রেম গেছে কোন দূরদেশে,

ব্যভিচারের ঢল নেমেছে
প্রেমিক প্রবর যায় ভেসে।
ওই জমিদার, আচারে চণ্ডাল,
পশু ব্যবহার করে রে।
(তার) নথিতে নথিতে জুলুম তাড়না
আঁখি দুটী শুধু ঝরে রে ;
মুখে বাক্য নাহি সরে রে।
ঘরেতে কৃষাণী আময় কাতর,
জ্বর-কম্পনে কাঁপে থর থর,
জল্লাদ সম নিঠুর আকার
ধ'রে পা'ক এসে খাটিতে ব্যাগার,
করুণ ক্রন্দন না শোনে কাণে।
স্নেহ-মমতার দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
কোমলতা প্রাণ করিছে হরণ,
হৃদয় ফাটিয়া নয়ন জীবন
দুদ্দিনে নাহি দেয় দরশন,
শুষ্কতা জাগে সবার প্রাণে।

(৬)

Brutus বলেন :--
আমরা হয়নি এখনও যোগ্য
আত্ম-শাসনে,
তবে ঐ নিধি তবে ও রতন
মিলিবে কেমনে ?

গা তোল গা তোল
উঠ শিশু ধোও মুখ গো,
এবার moderate গণে
ভুঞ্জিবে রাজ-সুখ গো।
ক্রম্‌ওয়েলের লীলায়
খোঁচা লেগেছিল পীলায়,
কেঁদে যেচেছিল যণ্ডনিকর,
এস কোথা আছ রাজরাজেশ্বর,
এ যে উত্তাপ নহে—দুঃখ গো।
কোথা জনমত, কোথা জনগণ ?
জানি না বুঝি না জনেন্দ্র কেমন ?
হাহাকারে ঘেরা কুটীরেতে বাস,
অনাহারে নাহি বদনেতে ভাষ।
লাজের সম্মান করিতে রক্ষণ
মরণে রমণী করে আলিঙ্গন।
রোগে জীর্ণ দেহ নাহিক জীবন,
নাহিক কেহই আপনার জন।
এ জগতীতলে ব্যথায় তাহার,
দিতে প্রলেপন নাহি মিত্র আর।
সকল ব্যথার সেরা ঐ ব্যথা
ঘরে নাহি কারও ভাত ;
দেশের আইন ন্যায়েতে সিক্ত
প্রতি আখেরেতে তাপ।

পোলাও

রাজার ঘরের দুলালী ছাওয়াল
Penal Codeটী খাঁটি',
বেগুন চোরের নীল-দাঁড়া জেঁতে
ঘোড়ায় মারেন লাঠি।

আস্‌ছে দেশে মণ্টেগু দান,
এবার হইব ধন্য ;
ক্ষমতা এবার করিয়া জাহির
ধরণীতে হ'ব গণ্য।

লুটিয়া ভোট, হইয়া সভ্য,
ধরিব গগন-চাঁদা ;
সিংহচর্ম্মে সাজি' বাহিরিব
কেহ ভাবিবে না গাধা।

Sinha সাহেব Baron হ'লেন,
Earl হ'বেন বোস্,
গর্ব্বে জাতি উঠবে ফেঁপে
হাস্‌বে মতি ঘোষ।

বধ করিয়া শত পাঁঠা
কাল কাল মোষ,
এই সমাজের নেতা এখন
Attorney দের বোস্।

দারিদ ঘরের পাথাল টাকা
উড়ে চলে যায়,

বোসের ঘরের পঙ্গু টাকা
করে হায় হায়!!

হাড়ী কাঁদে অন্ন বিনা,
উদর কাঁদে ক্ষুধায়,
পেটের জ্বালায় মর্‌লে পরে
কে বল আর শুধায়?

Pitt ছিলেন, Burke ছিলেন,
ছিলেন Sheridan,
মোদের নেতা খোঁজেন শুধু
নির্জ্জলা সম্মান!

(এরা) নাম কিন্‌তে বাসেন ভাল,
দেশের পূজা জানে কে,
গরীব থাকে কুঁড়ের মাঝে,
তাদের বল মানে কে?

ঘরে কারও অন্ন নাই
নাহিক দেহে বল;
অনাহারে মর্‌ছে কত,
কোথা অশ্রুজল!

মিঞা সাহেব ঠিক বলেছেন,
নেতার আবার অভাব কি?
(ও ভোলা মন) নেতার আবার অভাব কি?

পোলাও

একতারাটী নিয়ে এস
তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঝি,
নেতার কথা বলে দি।
গ্রামের মধ্যে Tout নেতা,
আউর নেতা কে ?
মুখুয্যেদের বিধবাবালার
যৌবন হরে যে।
Subdivisionএ Deputy নেতা,
আউর নেতা কে ?
তোষামোদের তেল কিনিয়ে
শিংটী মলেন যে।
সহরে হচ্ছেন তিনি নেতা
যিনি পহেলা নম্বর Gascado,
প্রতিযোগীর মানের তরী
মারতে চালান Torpedo.
হাম্ বড় আর দুনিয়া ছোট,
বল্‌বার যার আছে tact,
তিনিই হচ্ছেন সহুরে নেতা
যাই বল এই আদত fact.
শিবু চাট্‌ছেন সুরুর অঙ্গ,
সুরু কেষ্ট ভজেন,
আবার ইচ্ছা হ'লে অম্বিকাতে
শুদ্ধভাবে মজেন।

সপ্তম হাঁড়ী

কেশব, নগেন, সাধু শিবনাথ
পেলেন নাক কল্‌কে,
ভাঁড়ের মধ্যে সজল দুগ্ধ
উঠ্‌ছে কেমন চল্‌কে।

দেশটারে যদি উদ্ধারিবে
নীতির বাঁধন ক'স,
স্বভাবটারে ধোপ দে' নিয়ে
ঐ রসেতে রস।

য়্যাডাম্ স্মিথ চুলোয় গেল,
উঠ্‌লোরে জেগে ম্যাট্‌সিনি,
রবির রাধার নূপুর বাজে,
টিমিকি টিমিকি রিণিকি ঝিনি।

কাঙ্গাল আমরা দারিদ আমরা,
দেহেতে নাহিক রক্ত,
রুধির ব্যতীত কাউন ভখিয়া
(এ জাতি) কেমনে হইবে শক্ত।

বিলাস-জোঁকে পিতেছে রুধির,
রুধির যেটুকু আছে,
কত শত লোক অনাহারে মরে,
আধা-ভোজী তবু নাচে।

মাথার উপর ঢেউ তুলেছে
চিকণ চুল।

পোলাও

জমার চেয়ে খরচ দ্বিগুণ
গোড়ায় ভুল।

স্যুতোবাচ—

শুন বৎস একবার কর অবধান,
কি কি গুণে নেতা হয় করিছি বাখান।
স্বার্থপর হবে বটে, স্বার্থপরতায়
লুকায়ে রাখিবে যত্নে মনের গুহায়।
পরদুঃখে অশ্রুজল করিবে বর্ষণ,
করিবে না কভু অর্থ পরে বিতরণ।

প্রথম শ্রেণীর ভণ্ড যদি হ'তে পার,
উতরিবে Politics ভীম পারাবার।
ভাষামধ্যে সারবত্তা থাক্ বা না থাক্,
Choice wordগুলির বসাইবে থাক্।

ম্যাটসিনির ইতিবৃত্ত আগ্নেয় ভাষায়,
হাত নেড়ে, মুখ নেড়ে বলিবে সভায়।
বক্তৃতায় সভা যেন উঠে বিকম্পিয়ে,
পরের ছেলেরে দিবে বিপদে ঠেলিয়ে।

Agitation, cogitation and
oppression বুলি,
জিহ্বারূপ rifleর মারাত্মক গুলি,
Affectation কিছু নহে কেবল অভ্যাস,
রাজনীতি মোক্ষযোগ প্রজ্জ্বলিত ন্যাস।

শুভকর্ম্মের তরে চাঁদা করিবে চয়ন,
আত্মতরে "সিংহ অংশ" করিবে রক্ষণ,
দৈনিকে আপন কীর্ত্তি করিবে বাহির,
স্তাবক রাখিবে গুণ করিতে জাহির।

অষ্টম হাঁড়ী

(ক)

কুন্দ শুভ্র সিংহ কেশর,
তাও করিলে লালে লাল !
সাবাস তোমায় যণ্ড কুমার
সাবাস তোমায় নন্দলাল। *

জগতের
এমনি নিয়ম এমনি নিয়ম
কেউ বা ভেঙ্গে দিচ্ছে মরম,
কেউ বা পুনঃ ভাঙ্গা মনে
লাগায় প্রলেপ সযতনে,
কেউ বা আবার খোঁচার উপর
লাগিয়ে দেয় খোঁচা,
কেউ বা বলে দরদ ছলে
রক্ত ওর মোছা।
নির্দ্দয়তা সুয়ো রাণী
সতীন ওর করুণা.
বুড়ির মত ধিকিয়ে চলে
যদিও স্বভাব তরুণা।

* ডাযার

অষ্টম হাঁড়ী

ধিঙ্গী এবার চূড়ায় বসে
জাঁক কচ্ছে আপনার,
কীর্ত্তি কত হচ্ছে হত,
কাল অঙ্গ বসুধার।

আল্লামুখী আশাছুঁড়ী
কাণের কাছে বকবকায়,
সোণার আলোর স্বপ্ন দিয়ে
নিরাশ মনে খুব চেতায়।

ধীরে চল মলয় বা',
বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা,
হিঃ হিঃ হিঃ হা হা হাঃ
বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

কেতন বর্ণ হ'ল কেমন
মাছরাঙ্গা,
দণ্ডখানায় ঘুণ ধরেছে
বুকভাঙ্গা।

ম্যারাথন্ থার্ম্মোপলি
হয়ে গেছে ছাই,
যদুপতি যদুপতি
যদুপতি নাই।

(খ)

সত্য নাই, সত্য নাই,
দুনিয়া যেন মিথ্যে ;
মিষ্টি যা,' তা' চলে গেছে,
সবই যেন তিত্তে।

ঈশার ভাষা, গীতার গাথা,
চৈতন্যেরি শিখরিণী,
বুদ্ধের সেই গহিন গাহন
মেকনের ভক্তি চিনি,—

এ সব যেন যাচ্চে ডুবে
পাপের কুয়াসায়,
হৃদয় যেন পাষাণ হেন
ভোগের পিপাসায়।

স্বাধীন ভাবে বল্‌ব কিগো
ভাষার মাঝে gag,
Neck-tie টা পর্‌ব কবে—
গলার উপর ঘ্যাগ্।

সোণার দাঁড়ে বসে আছি
সোণার শিকল পায়,
বনের পাখী অবাক চোখে
খাঁচার পানে চায়।

অষ্টম হাঁড়ী

শ্রাবণ মেঘের বরণ কাল,
রূপ লেগেছে তমালে,
মনের মাঝে গুমোট বাঁধা,
মেঘটা কে গো সাজালে ?

ও মেঘেতে বিজলী খেলে,
শত কামান গাজে,
এ মেঘেতে শব্দহীন
নীরবতা বাজে।

শিরায় শিরায় কাঁপন ওঠে
রক্ত করে' জল,
নয়নকোণে অশ্রু এসে
করে টলমল।

ফন্ ফন্ ফন্ হৃদয়-যন্ত্র
হচ্ছে আলোড়িত,
কাল কাল ধোঁয়া শুধু
হ'তেছে নির্গত।

ঘুমের মাঝে ছায়ার মত
ছায়ার দেশের প্রাণী যত
অতি তীব্র ইঙ্গিতেতে
কি যেন সব বল্‌ছে মেতে ?
রক্ত তারা খেতে চায়,
পাগলপারা চিত্তে ধায়,

লুটতে বলে ছুটতে বলে
মাখ্‌তে বলে রুধির,
খেতে বলে পিতে বলে
তীব্র রুদ্র মদির।
ভেঙ্গে ফেলে গড়্‌তে বলে
নূতন গড়া,
দর্পে আর পৈশাচ্যে
ডুব্‌ছে ধরা।
ধানগাছে ধান ফলে,
নারকেল গাছে মুচি,
খুব উড়াই ভাই ছোকা দিয়ে
টাট্‌কা টাট্‌কা লুচি।

(গ)

Ladyর জুতা কিনে এনে
পরাও ললনায়;
(আর) গলায় দিয়ে tieটা যাদু
পূরাও বাসনায়।
যুঁই শেফালি টগর বেলা
উঠিয়ে ফেলে দিয়ে,
বাগান কর মনের মত
ম্যাগ্‌নোলিয়া নিয়ে।

ঘোমটা ঘোচাও, সিঁদুর মোছাও,
স্বাধীনভাবে প্রেম কর ;
Nation যদি হ'তে চাও
ফিরিঙ্গি এ নাম ধর।

চাপে পড়ে সমাজটা যে
হয়ে পড়ছে চ্যাপ্‌টা,
(এখন) মাথার মাঝে গুঁজ্‌তে হবে
হ্যাট্‌টা কিংবা ক্যাপ্‌টা।

রোগটা যে কি হচ্ছে না ঠিক,
বোকা Dr. Merryman
দর্শনি যা লয়ে যান,
গুন্‌ গুনিয়ে গেয়ে গান।

গিলে দেওয়া লম্বা কোঁচার
রেওয়াজটা কি হবে রদ,
সবাই আমরা আওড়াব কি
Nasty Nasty ড্যামের গদ ?

কুমার তার ঘুরিয়েছে ভাই
চাক খানা,
সরা হবে কি কলসী হবে
নাইক জানা।

আমরা হতে চাচ্ছি কি ?
আমরা হতে চাচ্ছি কি ?

পোলাও

আমরা কেমন হলে কেমন হব,
বুঝতে পারছি কি ?
আমরা স্রোতের জলে ভাসতে জানি,
জানি নাক উজোতে ;
ঠাণ্ডা হয়ে কর্ত্তেছি বাস
চুণো পুঁটীর কুজোতে।
মনের চিতায় লক্‌লক্ করি
আগুন জ্বলে,
মনে হয় যেন স্বস্তি নাইক
জগতীতলে।
শিক্ষিত দেশ, শিক্ষিত দেশ,
শিক্ষিত মোরা কোনখানে ?
Monumental liarগুলো
সমাজবেদীর মাঝখানে।

[সন্তি]

আমরা
Democrat নই Theocrat নই
পুরোদমে Epicurean,
জোঁক জামাইএর মাকে বলি
মাঝে মাঝে "Dear বেয়ান"।
ওগো মহালক্ষ্মি, ওগো ইংরাজের ভাষা,
এত ভজনায় তবু মিটিল না আশা !

লইলে না উপচার, rafty হয়ে র'লে,
ভক্ত ব'লে দয়া করে' না তুলিলে কোলে।
অর্থগৃধ্নু Brutasএর ঘোর প্রলোভন,
Nickledy সুন্দরীর কৌতুক মোহন,
Quad Quad আর Kick the বকেটে
পূর্ণ করি' রাখিলাম মনের পকেটে।
Cockles of the heart আরও কত কিযে,
শিখালাম শিষ্যদলে, শিখিলাম নিজে।
এবে ভাসিতেছি সদা নিরাশার নীরে,
মিটিলনা বিন্দু আশা র'লাম তিমিরে।

ওরে

ম্যানচেষ্টার কি গুণ করেছে!
তাঁতী মাকু ভাঙ্গে;
মাঝির জালে মাছ পড়ে না,
চড় পড়েছে গাঙ্গে।
গোঁজ গোঁজ ঢিবে ঢাবা
নারদ তক্তি শানা,
এপং দেপং গন্ধ পুষ্পং
লাক ফণাফণ্ ফণা—
তাঁতীর মাকু আর চলে না
পেট ভরে না ফ্যানে,
এমন দুর্দ্দিন দেখিনিত
সত্যি বল্‌ছি জ্ঞানে।

তাঁতী গেছে কুমার গেছে
কামার কর্‌ছে ধুক্‌ধুক্‌,
Councilএর Member হ'তে
নেতার ফুলে উঠ্‌ছে বুক
শক্তি চাই, চিন্তা চাই,
চাই আপনার জোর,
দেহি দেহি ব'লে আর
ফেলিস নারে লোর।

(ঘ)

আমাদের Energy ত বেতো ঘোড়া
আমরা একা গাড়ী,
ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে
আমরা কি গো পারি ?
Ruskin-পড়া, Plato-পড়া
লম্বা টাইটেল ধারী,
Artএর কথায় রাধা কমল
দেখালে এলেম ভারী।

ইনি,
Van Lear কি Angelo তাই
সমজ্‌জান দুষ্কর,
(এর) ভাষার যেন প্রতি অঙ্গে
বেড়াচ্ছে পুষ্কর।

অষ্টম হুঁড়ী

ইচ্ছা করে আসাম হ'তে

কমল মধু আনি,

কমল সখায় করাই পান

ক্ষীরের সঙ্গে ছানি।

*   *   *   *

মুস্কিল আসান নবী, মুস্কিল আসান,
পড়েশুনে যাদুবৃন্দে হতেছে পাষাণ।
শরতের কিরুরাণী, রবির বিনোদা,
জগতের কাব্যবনে যুগল মন্দার!
অশরীরী নৈরাশ্যেরে করিল শরীরী,
সে যে শিল্পী, মহামতি Rembrandt হ'তে
তাদের কৌশল (কোনমতে) নহে নিন্দনীয়।
উভয়ের তুলি যেন কোন মন্ত্র বলে
বিধাতার বর্ণপাত্র করিয়া পরশ
আঁকিয়াছে দুইজনে যুগল রতন।
গ্রাম যদি ভেঙ্গে যায়, ভেঙ্গে যাক গ্রাম,
নায়েগরা জলোৎসব তথাপি সুন্দর।
শ্রাবণের লীলাময়ী কিরণ তটিনী,
উপেন্দ্র হৃদয়ে সিন্ধু ভাবিয়া যখন
ছুটে গেল আলিঙ্গিতে, হল অবজ্ঞাত,
প্রেম সে পেলে না কোথা,—দয়িত তাহার
গ্রন্থকীট, Metaphysic-মদ্যপানে ভোর।

যুবতীর অতি তীব্র ভোগলালসায়,
তার সেই নিদারুণ তপ্ত পিপাসায়,
একবিন্দু প্রেমবারি দিত যদি ঢেলে,—
হে সংযমী, কিরণ কি সংযমের ডোরে
আপনারে বন্ধনিতে পারিত না তবে ?
পদপৃষ্ট ভুজঙ্গীর ফণা প্রসারন—
স্বভাবের দত্ত বৃত্তি, নিসর্গ সরল।
শান্ত এ জগতী-তল, প্রেমের মানুষ ;
হৃদয় ছুটাতে তার অনন্তে সে চায়।
উল্কা যদি হ'ত কিরু গগন-বিহারী,
চন্দ্র স্থর্য্য বুধ আদি গ্রহগণে তবে
ভয়ে অভিভূত করি' উদ্ভ্রান্ত নৈরাশ্যে
ছুটিত সে চিরদিন গগনের বুকে।
সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার তরে
ঐ প্রবাসীর নেতা ধীরোদাত্ত রাম
করিছেন ধীরভাবে গম্ভীর ক্রোকান ;
ওর শিষ্য হতে চাও, করিনা নিষেধ,
So-called morals নিয়ে করুক বসতি ;
সাহিত্য যা ইহাদের কোলে টেনে লবে।

(৬)

হৃদয় যেন গাইতে চায়
বেণুর মত গলাতে,

মজে যেন রইতে চায়
উদক বাদ্য কলাতে।
সাহিত্যটা যা খাঁটি জিনিষ
সরল প্রাণের কথা,
কান্তিময়ী পেলব ইহা
নব বাসন্তী-লতা।

ওই গণিকা গণিকা সাপিনী,
ওই গণিকা গণিকা নাগিনী,

নীতির নন্দন ওদের ক্রন্দন
শুনিতে করুন মানা,
প্রকৃত মানুষ মলিমসতায়
রবে না হইয়া কাণা।

পাপ করেছে ডুবুক পাপে
কাছে যেতে ভয় কর,
এমনি তেজাল moral লইয়ে
ধর্ম্মবীর নাম ধর!

নবীন নবায়মান
কত্তে যদি চাও প্রাণ,
শরতের সাবিত্রীরে কর বিলোকন;
কোথায় রসের খণি
শচীন্দ্র কমলমণি,

এ-যে পোকরাজ আর গলিত কাঞ্চন।
এমন পরের তরে
যে নারীর অশ্রু ঝরে
কুন্তী হ'তে এ সাবিত্রী নহে কি সুন্দর?
সেই ত সুন্দরতম
চিত্ত যার নিরূপম,
জীবন্ত করুণা যথা ছোটে নিরন্তর।
ভোগেতে নাহিক তৃষা,
জানেনা বোঝেনা মৃষা,
সংযমে আবদ্ধ প্রেম উজ্জ্বল কাঞ্চন;
ইচ্ছা করে কণ্ঠে তার
দোলাইয়া পুষ্পহার
চেয়ে থাকি ভক্তিভরে সারাটি জীবন।

(চ)

Penal Code গো Penal Code
তোর ভাষা কেমন আঁটা,
দোষের মধ্যে প্রতি অঙ্গে
শিয়াকুলের কাঁটা।
শুক বলে, আমার ডিপ্‌টী
(ঐ) Penal Code এর রাজা
ডকের উপর খাড়া হলেই
পারেন দিতে সাজা।

শারী বলে আমার Munsiff
অতি শান্ত ধীর,
নথির সঙ্গে নড়েন যখন
হারকিউলিস বীর।
শুক বলে আমার ডিপ্‌টী
T. A. আনেন যখন,
গৃহের রাণী স্মিত-মুখে
করেন আলাপন
কিছু করিতে চয়ন ;
আরো শোন আমার ডিপ্‌টী
Sub-division এর চাই,
পূজ্য তিনি মান্য তিনি
গণ্য সর্ব্ব ঠাঁই।

শারী বলে আমার Munsiff
রামের জিনিষ শ্যামকে দেন,
Uphold, Uphold, Subjudice বোলে
বীরত্বে করেন গান।

সুতোবাচ—

শুন শুক, শুন শারী, কর
অবধান,
দোহাকার বিবাদের হ'ক অবসান।

পোলাও

পূর্ব্বজর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যে ডিপুটী প্রধান,
Hobby Horse' পরে এর সদা
অবস্থান।

এঁর চোখে নাহি ভায়া আলোর জলুষ,
বিশ্বে যেন কিছু নাই ব্যতীত কলুষ,
পদমর্য্যাদার গীতি শুনায় স্বপন,
বিনয়ের মলমলে গর্ব্ব আচ্ছাদন।
Code খানি মহা অস্ত্র বিধাতার দান,
পাপের বিশাল বুক হয় খানখান;
পুলিশ ডেপুটী নয়, ডেপুটী পুলিশ,
Logic মরিয়া যায় বিষাদে হরিষ;
কলিকালে তোষামোদ জন্মেছে বিস্তর,
সাক্ষাতে ডিপুটী গান গাহে নিরন্তর।
Theology, Geology যত লজি আছে,
নূতন কিছুই নহে এ প্রাণীর কাছে;
নীল, সাদা, পীত, রাঙা, আছে বর্ণ নানা,
জেঁকো, ডেপো, চোকা, রোখা, তোম
তানা নানা।

আর নহে, ক্রমে মাল হইতেছে কড়া,
ভয় হয় পাছে হাতে কেহ দেয় দড়া।
নির্ভয়ে মুনসেফ চিত্র করি বিচিত্রিত,
এ চিত্র আঁকিতে চিত্ত নাহি হয় ভীত।

নথি ঘ'টা Maine পড়া বিতস্তি হৃদয়,
তবু তারে বলা যায় সাধু মহাশয়।
কর্পূর উবিয়া যায় পরশি' পবনে
বিবেক কর্পূর উপে কার্য্যের পেষণে ;
Robbing Peter এই বাক্য জ্ঞানময় ;
যেই জপে, তার হয় মঙ্গল নিশ্চয়।
নাজিরের মনচোরা উচুদর কামলা,
Often connives at the Violalion
by his আমলা

(ছ)

Blotting paper কালি চোষে,
Office চোষে কাকের তাই ;
[হেথা] মশা, মাছি, টিকটিকিরও
ইহার হাতে রক্ষা নাই।
[ওরে] দেশটা হ'লকি হ'লকি হ'লকি,
Integrity কোন খানে,
ভরা কিস্তি ডুব্‌ছে যে ভাই
কর্ম্মনাশার মাঝখানে।
রামের পোলা কুশ হয়েছিল
খেঁকীর বাচ্চা খেঁকী,
দস্তা দিয়ে গড়াও টাকা
নাম হ'বে তার মেকী।

পোলাও

ছুঁচোর গায়ে সুবাস ঢেলে
দোষ লুকাব কত,
দেশের দশা ভাব্‌তে ভাব্‌তে
শির হয় যে নত।

অনুরাগের তপ্তানলে
বার করিয়ে প্রেমের ক্বাথ
বাপের বিয়ে দিচ্ছে ভীষ্ম
ভাই ভগ্ন' করে সাথ।

শুকনো প্রেমে ভেজা হাসি
বুড়োর মুখে শোভেরে
মন ভোমরা ঘুরে বেড়ায়
খুদে বধুর লোভেরে।

প্রেমের যেন কষ্টিপাথর
কাঁচা বাগানের দীনেশে,
বাল্য বিয়ের গুণ গাহিল
বুড়ো প্রেমের আবেশে।

মুখের হাসি সবাই হাসে,
হাস্‌তে চোখে কজন পারে?
বাল্য বিয়ের কালী কীর্ত্তন
বেশ গেয়েছিস আবার গারে।

গৌরীজানি ছিলে ভায়া—
তখন কেমন ক'রে বল,

পূর্ব্বরাগের দোলানিতে
উঠ্‌ত কেঁপে প্রাণ কমল ?

কত জুলিয়ার প্রেম চণ্ডীদাস গান
শুনাইতে বালিকায় হ'য়ে প্রেমবান,
অবাক নয়নে বালা চাহিয়া চাহিয়া
আলিসে বালিসে শেষে পড়িত ঢুলিয়া।
স্বপনে সে পুতুলের দিত যত্নে বিয়ে,
ভাবিত সে দয়িতার অকরুণ হিয়ে।

পূর্ব্বরাগ আর রসোদ্গার ভাই
ওগুলো সব জল্পনা,
প্রেমটা ছিল ওষুধ খাওয়া,
ঠিক বলছি ভাই গল্প না।

কলাবৌ কলাবৌ কলাবৌ আছিল,
ঘোমটা ছিল অর্দ্ধ হাত ;
অনেক সাধিলে গল্প কোত্ত
"দিদিমায়ের পোরের ভাত।"

"কঙ্কাবতী লতা আমার"—
শুনতে কত কাণ পেতে,
সরল প্রাণের হিল্লোল গীতি
শুনিয়া উঠ্‌তো প্রাণ মেতে।

Old fool, Old fool,
আর কেন কর ভুল
পুরাতন কথাগুলি তুলিয়ে ;
চুপ কর, পথ ছাড়,
ভস্মে পুরাতনে ঢালো,
বিবেকেরে তোল সথা জাগিয়ে।
বৈরাগ্য ছেয়েছে দেশ;
স্বভাবে সবাই মেষ,
আত্ম-শক্তি নাহি খেলে পরাণে ;
মর্য্যাদা হতেছে চূর্ণ,
পশুত্বে ঘিরিছে তূর্ণ,
মানুষের বর্ণ-নাহি বয়ানে।

(জ)

শঙ্করের মত গুলো সব
দূরে ফেলো দিয়ে,
কর্ম্ম নিয়ে খেলা কর
(যদি) থাকৃতে চাও জীয়ে।
জীবন নিয়ে বেঁচে যদি
থাকৃতে চাও ভবে,
মরণটারে আপন ক'রে
লইতে হবে তবে।

অষ্টম হাঁড়ী

মরণ ভয়ে জীবন যাদের
লুকায় গুহার মাঝে,
হায়রে তাদের কাঙ্গাল জীবন
বিজড়িত লাজে।

ভিক্ষার ঝুলি, দাও দাও বুলি,
লুটীয়ে পড়ে ন্যাজ নাড়া,—
তবু কুম্ভকর্ণ নিদ্রামগ্ন,
ক্রন্দনে নাহি দেয় সাড়া।

লাঠি ধরে যতদিন
ভবের হাটে চল্‌বি,
খিদের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে
এমনি ভাবে মরবি।

জীবনটারে জীইয়ে নিয়ে
খেলার মাঠে চল্‌,
পদভরে কাঁপ্‌বে ধরা,
কর্‌বে টলমল্‌।

Deplomacy, Deplomacy—
তার মাঝেতে ন্যায়পরতা,
শুকিয়ে গেছে মুখের হাসি
তাইতে এমন সঙ্কুচিতা।

আমরা যাদের "My Lords" বলি
দেখ্‌লে তাদের সজ্জ,

পোলাও

হাত নেড়ে নেড়ে, মুখ নেড়ে নেড়ে,
দেখা'লে কতই রঙ্গ।
কর্জ্জনেরই ভ্রাতৃভাবের
কুর্দ্দনেতে ন্যায় ঝরা,
বিশ্ব হ'তে লুপ্ত সুধা,
মনগুলো সব বিষভরা।
সুখের জন্যে যে দেশেতে
মানুষ মানুষ খায়,
যে দেশেতে আবাল বৃদ্ধ
ম্যামন পূজা চায়,
সেই দেশেরি Idealism
বহুৎ বহুৎ আচ্চী ;
আর কাজ নেই, ভেবেই রে বাপ
ভয়েই খাবি খাচ্চি।
Dyer, Dyer: রং মেখেছে,
নহেকো উহা কালীর রেখা ;
দেড়শো বছর পরে ওহো
শিখ্‌লাম মোরা চরম শেখা।
চলহ সখা সবাই মিলি'
বিধির কাছে যাই,
গোঁসাই বলেন, সাদার বিচার
বিধিবিধানে নাই।

অষ্টম হাঁড়ী

সুখের ঘরে রহগো শুয়ে
ঠাকুরজী,
কাণ কেটেছ? বেশ করেছ;
ভাব্‌না কি?
মানুষ ছিলাম, হাঁটায়ে বুকে
করে তুলে Doddiman,
কর্জ্জনেরই শক্তি থাক্‌লে
পেতে প্রভো শিরস্ত্রাণ।

নবম হাঁড়ী

(ক)

এই বুঝি শেষ হাঁড়ী, এই বুঝি শেষ,
বার্দ্ধক্য আময় জরা, দেহ শক্তিহীন ;
গৃহে অগ্নি জ্বলিয়াছে, রুগ্না গৃহিনীর
মরণের আবাহন হা হুতাশ ধ্বনি
ছিনায়ে লয়েছে মোর কবিতার স্পৃহা।
অনুজেরা নহে কেহ লক্ষ্মণ অনুজ,
পিতৃ তিরোধান সহ গুরুভক্তি টুকু
জাহ্নবীরে এসেছেন করে উহা দান।
কি কাঠিন্য হেরি এবে মুখে তাহাদের।
দূরে থাকি, তবু শুনি ভীম আস্ফালন ;
বৃদ্ধ আমি, গৃহত্যাগী, সৈকতনিবাসী,
পিতৃধন ক্রান্তি মাত্র করিনি গ্রহণ,
তবু রোষকষায়িত অব্যক্ত রাগেতে
শুনি সদা ঘূর্ণ্যমান নয়ন তাদের।

আজি বিশ্ব চাহিতেছে সম বেদনায়
সুমার্জ্জিত টলষ্টয়—উদাত্ত গান্ধিজী ;
আত্মজয়ী বলিছেন, দেবধ্বনি করি'

দ্বেষ হিংসা পুড়াইয়ে, ফেলিয়ে অনলে,
মানুষ মানুষ আজি হওরে ভারত।
কি লিখিব ? লিখিতেছি আপনার কথা !

পুরোভাগে লিখিবার শত উপাদান,—
এ সকল পরিহরি' স্বার্থ নিয়ে বসে ?
আজ ভারতের মাঝে উঠেছে উচ্ছ্বাস,
এনেছেন নররাজ মহাজাগরণ।

বৈদেশিক হস্তে ন্যস্ত অপূপের ভার,
ক্ষুধা ত মেটেনা তাহে ; ক্ষুধার জ্বালায়
বুভুক্ষু তস্কর নামে আজি নির্য্যাতিত।

দুনিয়ার চোর করে সাধুরে তস্কর ;
সাধু যদি সাধু থাকে, রাজার বিধান
অসাধু করিয়ে তারে দাগা দিয়ে দেয়।

পদে ভর দিয়া দাঁড়াইতে চাও যদি,
দেখিবে রাজ্যের চক্ষু হইয়াছে রাঙ্গা ;
Gypsyকি ভাল নয় তোমাদের চেয়ে ?
আরবের মরুচারী দস্যু বেদুইন,
তারও মুখে বার হয় পুলকের হাসি।

আমরা কে ? বনীয়াদী গোলাম দুর্জ্জন ;
ভগীরথ এনেছিল নির্ম্মল জাহ্নবী,
পরশিয়া যার নীর নর নারী যত
মনের কলুষরাশি করিতেন দূর।

পোলাও

এনেছে শিক্ষিত রাজ্ঞ বিশ্বের আদর্শ,—
ক্ষমতায় অদ্বিতীয়, কৌটিল্যে দুর্জ্জেয়
শত শত মন্ত্র-লিথি ভারত মাঝারে ;

পান করি' পাশ্চাত্যের এই সোমরস
সহস্র সহস্র নর বিনা সাধনায়
পশুত্বের নিম্নস্তরে করিছে গমন।

ভারতের রাজা কেবা ? এ রাজ্য কাহার ?
এ রাজ্য, এদেব রাজ্য, কাহার জানিনা ;
এই মাত্র বুঝি ইহা ইংরাজের করে
প্রবঞ্চক একদিন বিশ্বাস-গরিমা
নষ্ট করি,' দিয়াছিল প্রলুব্ধ হইয়া।

ওই সেই মীরজাফর কলঙ্কী দুষমন,
বদবখৎ দুরাচার নরকের কীট ;

আবার এসেছে বুঝি সেই মীরজাফর,
Magic জানেনা এ যে Logic এতে দড় ;

স্বগতঃ "সুন্দরী" কহে দাঁড়ায়ে কাননে,
Ingratitude, thou marble-hearted fiend ;
বাঙ্গালার চিত্ত,—চিত্ত ফেলিয়া নিশ্বাস
বলে শুনি আকাশের মুখ পানে চেয়ে,

Blow, blow, thou winter wind,
Thou art not so
As man's ingratitude.

(খ)

বৈপিনীক বীণা ওহো স্বদেশীর দিনে
শুনে ভেবেছিনু মনে, ব্যাধের এ বীণা ;
ও কাকলী চালে নাই প্রেমের লহরী,
ও কাকলী টানে নাই চিত্ত রাধিকায় ;
সে দিনের Euripides, দামিনী-উল্লাস,
নিখিল-ভারত-গর্ব্ব-রবি-উদ্দীপনে
জেগেছিল বঙ্গভূমি ; তোমরা দোয়ার,
চর্চ্চিত চর্ব্বণ করি' লুটিতে সুখ্যাতি,
কি আছে তোমাতে বল সারাল শাঁসাল ?
কত লেখা লিখেছিলে, এখনো লিখিছ ;
পেঁচো ধরা ভ্রূণ যথা আতুর-কুটিরে
জনমিয়া মরে যায় জননীর বুকে,
তোমার Logic-সিক্ত হিজি বিজি গাথা
বাহির হইবামাত্র মরণেরে ভজে।
ভাষার মূর্চ্ছনা শুধু কানের ভিতর
ক্ষণিক অমিয়ধারা করে বরিষণ ;
ভাবহীন বলে', ভাষা প্রাণের ভিতর
আবেগবিমর্দ্দজাত প্রবল উচ্ছাস
কখনোতো পারিল না তুলিতে পুলক ;
তুহিন-ধবল ভাব পশ্চিম দেশের
বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে পরশে তোমার।

পোলাও

ছান্দোগ্য সজ্জাতভাব কোন্ দেবতার
হৃদয়-গোমুখী হ'তে হয়ে নিষ্কাষিত
নিখিল ভারতবর্ষ করিছে নবীন ?
কি বৈশদ্যে পরিপূর্ণ ভাবের লহরী !
নাহি কোন রূপসীর রূপের বিস্তার,
নাহি কোন সুন্দরীর চোখের ঠমক,
নাহি পদ্মিনীর কোন গন্ধ প্রলোভন ;
আছে করুণার হোথা লাবণ্য মাধুরী,
সহানুভূতির আছে ছন্দ-ঝরা গতি,
আছে চিন্ময়ের তরে প্রাণের আবেগ ;
আর আছে স্বাস্থ্যক্ষুণ্ণা অবসন্না ক্ষীণা
দেশমাতৃকার তরে আগ্রহ প্রকাশ।

কি কঠোর জড়ময় পশ্চিমের নীতি !
শাসনের blister রসনা উপর
ঢেলে দিয়ে, মুক করি' রাখিবে তোমায় ?
বাসের অযোগ্য ভূমি হতেছে জগত ;
দুস্মনে ন্যায়ের বক্ষে করুক আঘাত,
পিশুন ন্যায়ের চক্ষে দিক ধূলা ঢালি',—
ন্যায়ের আসন ইথে টলিবে না কভু।
Christ এর মন্ত্রশিষ্য সমগ্র পশ্চিম
ন্যায়েরে কি বিকলাঙ্গ করিছে না শুনি ?
হোক তবু তোমা যদি পাইতাম সখা,—

ছাত্রভাবে নাহি হোক, মিত্রভাবে ধর,—
Violence-বিরহিত ferule হাতে
শিখাতেম, নির্ব্বাচিত পন্থা তব সখা
মহাজন-পরিত্যক্ত বিনাশ-আশ্রয়।
দাসত্বের চাপে আজি কণ্ঠাগত প্রাণ,
প্রতি পদে অপমান ; প্রতি অপমানে
আত্মমর্য্যাদার বুক উঠিতেছে ফাটি' ;
মানুষের মানবোধ ছিল না কি সখা
Logic খচিত তব হৃদয়ের মাঝে ?
জান না কি, হে কোবিদ, সম্মান-লোলুপ,
সে মর্য্যাদা চিত্ত হ'তে পলায়েছে দূরে ?

বন্ধুবর,

কি হয়েছে বল দেখি ? হয়েছি মিথ্যুক,
হয়েছি বিলাসপ্রিয়, কাপুরুষ, ভীরু,
শিখিয়াছি আত্ম-গান করিতে কীর্ত্তন,
শিখিয়াছি পরমুখে করিতে শ্রবণ
আপনার যশোগাথা, পুরস্কার দিয়া।
ক্ষমতার মঞ্চে যদি অপকর্ম্মী বসে,
শিখিয়াছি তারও পদ করিতে পূজন ;
দুর্ব্বল যে, প্রাণে তার জাগে অহর্নিশ
মরণের ঘূর্ণ্যমান লোহিত লোচন ;
জীবনের মধ্যস্থলে বসায়ে মরণে
প্রাণের ব্যর্থতা দিয়ে করে তারে প্রীত।

পোলাও

যেদিন জীবন লয়ে আসে আগন্তুক
হর্ষে দীপ্ত চারুকান্তি বিশ্বের মাঝারে,
মরণ প্রহরীরূপে দাঁড়ায় শিয়রে।
মরণ আছিল পূর্ব্বে জীবনসোদর,
জীবন আছিল পূর্ব্বে মরণের সখা,
মরণের তপস্যায় জীবন,—জীবন।
(এখন) জীবনে জীবন নাই আছে মৃত্যুভয়,
আছে মাত্র অত্যাচার সহন ক্ষমতা ;
প্রতিবিধানের বল কে লয়েছে হরে ?
কে শিখাল ভিক্ষাবৃত্তি করিতে গ্রহণ ?
যে শিক্ষায় চরিত্রের হয় অধিষ্ঠান,
সে শিক্ষা কি আর আছে ভারত মাঝারে ?
দুর্ব্বল যে, চিত্তে তার ক্ষমার উদ্ভব
কখনও কি হইয়াছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ?
পাশ্চাত্য শিক্ষায় সবে হতেছি দুর্ব্বল,
ধর্ম্ম হ'তে কর্ম্ম হ'তে আসিতেছি সরে,—
চিত্ত হ'তে ফেলিয়াছি উৎপাটন করি'
সুপবিত্র প্রাচ্যভাব আর্য্য ধর্ম্ম-নীতি।
ভুলিয়াছি বেদস্তুতি বেদের সঙ্গীত,
শিখিয়াছি রাজা হ'তে ক্ষীণ ভেদনীতি
অব্যয়ে করিতে ব্যয় অবিশ্বাস দিয়া ;
নবরূপে নারীমূর্ত্তি ক্লৈব্যের বিকাশ,
কোন্ বিশেষণে তোমা করিব ভূষিত ?

(গ)

গরজন কর সখা, কাঁপায়ে ভারত,
তব গরিমায় আজি গর্ব্বিত আমরা।
ধর্ম্মপুষ্ঠ ন্যায় এই নিখিল সংসারে
আপনার দিব্যপ্রভা করিবে বিস্তার।
ওই দেখ, চেয়ে দেখ বেথেলহাম আজ
পাইয়াছে ক্রুশবদ্ধ মেষ পালকেরে—
আজ মক্কা কার ধ্বনি করিয়া শ্রবণ
পুলকেতে ধরিয়াছে বিনয়ের হার—
শুচিমেধ্য প্রাণ হ'তে গোমুখী তরঙ্গ
তীব্রতা বুকেতে করি' ছুটিছে ভারতে ;
পবিত্রতা নির্ঝরিণী পুলকে মাতিয়া
বিগলিত বৃন্দাবন-হর্ষ বুকে ধরি'—
চিত্তে চিত্তে ছুটিতেছে উল্লাস বহিয়া।
সদাকুণ্ঠ ছিল প্রাণ জড়তা-প্রভায় ;
আজ তারে বিকাশের পথে লয়ে যেতে
কে যেন বেনুয়ারবে করিছে সঙ্কেত :

মাথা লয়ে মাথা খেলা নহেক স্বরাজ,
দম্ভভরে প্রভুত্বের দাবানল জ্বালি'
প্রাণের বৈচিত্র হরা, নহেক স্বরাজ ;
মানুষের অধিকার মানুষকে দিয়া,

ন্যায়ের পবিত্র হর্ষ উপভোগ করি',
যে পুলক পায় নর,—তাহাই স্বরাজ;
ক্ষমতার তাজ পরা কুক্কুট হৃদয়—
আইনের প্রহরণ করিয়া ধারণ,
দুর্ব্বলেরে নির্য্যাতন পেষণ যন্ত্রণা
দিয়ে যারা বড় হয়, তারা বড় নয়,
তারা বড় নয়—এই কথা বলিবার
অবাধ শকতি, এই শকতির নাম
নৈসর্গিক, আধ্যাত্মিক, নির্ম্মল স্বরাজ।

বুরোক্রেসি হৃদয়েতে নাহিক স্বরাজ;
পশ্চিমের রাজনীতি অভিষিক্ত নহে
স্বরাজের প্রাণভরা শান্তির সলিলে।
ভীষ্মের ত্যাগের মাঝে আছিল স্বরাজ,
ধর্ম্মপুত্র ধৈর্য্যমাঝে আছিল স্বরাজ,
মরন্দ-কপোল Plato হৃদয় ভরিয়া
স্বরাজের চলস্রোত হ'ত প্রবাহিত।
জড়বাদী পশ্চিমেরে স্বরাজের সুধা
পান করাবার তরে রবীন্দ্র বাউর;
চিদানন্দ প্রেমস্রোতে ভাসাতে পশ্চিম
বিশ্বভারতীর গৃহ হতেছে নির্ম্মিত।

আমার জনম-ভূমি প্রিয় শান্তিপুর—
যারে বঙ্গনরনারী মানে তীর্থ বলি',

যেথায় অদ্বৈত-মম উদ্ধতন পিতা
জনমিয়া ভক্তিরসে চিরদিন তরে
দিব্যস্থানে পরিণত গিয়াছেন করি',—
সেই শান্তিপুর মম গৌরবের খনি।
শ্রীঅদ্বৈত বক্ষ ভেদি' ভক্তি তরঙ্গিনী
এনেছিল স্বর্ণপদ্ম উজানে বহিয়া,
সেই পদ্ম বাংলার শ্রীচৈতন্য প্রভু।
যার প্রেমে ভেসেছিল নহে শুধু সাধু,
অসাধুও সাধু হয়ে অকৈতব সুখ
উপভোগি', বৈকুণ্ঠেতে গিয়াছেন চলি';
কোটি কোটি প্রাণমাঝে অদ্বৈত প্রভাব
প্রবেশিয়া, ব্যথা করিয়া সঞ্চিত,
আনিয়াছে অভিশপ্ত ভারত মাঝারে
শুদ্ধপ্রাণ মহামতি দেবতা গান্ধীরে।
প্রকাম্যের প্রতিমূর্ত্তি গান্ধী মহারাজ
ভালবাসা দিয়া বিশ্ব করিবেন স্নাত।
চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ আকাশের পানে,
অধ্যাত্ম শকতি আজ পশুবিক্রমেরে
করিতেছে পরিম্লান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে।
প্রতিহিংসা, দানবের অব্যর্থ আয়ুধ,
ভালবাসা, দেবতার অমৃতনিছনি;
জেতার হৃদয় হ'তে তীব্র দাবানলে
ভালবাসা ঢেলে দিয়ে, গুর্জ্জরনির্জ্জর

করিবেন শান্তিরাজ্য জগতে স্থাপিত।
জড়বাদী জড়তার ভাঙ্গি' কারাগার,
চিন্ময়ের প্রেমে প্রাণ করিবে শীতল।

হে বন্ধু !

অঞ্জন তোমার চোখে জ্ঞানাঞ্জন আজ
প্রদান করেছে ভাই, চা'হ আঁখি মেলি' ;
ইচ্ছা করে, একবার বিপিন তোমার
প্রহ্লাদ জ্ঞানেরে ভাই বুকে টেনে লই,
তুমি যে জ্ঞানের পিতা প্রহ্লাদ-জনক।
মানুষতা পাশবতা দুইটী সুন্দরী
বিজন হৃদয়মধ্যে দোঁহে করে বাস ;
পাশবতা শক্তিময়ী কৌশলে সখীরে
কুরস করায়ে পান করে সংজ্ঞাহীন ;
পশুত্বের সে কৌশল আজ ম্রিয়মান,
বিধাতার দান ওই মধুর প্রেরণ
পশুতায় নির্ব্বাসিত করেছেন ধীরে।

ওই দেখ মতিলাল নির্ম্মল শশাঙ্ক
জ্ঞানের ধবল জ্যোতি-বিকশিত প্রাণ ;
ওই দেখ মোজাহেদ তেজস্বী আজাদ
আত্মোৎসর্গ করেছেন ধর্ম্মের লাগিয়া ;
ওই লিলিরাণী, ওই বান্ধব Stokes,

নবম হাড়ী

বরিশাল ধন্য করা শরৎকুমার,
আমার গৌরব-বৃদ্ধি সরল নৃপেন,
ওই ভগ্নী সরোজিনী কল্যাণী সরলা,
মনস্বিনী তেজস্বিনী—সাবিত্রী সাবিত্রী ;
জ্ঞানরসাপ্লুত ওই প্রতিষ্ঠ জিতেন,
ন্যায়ের চরণে যিনি সঁপেছেন প্রাণ,
যার চক্ষুর্দীপ্তিস্পর্শে অযুক্তি পালায়,
তার ছবি আজি সখা কর বিলোকন ;
শিশিরের প্রতিচ্ছবি বঙ্গ মতিলাল,
গলিত মৌক্তিকধারা যার লেখা হ'তে
পশুশক্তি বুকে অগ্নি করে উৎপাদন,
শান্তশীল সে লেখায় আস্বাদে অমৃত।
গোলাপ-সুবাস ওই মধুর সুভাস,
স্মরণে যাহার কথা নেচে উঠে প্রাণ,
শতদল শাসমল, যার পরিমলে
সমগ্র ভারতভূমি আজ বিমোহিত ;
ওই দেখ, চেয়ে দেখ, বাসন্তী হোথায়
বিলাসের ভস্মরাশি মাখিয়া 'শরীরে
জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি-ধরি', দ্বারে দ্বারে দেবী
নবীন আশ্বাস বাণী করিছেন দান।
দম্ভ আজি দূরে ফেলে, প্রমাতা সুন্দর
চারিদিকে দেখ চেয়ে দেবতার ছবি ;
রাষ্ট্রশক্তি যত কেন হউক বিকট,—

পোলাও

অদম্য, অপরাজেয়, দুর্দ্ধর্ষ, ভয়াল,—
সে শক্তি ও হয় লীন তাঁহারি ঈক্ষণে
যাঁহার বৈদগ্ধ্যে বিশ্ব এত মনোরম।

দশম হাঁড়ী

(ক)

ছায়া হইতেছে দীর্ঘ, শরীর তুর্ব্বল,
স্থবিরতা বেড়িয়াছে জীবনের মূল,
শ্লথ গ্রন্থী, শিথিল ধমনী অবসাদে,
কোথা শক্তি এসো নেমে, কিছুদিন তরে
উদ্যমে প্রবুদ্ধ করি' রাখ রাখ দেবী,
ফুকারি' উঠুক আজ হৃদয় বাঁশরী।
Kartophilos ওই দেখ নির্ম্মম হইয়া
যিশুরে আমার করে দারুণ প্রহার।
জগতে শান্তির রাজ্য করিতে স্থাপন
যে তেজস্বী নরসিংহ মহাসাধনায়
সিদ্ধকাম হয়েছেন,—তাঁরি বুকে আজ
নিষ্ঠুরতা করিতেছে বাণ প্রক্ষেপণ।
মনুষ্যের শক্তি, অভিজাত্যের গরিমা
চূর্ণীকৃত একদিন হইব নিশ্চয়।
ভগবান করেছেন সত্যেরে সুন্দর,
ভগবান করেছেন ন্যায়েরে অটুট,
মঙ্গলময়ের রাজ্য হইবে মধুর,

অত্যাচার উৎপীড়ন পলাইবে দূর।
বিদেশের হাতে লাঞ্ছিত হ'তেছে দেশ,
জন্মজাত অধিকার ভারতের নাই ;
কোটি কোটি নরনারী হয়েছে ভিক্ষুক,
শ্রীমন্তেরা তোষামোদ কণ্ঠে বাঁধিয়াছে,
পদসেবা হইয়াছে জীবনের সার ;
সত্য সহ সাহচর্য্য করেছি বর্জ্জন,
সত্য আসে, বুকে তারে করি' পদাঘাত,—
পদাঘাত করে যথা নির্ম্মম সার্জ্জেণ্ট
শান্তি-সেনানীর বক্ষে প্রভুত্বে মাতিয়া।
ভারতের সিংহাসনে সমাসীন বীর
ঘোষিছেন চণ্ডনীতি রণরঙ্গে মাতি' ;
England এর prestige করিতে রক্ষণ,
একশত চুয়াল্লিশ বৈদ্যুতিক পট
গ্রামে গ্রামে জনপদে হয়েছে দোদুল ;
একশত চব্বিশেতে এই পটখানি
কে বলিবে পরিবর্ত্ত না হবে অচিরে ?
শিরায় শিরায়, দাসত্বের নির্ম্মম গরল
কার নাহি প্রবাহিত হইতেছে আজ ?
স্বাধীনতা সাধনার পূত পীঠস্থান
ইংলণ্ডের কম্রবপু জনশক্তি যেথা
John এর মুকুট হ'তে লয়েছিল কাড়ি'
প্রজাসত্ত্ব, প্রজার অবাধ অধিকার।

ভারতের জনশক্তি চাহে নাক Magna Carta ;
বিধাতার রাজ্যমধ্যে চায় তারা শুধু
বাধাশূন্য, নৈসর্গিক, বসন্ত-বর্দ্ধন ;
মানুষের কাছে চায় মানুষের দাওয়া ;
আত্মসম্মানের দেহ অক্ষুন্ন রাখিতে
ভারতের নবশক্তি করিছে হুঙ্কার।
চায় ইহা,—জড়বাদী জগতের বুকে
তপোবন-সমুত্থিত ভূমা হর্ষরাশি
ঢেলে দিয়ে—সুশীতল করিতে ধরণী।
পতঙ্গের পক্ষ ছেদি', নিষ্ঠুর যেমন,
উড্ডীন প্রয়াস তার ব্যর্থতায় ভরা
নিরখিয়া মনে মনে হেসে সুখী হয়,
সেইরূপ অলোলুপ শান্তিসেনাদলে
বদ্ধ করি' কারাগারে, শাসকের দল
মহানন্দ উগভোগ করিতেছে মনে।
গরিষ্ঠ বিধান, মান, শৃঙ্খলার তার,
রক্ষণ করিতে আজ ন্যায়রস-পায়ী
মহামতি রেডিংএর হৃদয় চঞ্চল।
ভারতের শান্তিসেনা চায় না রুধির,
প্রেম দিয়ে চায় এরা কিনিতে উৎকট
করাল দানবশক্তি পাশব পিপাসা ;

হায় ইংলণ্ড দেব ভূমি, তোমার উদার

পোলাও

ন্যায়বাদী ভারতের বুরোক্রেশীদলে
কেন ঠাঁই দিয়াছিলে কলঙ্ক কিনিতে ?
এ যে বিধাতার রাজ্য, যিনি পরাৎপর,
যাঁর চোখে ধূলি দিতে নন্দনেরা তোর
কত যত্ন করিতেছে। পৃথিবীর কাছে
ন্যায়ের কনকতুলা ধারণ করিয়া
ঘোষিছে মা উচ্চকণ্ঠে কাঁপায়ে ভুবন,
"বিধির বিধান হ'তে ইংলণ্ড বিধান
উচ্চ যদি নাহি হয়,—সমান সমান।"
পশ্চিমের প্রাণ নাই নাহিক শ্রবণ,
বুভুক্ষিত স্বার্থ তার চায় উপভোগ ;
পীড়ন যে করে তার হৃদয় ছাড়িয়া
মনুষ্যত্ব কোন দূরে যায় পলাইয়া !
একে একে নিভি'ছে অম্বরে নভঃশোভা,
শালিপিষ্ট সম দীপ্ত নক্ষত্র নিকর ;
সেবকের 'শ্যাম' আজ কারার গুহায়,
প্রভাত কি হবে নাকো স্বপনের মাঝে ?
—শুনি সদা সিংহনাদ শার্দ্দুল গর্জ্জন।
করি নাক রাজ্যলোভ, হে ক্ষাত্র ইংরাজ ;
রোষোদ্বেল চিত্তে তব প্রাচ্য শান্তিরাশি
ঢেলে দিয়ে, ঋষিকল্প করিতে তোমায়
ভারতের বীরগণ উঠেছেন জাগি'।
তব রুষ্ট নেত্র মাঝে দেখিবারে পাই

সেই মূর্ত্তি, যে সময় কাননে কাননে
রং মেখে নগ্নভাবে করিতে অটতি।
বাহ্য সভ্যতার ধার ধারি না আমরা,
আধ্যাত্মিক অমরতা উপলব্ধি করি'
সারাৎসারে পেতে প্রাণ সতত আকুল ;
আত্মশুদ্ধি আত্মজয় মুক্তির কারণ।
পশ্চিম কি সে শুচিতা করিবে গ্রহণ ?

(খ)

স্নেহে ধন্য আছিলাম সুরেন্দ্র তোমার,
সিসিরোর কণ্ঠ-চোরা বাগ্মীশিরশোভা।
আত্মহত্যা মহাপাপ, এ কথা জানিয়া
কেন ভদ্র হেন কার্য্য করিলে সাধন ?
আজ তুমি রোটারীর ভূষিত ভবনে
তাহাদেরই সঙ্গে রঙ্গে ভুঞ্জিছ হরষ ;
উদ্দাম যৌবনে তারা তোমা সর্প ভাবি'
ভগ্ন করেছিল ওই পীন কটিখানি,—
সে আঘাতে তুমি বড় বিক্ষুব্ধ হইয়া
সিন্ধু গরজন করি' উঠেছিলে বলি,'
"Lo, in liberty's unclouded blaze
We lift our heads, be what it may."
আশার সহস্রদীপ একটী ফুৎকারে

পোলাও

নির্ব্বাপিত করেছিল বল দেখি কারা ?
দিবসের ছাদ ভরা সুখের আলোক
ক্ষমতার ব্যগ্রগতি, উদগ্র প্রভুত্বে
দল বেঁধে লয়েছিল কারা বল কাড়ি' ?
মনে হয় সেই দিন, গোরাগত প্রাণ
পরম বৈষ্ণব সাধু শিশির কুমার,
তোমা তরে জ্ঞান নাকি কাঁপায়ে কানন,
কাঁপায়ে নিখিল বঙ্গ তুলেছিল রোল।
গঙ্গাগোবিন্দের তেজ ফুটুক তোমাতে ;
Repression tank ওই চালাইছে Jehu,—
বুক দিয়া আরও তুমি ঠেলে দাও সখা।
চণ্ডনীতি সদাপ্রসূ ; নিমেষে নিমেষে
বিদ্রোহ প্রসব করে, কেনা জানে উহা ?

হে সচিব,

ম্যালেরিয়া পুতনার বালকৃষ্ণ তুমি,
দেখিতেছ জনসিন্ধু সদা অচঞ্চল,
প্রতিহিংসা পোড়ায়েছে ভালবাসা দিয়া ;
প্রাচ্য নহে রুধিরের উদ্দাম পিপাসু,
এ যে তপস্বীর গেহ ওই দেখ দূরে,
মহাসাধনায় ত্রাতা সিদ্ধি লাভ করি',
করিছেন অন্নহীনে পীযুষ প্রদান।

কোথা হ'তে এল বল নির্ম্মম অভাব,
তোমার এ নিদারুণ স্বুবর্ণ পিপাসা ?

*　　　　*　　　　*

ছিলনা সংযম, তাই সহস্র যুবক
ভেবেছিল গুপ্তহত্যা ত্রাণের উপায় ;
তাই তারা বিপ্লবের জ্বালিয়া আগুন
ক্ষমতার তীব্রানলে মরেছিল পুড়ি' ।
এজগতে বীর ব'লে কারে আখ্যা দাও ?
নিষ্ঠুরতা দিয়ে গড়া ওই যে জেঙ্কিন্স,
দোর্দ্দান্ত প্রতাপশালী পতিত কাইজার,—
বীর যদি হ'ল ভবে, অবীর কে তবে ?

হে সুরেন্দ্র, সেই দিন মনে কিহে হয়,
শালগ্রামশিলা-মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে
"জষ্টিস নরিস" মুখে দেখেছিলে তুমি
নির্দ্দয়তাভরা সেই জেফিরির ছবি !
সুহৃদ অম্বিকা-কুঞ্জ ওই ফরিদপুর,—
গ্রাজুয়েট তুমি ভদ্র, দেখহ নিতম্ব
বেত্রের আঘাতে উহা জর্জ্জরিত কি না
ভারত আপন ধৈর্য্য কাঙ্গাল সন্তানে
করেছেন দান, তাই শত অপমানে
ধৈর্য্যচ্যুত কোন দিন হইবে না এরা ।
তুমি মাতৃহীন দাদা, আমিও গো তাই ;

চেয়ে দেখ ওই মূর্ত্তি নারীর গৌরব,
যার চক্ষে জ্বল জ্বল জ্বলিছে অনল,
যার বপু হ'তে ঝরে মর্য্যাদার ধারা,
যার প্রাণ বিমণ্ডিত অটুট বিশ্বাসে ;
ধর্ম্মের রাখিতে মান যে মহিলা আজ
যুগল তনয়ে দেয় সিংহের কবলে ।
ওই ওই ওই দেবী ওই দেবতায়,
বারেক 'মা' বলে ডাক প্রাণের সুরেন,
দূরে যাবে দুখ, হ'বে উজ্জ্বল সুন্দর ।
নির্জ্জনে বসিয়া আমি উদ্দেশে দেবীরে
মা, মা, মা, মা, মা, মা, বলে ডাকি কতবার ;
যতবার ডাকি, প্রাণে নব বল আসি'
আমার প্রাণেরে করে তারুণ্য প্রদান ।

(গ)

নূতন আদেশ বহি' নব বুদ্ধদেব
মুক্তির বারতা আজ এনেছেন হেথা ;
নবীভূত হয়ে বিশ্ব উঠিছে হাসিয়া,
প্রদোষে ঊষার রাগ আকাশের গায় !
নিষ্ঠুরতা-কেশরীর ক্ষুধা হ'লে দূর
শান্তির হৃদয়ে সে গো পড়িবে ঢলিয়া ।
বিশ্ব হতে মনুষ্যত্ব গিয়াছে যে দূরে'

অবীচির অধিপতি Molach Mamon
অধিকার করিয়াছে নিখিল জগত।
অদিতির সনে আজি দিতির আহব,—
এ আহবে রক্ত নাই, প্রাণীর নিধন,
নাহি দ্বেষ, প্রতিহিংসা। আছে প্রেমদান ;
দৈত্যকে অমৃতদানে করিছেন দেব
ভারতের নবীভূত দ্রোণচার্য্যবীর ;
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া দৈন্য বিনয় বৈষ্ণব
ধরেছেন স্বর্গচিত্তে জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতি।
ওই জ্যোতি কাঙ্গালের ক্ষুধা কেড়ে লয়,
পিশুনের বুকে ঢালে সরলতারাশি,
জাগাইয়া তোলে প্রাণ মাতৃমমতায়,
সত্যের হোমাগ্নি শিখা চিত্তমাঝে জ্বালে।

আজ বঙ্গ কবিকুঞ্জে উদ্দীপনা নাই,
সেফালি কর্ণিকারসে সিক্ত সিচয়ায়
প্রসাধিতা প্রমোদার পিরীতে বসিয়া
"কিরণ" উজ্জল রসে দিতেছে সাঁতার !
মরালের কলধ্বনি করিয়া শ্রবণ
মনে ভাবে, প্রেয়সীর যাবক-রঞ্জিত
কঞ্জ-চরণের হবে নূপুর নিক্কণ।
মঞ্জুল "মোহিতলাল" শিল্পিকুলরবি
ভাষার কোমল মঞ্চে ঢালিছে লাবণ্য ;
প্রণয় মদির পায়ী যুবযানী "হেম,"

নিশীতে প্রিয়ারে তার জাগাইয়া স্বধু
চাঁদের আলোয় বসি' দেখে মুখখানি।
সূক্ষ্মদর্শী প্রিয়ভাষী ঠাকুর স্বধীন,
তালীবন অন্তরালে শেলি ও কীট্‌সের
অপরূপ সমবায় নিরীক্ষণ করি',
লুফে নিয়ে "করুণা"রে, আবিষ্কার কথা
জানাইল গৌরজনে,—সেই দিন হ'তে
হর্ষে মকরন্দধারা এই গৌড়বাসী
পান করি চরিতার্থ হয়েছিল সব।
এই আদরের কবি আমার "করুণা",
প্রকৃতির রসপায়ী, সোহাগের নিধি,
আজ কি না শুভ্র পদ্ম,—তড়াগে নামিয়া,
পরাগে মাখিয়া হাত,—আহরণ করি',
য়ুনিভার্সিটির যিনি বিধাতা পুরুষ,
বিধাতার বলে যিনি Equityর রাজা,
অমিত বিক্রমশালী তেজস্বী মহান,
সেই আশুতোষে অর্ঘ্য করিছেন দান।

(ঘ)

জলজ্জ্যোতি কলাযুতা ও সেমুণী কার,
ছুরিত বিভায় যার বঙ্গ আলোকিত?
বিদ্যাতপে সিদ্ধকাম, জলন্ত পাবক;
গরিমার আসনেতে সদা সমাসীন,
তেজবন্ত মহাতপা দুর্ব্বাসা সমান।

এই প্রতিভায় যদি আকাশ উপর
স্থাপিতেন মহাধাতা, জ্যোতিতে ইহার
চিত্রাত্মদ্যুতি ম্রিয়মান হইত আপনি।
স্বাধীন রাজ্যেতে যদি লভিতে জনম,
বিস্‌মার্ক বা ডিস্‌রেলীর প্রতিভা-আলোক
বিবর্ণ হইয়া যেতো ওপ্রভা হেরিয়া।
যুক্তি তব তর্ক সহ কেশরীর ন্যায়
চলে যবে, মহিমার তুলিয়া হিল্লোল,
সত্যের সন্ধানে,—গতিভঙ্গী তার
কত যে মাধুর্য্যে ভরা বুঝে সেইজন,
চিত্ত যার যুক্তিরসে সদা পরিপ্লুত।
বীরত্বে উঠে না জাতি, যে বীরত্ব মাঝে
জাতির আলোক ভাষা না থাকে জড়িত;
জাতীয় চিন্তায় সিক্ত নহে যে বীরতা
সে বীরত্বে সিংহবীর্য্য না হয় প্রকাশ,
সে বীরত্বে ভীষ্মশৌর্য্য উঠে না ফুটিয়া;
মনোরমা বাংলার মনোরমা ভাষা,
তোমার উৎসাহে আজ সে যে জ্যোতির্ম্ময়ী;
মন্দাকিনী বহে' যায় কলুষ নাশিয়া,
বঙ্গভাষা ধূনী চলে মাতায়ে হৃদয়।
ঋষিবর ওনদীর সৈকতে বসিয়া
রম্য "গীতাঞ্জলি-গাথা উদাত্ত আরাবে
উচ্চারিয়া, মন্ত্রমুগ্ধ করিছে জগৎ।

পোলাও

শ্যামল বঙ্গের শোভা অতুল জগতে ;
বাঙ্গালীর গীতিগাথা—তুলনা ইহার
নাহি 'হায়েনে'র কুঞ্জে, 'দাঁন্তে'র বিপিনে ;
তুমি সে ভাষার প্রাণ করেছ প্রতিষ্ঠা,
গর্ব্বিত বাঙ্গালী আজি তোমার প্রভায়।
লবণাক্ত সিন্ধুবারি, শশাঙ্কে লাঞ্ছন,
দীপমূলে অন্ধকার,—তথাপি ইহারা
প্রত্যেকেই রমনীয়, প্রত্যেকে মহান ;
দোষ যদি থাকে থাক্, দীর্ঘ বিশালতা
স্ফটিক-নির্ম্মলচিত্ত উদাত্ত চরিত—
গর্ব্বের জিনিষ উহা, সাধনার ধন।

তবু যেন মনে হয়, ধীরোদাত্ত বীর
স্বার্থ তার দূরে ফেলে, দূরে ফেলে নিজ
ক্ষুদ্র প্রভুত্বের স্পৃহা, অমিত বিক্রম,
ছিন্ন করি' সুখ্যাতির বীণার ঝঙ্কার,
মৃদঙ্গে মল্লার-রাগ আলাপন করি',
মাতৃপূজকের দলে যোগদান দিয়া
ডুবাতেন নিজ প্রাণ অমিয়-পাথারে,—
এ বঙ্গ, ভারত-অঙ্গে স্যমন্তক সম
উচিত ঝলকি', দদ্দুরী-ভক্ষকগণ
পুচ্ছগুটাইয়া সব ঢুকিত গুহায় ;
তাই যদি হ'ত, তবে গৃহী আশুতোষে
শূলপাণি রূপে বঙ্গ করিত দর্শন।

(৬)

হোথায় রাজেন্দ্রদেব, ললাটে যাহার
ভাগ্যদেবী দিয়াছেন প্রাচুর্য্যের টীপ,
ওই বসে কালিদাস কাব্যকামধেনু,
ওই বসে রসময় রসিক প্রবর,
আরো কত পাত্র মিত্র রহিয়াছে বসি,'—
হায় সখি, কেমনে বর্ণিব এ সভা-গৌরব।
ইচ্ছা করে তোষামোদ হাঁড়ী বেঁধে গলে,
অমন মরীচি-মাখা ভাগ্য-সরোবরে
ঝাঁপ দিয়ে, দৈন্য হ'তে লভি পরিত্রাণ।
শুভক্ষণ উপস্থিত, মুক্তি সন্নিকট ;
বাংলার কবিবৃন্দ, হায়রে কপাল,
প্রোষিতার মনোভাব মনের আকুতি
চাঁদের শীতল বুকে আছে যেন লেখা,—
নিথর নয়নে তাই শশী পানে চেয়ে
সুধার আখরে লেখা প্রিয়ার মানসে
বিরহ বেদনা রেখা করি' অধ্যয়ন,
মন্দীভূত করিছেন সন্তাপ অনল।
বাংলার কবিকুঞ্জে নাহি কি Russel,
উদ্দীপনা অগ্নি দিয়া জ্বেলে দিতে আলো ?
পল্লবিতবাক্ ওই চটুল কুমুদ,
উচ্ছরিতরশ্মি সুধী সুধীর কুমার,

পোলাও

লাবণ্যস্ফূরিতভায় মধুর সুরেশ—
এত কবি, কাব্যে কেন উদ্দীপনা নাই ?
নব্য ভারতের কবি প্রাণের গোবিন্দ,
তাঁরে স্মরি' আজ আঁখি আসিছে ভিজিয়ে,
"স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা, এ দেশ
তোদের নয়"—
নিশীথে মানস-পাখী ওই গীতখানি
ভারতের আকাশেতে কেঁদে কেঁদে গায়।

একাদশ হাঁড়া

[রবীন্দ্রের]

তিতাল্লিশ বর্ষ আজি কোথা গেছে চলি',
চলে গেছে বুকে লয়ে কত মধু মধু ;
আষাঢ়ের কষ্টিকাল নীরদ লীলায়
উদ্বেল করিয়া ব্যোম, বাড়ায়ে গরিমা
নবীন তৃণের দলে, বাদলের রাণী
গেছে চলে,—কত শত কবির হৃদয়ে
কজ্জল সুষমাধারা বরিষণ করি'।
একদিন মনে, হয়, যেদিন জগৎ
চোকের সম্মুখে তার সৌন্দর্য্য সম্ভার
খুলে দিয়ে করেছিল উন্মত্ত আমায় ;
সেই একদিন কোন এক Romance'র স্রোতে,
কবিতা-সুরভি-মাখা সান্নিধ্যে তোমার
উপনীত হয়েছিনু নবীন বৈশাখে।

তথন

উদ্ভিন্ন যৌবন তুমি পঞ্চমীর শশী,
স্নিগ্ধোজ্জল রাকা-শশী আছিলে প্রভায়।
প্রহরেক কাল, দোঁহে বসিয়া নির্জ্জনে,
বৈষ্ণব কবিতা চর্চ্চা করিতে করিতে

পোলাও

অতিভূগামিনী তব শক্তি নিরখিয়া,
মর্ম্মজ গরিমারাশি ধিক্কার অনলে
পুড়াইয়া, ভক্ত হ'য়ে আসিলাম ফিরে
ধীরে ধীরে ক্রমে তুমি উঠিলে ফুটিয়া ;
'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' যে প্রভাতে সখা
আঁধাভরা গহ্বরের উল্লঙ্ঘি' প্রাচীর
বাহিরিল, আলোকের পুলক মাখিয়া
সার্থক করিতে প্রাণে মহিমার পায়,
প্রেমমাখা নীরধারা করিতে প্রদান,—

সেইদিন

নির্ঝরের মধুমাখা গাজল শুনিয়া
শেলির চাতক গেল মেঘেতে মিশায়ে ;
উর্ব্বশীর যৌবনের নিঙাড়ি লাবণ্য
যেদিন ছড়ায়ে দিলে বাঙ্গালীর গেহে,
"A thing of beauty is joy forever"
হারাইল সেইদিন মধু ব্যঞ্জনায়।
বরষার শিখীসম চন্দ্রক কলাপ
বিথারিয়া যেই দিন দাঁড়াইলে তুমি,
বক্ষে ধরি' বিমোহিনী চিত্রাঙ্গদা ছবি,
সেইদিন দেখিলাম, সে চন্দ্রক মাঝে
মহা কালিদাস মূর্ত্তি করি'ছে বিরাজ।
সেই দিন, সে মুহূর্ত্তে প্রতিভার কাছে
ঢুলিয়া পড়িল শির, হলাম স্তম্ভিত।

বাহিরিল চিত্রাঙ্গদা সাঙ্গোপাঙ্গ সহ
নীতিরাজ, দূরে ফেলি' whisky bottle
মত্ত Deddington সহ উঠিল ফুকারি' ;
কেহ রাসভিল, কেহ হেষিল সরোষে
এই বলি', "তাহাদের নীতি রাজ্য মাঝে
দুর্নীতিপ্রবণ রবি দেছে অগ্নি জ্বালি' ।"
তারা আর কেহ নাই সব গেছে দূরে,
তুমি আছ দাঁড়াইয়া; রবে দাঁড়াইয়া
যতদিন হিমাদ্রির না হবে পতন।

স্বদেশীর দিনে তোমা কবীন্দ্র কেশরী
দেখেছিনু যে বিগ্রহে, সে বিগ্রহে আজ
দেখিতেছি মহাপ্রাণ গান্ধীরে আমার।
'পদভর দিয়া যারা দাঁড়াতে না পারে
জগতে তাদের বল আছে কোথা স্থান',—
এ মন্ত্র কি ঢাল নাই বাঙ্গালীর কানে ?
দ্বাদশ বরষ এবে হয় নাই গত,
সে দলিলে ধরে নাই তামাদি মালিন্য ;
কে আনিল অপবর্ত্ত হৃদয়ে তোমায়,
এ পরিবর্ত্তের মূল কোথা বল কবি ?
বাঙ্গালী হৃদয়ে, ইথে কভু উদ্দীপনা
উত্তেজনা উৎসাহের জ্বলন্ত অনল
জ্বলিবার আশা তুমি না দেখিয়া বুঝি,
আজ প্রকৃতির রূপে দিয়াছ সাঁতার !

সুন্দর, মন্দারবনে তোমা, হে কবীন্দ্র,
লয়ে গিয়া শুনাইছে বাঁশরী তাহার ;
আকাশ-সমান প্রাণ ভরিতেছ সখা
গন্ধমাখা অনাহত মুরলীর গানে।
জগতের কেন্দ্র স্থলে দাঁড়াইয়া তুমি
যেই মন্ত্র উচ্চারিছ,—শুনিয়া সে ধ্বনি
পৃথিবীর শ্যাম অঙ্গ নিবিড় শ্যামলে
হইতেছে লীলায়িত; অনন্ত পুলকে
উচ্ছ্বসিত হইতেছে প্রকৃতির বুক।
দরিদ্র বাঙ্গালী আজ, তার অনুভূতি
পঙ্গুত্বের জড়িমায় হ'য়েছে নিশ্চল।
সাড়া তারা দেয় নাই, কলকণ্ঠ, তব
সাহানা-গলিত বাক্যে,—তাই অভিমানে
যেথায় অক্ষুণ্ণ প্রাণ করিছে বিরাজ
সেইস্থানে করিতেছ মুরলী বাদন !

অথবা

পশ্চিমের মধুময়ী অপূর্ব্ব মায়ায়
বাঁধিয়াছে তোমা, তাই এঘোর দুর্দ্দিনে
বৈরাগ্যের মালা তুমি করিতেছ জপ।
রবিরে অরবি বুঝি করিয়াছে ওই
পশ্চিমের ovation ; শার্দ্দুলি সভ্যতা
মার্কিণে করেছে ক্ষীণ। Wilson তার
কত কালী মেখে গেছে ফিরে নিজ দেশে।

আত্মহত্যা করিতেছ, মরিছনা শুধু,
বাণী যে করেছে তোমা অজর অমর।
পশ্চিমের সব যশ আনিয়াছ লুটি',
এখনো কি যশোলিপ্সা ভাঙ্গিলনা সখা,—
কি শুনিছ বল দেখি ভারত গৌরব ?
ওই বুঝি কার্ব্বাফিল্ড, মধু স্মেরাননে
ডাকিছেন তোমা সখা করিতে রসাল,
রক্তপ্রাণ পশ্চিমের শুষ্ক আকাঙ্ক্ষায়।
সাহিত্যের কারাগারে যৌবনের রবি
আছে বাঁধা ; মধুর নিষ্ঠুর প্রিয়তম,
যাও তুমি ফিরে যাও, চাহিনা তোমায়।
দুরাকাঙ্ক্ষা বুকে বেঁধে, রমণীর প্রেমে
জীবনের সর্ব্ব সুখ করিয়া গণনা,
এণ্টনি পাইয়াছিল পরাণে বেদন।
কালী হয়ে উঠেছিল সিজরের বুক ;
আপন সমাধি সে ত গড়েছিল নিজে।
উচ্চে তুমি উঠিয়াছ, পতনের তরে
হ'তেছ প্রস্তুত কেন হে যশঃমদ্যপ ?
বিশ্বভারতীয় ওই অট্টাল বিশাল
একদিন ভারতের ছিল অধিকারে ;
নালান্দার রম্য হর্ম্ম্য করি'ছ নির্ম্মাণ,
হে ইথারপায়ী কবি, কাহাদের লাগি' ?
'পঞ্চজ্বলি' 'নবজ্বলি' শতজ্বলি কথা

আন্দোলন কর যদি, ডাকহ ব্রজেন্দ্রে,
ডাক আশুতোষে, ডাক শ্রীনিবাস ধনে—
নিজস্বার্থে যে মহাত্মা কোর্ব্বানি করিয়া
রম্য সিড্‌নির মাঝে, ভীষণ ক্ষুধায়
করিছেন মন্দীভূত Esculent ফুডে।
অ-Sir এখনোওই নৃপেন্দ্র সুন্দর,
উপাধিসাগর কূলে বসিয়া যে জন
গণিছেন উর্ম্মিমালা, আহ্বহ তাঁহারে
অভিনব নালান্দায় অধ্যয়ন আশে।
ধনী তুমি, অভাবের সহিত কখন
হয় নাই দেখাশুনা জীবনে তোমার ;
(তাই) মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্যস্পৃহা গেছে সাঙ্গ হয়ে,
কামিনী আকৃষ্ট যানে করি' আরোহণ
কল্পনার সহ তুমি নন্দনকাননে
মন্দারের মধুপানে হ'য়ে থাক ভোর।

তুমি আজ জগতের, ভারতের নও ;
ভারত জগত ছাড়া ; বিচার বিধান নীতি
ইথাকার দৈন্যপূর্ণ সকলি অদ্ভুত।
হে কবি, হে মহাপক্ষি, শান্তি নিকেতনে
Utopiaয় পরিণত করিয়াছে বুঝি
তোমার হৃদয়জাত promethean heat.
ভারতের ঘরে ঘরে ক্ষুধানল সদা
জ্বলিতেছে, মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ধ্বনি

আকাশের মহাবক্ষে করিছে আঘাত,
অকরুণ বিধাতার পাইতে আশীষ।
বিশ্বচক্র-ঘূর্ণনের বিকট ঘর্ঘর
শুনিবার শক্তি তুমি ক'রেছ অর্জ্জন।
কিন্তু ক্ষীণ দারিদ্র্যের করুণ বিলাপ
অবিদ্যা-আনায় বদ্ধ, দুর্ভাগ্যপ্রেরিত,
ক্ষুধাক্লিষ্ট, অর্দ্ধভুক্ত, মানবের
মৌন বেদনার তীব্র মৌন গরজন,
যশোপায়ি, কর্ণে তব পশিল না কেন ?
বাহিরের দৈন্য কবি, সে যে সহনীয় ;
আর্য্যঋষিকুল যত, আগ্রহ করিয়া
দারিদ্র্যে লইয়াছিল উত্তমাঙ্গোপরি।
অন্তরে হয়েছি দীন, তাই আজ কাঁদি।
যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি
স্বার্থপরতার প্রেমে পাগল যুবক।
যুবতী ও রাক্ষসীর মধুর সঙ্গীত
দিবারাতি শুনিতেছে পতিপ্রেম ভুলি'।
চরিত্র, সে ঘুণধরা মনুষ্যত্বহীন,
প্রেমের মন্দিরে আজ কামের মুরতি ;
দেহে নাই স্ফুট স্বাস্থ্য, প্রাণে নাই প্রেম,
সরলতা,—মায়াবিনী রাক্ষসী Siren।
তাজ পরা আভিজাত্য অনৃতের দাস,
সামলায় মিথ্যাঢাকা, কামিজে সেমিজে,

১১

পোলাও

হাস্যে, হর্ষে, স্পর্শে, দোলনে, বলনে,
বিকট মিথ্যার গন্ধ হয় অনুভূত।
আচারে চামার ওই সুভদ্র জনক
পুত্র হত্যা করিতেছে, হৃদয়ে তাহার
মিথ্যার গরল মাখা বীজ আরোপিয়া।
সরলতা-সুন্দরীরে অষ্টাবক্র মুনি
কে করেছে বল দেখি, ভারত-গৌরব ?
শিক্ষা কি ভারতে আছে ? কোথায় শিক্ষিত ?
কচ্ছযুক্ত কিম্বা মুক্ত পুরুষ-স্বৈরিনী,
হাবে, ভাবে, ভদ্রতার মাখিয়া আতর,
লঘুহস্তে চৌর্য্যের করে অভিনয়।
অন্তরের মানুষ কি আছে হে অন্তরে ?
পরিণত হয়েছে সে দারুণ পশুত্বে।

কম্বুরবে মহাপ্রাণ করিছে ঘোষণা—
আপনারে কর জয়, হবে বিশ্বজয়ী।
সত্যে প্রীতি, জীবে প্রেম, পৌরুষ মহত্ব,
ঊর্দ্ধতন ঋষিদের অকৈতব দান।
যে চরিত্রে সত্য জ্যোতি প্রদীপ্ত না হয়,
সে চরিত্র পরম সুন্দর নারায়ণে
ভক্তি ডোরে নাহি পারে করিতে বন্ধন।
সেই চরিত্রের স্পর্শে সমাজ-মাঝারে
জন্মে কত অমঙ্গল, আসে মারীভয়,

লোলজিহ্ব দুর্ভিক্ষের হয় প্রাদুর্ভাব।
প্রাণ দিয়ে প্রাণেশ্বরে কেহ নাহি ডাকে ;
জগতের ফুলে ফলে ঝরে যার রূপ,
সে রূপে পাগল কারো নাহি হয় মন।
গন্ধে তার ভোরে আছে নিখিল ভুবন,
সে গন্ধ ত অনুভব কারো নাহি হয় ?
বিশ্বরূপে রাজশক্তি সতত বিকাশ,—
এমন জ্বলন্ত রূপ দেখিবার তরে
কেন না প্রস্তুত আঁখি ? এ কাহার দোষ ?
এরা তো চা'তনা সোণা, চা'তনা বিলাস,
হেমাভ শস্যের মাঝে উজ্জ্বল তরঙ্গ
গলিত-কনক-হর্ষ করিয়া রচনা,
স্বর্ণ স্রোতে লয়ে যেতো টানিয়া পরাণ।
উচ্চে উঠিবার ছিল শত আরোহিনী,
লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, কুন্তীর মমতা,
আরুণীর গুরুভক্তি, ভীষ্মের গৌরব,
প্রতাপের জাতিপ্রেম, চৈতন্যের ত্যাগ,
এই সব অরোহিনী, বিকলাঙ্গ হয়ে
অবজ্ঞার প্রাঙ্গনেতে রয়েছে পড়িয়া।
পশুবলে বলী ওরা ; অধ্যাত্ম শকতি
পরিবর্দ্ধনের আশ করে না জীবনে।
বীর ওরা—পরাক্রমে জিতিয়া ভারত।
আমরা বিদ্রোহী, যদি ব্যাটণ-আঘাতে

পোলাও

জর্জ্জরিত হয়ে বলি "মোলাম রে বাপ!"
Disaffection Disaffection সূর্পনখা সখি,
প্রতিষ্ঠাতিলকাঙ্কিত মাহাত্ম্য গৌরবে
হাসিতে হাসিতে যবে ফেলিলে গুহায়,
রাজার ঝিয়ারী মান সেই দিন হ'তে
ভারতের প্রতি গ্রামে উঠিছে ফুটিয়া।

বৈষম্যের বংশধর !! গুরুত্বের মুখে
শুনাইছে সাম্যনীতি সরল আচার।
কূট বুদ্ধি আলোচন করুক পশ্চিম,
আমাদের সরলতা আমাদের দাও।
Smith সাম্যের অঙ্গে বৈষম্যের রেখা
সুনিপুণ তুলিকায় করেছে অঙ্কন।
তস্করে সুবর্ণকোষ করুক হরণ,
শ্রমজলে স্বর্ণপদ্ম করিবে বিকাশ।
জাতীয় বৈশিষ্ট্য যদি হয় অবহৃত,
ভগ্নমেরুদণ্ডসম বীর্য্যহীন হ'য়ে
অপায়ের প্রতীক্ষায় রবে সে দাঁড়ায়ে।
ওই আষাঢ়ের বুকে, শ্রাবণবদনে,
শ্যামরূপ এখনো কি আঁকেনা বরষা ?
এখনো কি রাধিকার হৃদয়-আকুতি
বিজলি চাঞ্চল্যে নাহি আসে ছুটে নভে ?
দুরুদুরু গুরুগুরু মেঘের গর্জ্জন,

বিরহের মৃদু মৃদু হাহাকার গুলি,
মুরলীর মুখে যাহা হইত বাহির,
সেইগুলি সমবেত হ'য়ে এ শাঙনে
মৌন বেদনার মুখে সংযোজিছে ভাষা।
মেঘ-হিন্দোলায় ওরে কে দুলিছে ওই,
জলে কাল, স্থলে কাল, তমালের মাথে
জ্যোতির্ম্ময় কালোরূপ ভেসে ভেসে যায়।
কেতকী প্রাণের প্রেম ছড়াইয়া দেয়;
পবনে পুলক চলে সৌরভ মাখিয়া।
ওই কালরূপ নিয়ে সবাই পাগল,
চক্ষু আজ দৃষ্টিহীন, শ্রবণ বধির,
লক্ষ মুরলীর রবে করে না শ্রবণ।

ওই রামধেনু, ওই প্রদোষ সোহাগ,
নয়নে অমৃত-ঢালা জ্বলন্ত পুলক,
বাঁশীয়া পবন মধু সুর আলাপিয়া,
রূপমাখা গান আর নাহি ঢালে কানে।
জাতি নাই, জাতি নাই, হয়েছি অজাত,
বৈশিষ্ট্যেরে দিয়েছি গো বণিকের হাতে;
বিনিময়ে লইয়াছি পাশ্চাত্য সভ্যতা।
যে সভ্যতা যুবকের যৌবনেরে ডেকে
চুপি চুপি বলে দেয় বিলাসের কথা;
পরোঢ়ার মধুলুটে, দয়িতের ভালে

পোলাও

শিখে দিয়ে cuckold নর্ম্মসখামনে,
হরষের প্রেমোচ্ছ্বাস করে বিরচন ;
যে সভ্যতা প্রাণমাঝে ভোগস্পৃহা সৃজি'
পরবেদনার শক্তি লয়েছে কাড়িয়া ;
যে সভ্যতা আতিথ্যের সরস হৃদয়ে,
অযত্ন-উপল-রাশি করি' নিক্ষেপণ,
ইহার পবিত্র গতি করিয়াছে রোধ ;
যে সভ্যতা প্রমোদার প্রফুল্ল কপোলে
শিখায়েছে নিশিদিন, হায়রে কপাল !
আঁকিতে মদনচিত্র রসনাতুলিতে।
চাই চাই, ফিরে চাই সেই প্রমোদায়,
লক্ষ্মীরূপে প্রতি গৃহে রাজিতেন যিনি ;
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাদীপ গলবস্ত্রা হ'য়ে
তুলসীর মঞ্চে স্থাপি', ভক্তির প্রণতি
করি', যিনি ধাতার নিকট মাঙিতেন
দেশের কল্যাণ আর জীবের কল্যাণ।
সরমমধুরা বালা ভক্তিপরায়ণা,
হৃদয়ের স্বর্ণ আভা, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া
সুন্দরী করিত যারে, সে সৌন্দর্য্য আর
ভারতের ঘরে ঘরে নাহি বিরাজিত।
রমনীর সংযমের নিবিড় বন্ধন
বৈদেশিক সভ্যতার তীক্ষ্ণ ছুরিকায়

ছিন্ন করি', করিয়াছে রমণী রতনে,
করিয়াছে দেবতার ক্ষুদ্র প্রতিমায়,
করিয়াছে সাবিত্রীর অনুবর্ত্তিনীরে,
ভিখারিণী, কাঙ্গালিনী, নরক-পিশাচী।

মন্দোদরী, প্রতিবেশী রাবণব্রাহ্মণী,
স্বর্ণগুচ্ছে কিনিতেন বরবর্ণিনীরে,
ব্যঞ্জনে কাঞ্চন বর্ণ করিতে বিকাশ।
আমাদের বাঙ্গালার মন্দোদরী দল,
মণিমালা বিনিময়ে আনিছেন গৃহে
দানবের ভীমাচার ব্যভিচারী ভাব।
গৃহছিল শান্তিকুঞ্জ, ভাই ফোটাব্রত
উদ্‌যাপন করি' ভগ্নী, অনাবিল স্নেহে
আদরের ভাইটীরে রাখিত ভিজায়ে।
মা ছিলেন স্নেহময়ী বিলাস-বর্জ্জিনী,
ব্রতবতী, সংযমিনী, শালিনতাময়ী।
তেমনটী আর নাই ;—ধর তাই আছে,
তাই আছে, তাই আছে—সে তাই কেমন ?
বিদায়ের রামধেনু নিষ্প্রভ যেমতি।

রামমোহনের ভুল দেবতার ভুল,
একভুলে ওতপ্রোত ভারত সমাজ।
গুণাকর গুণধর সাধু ভগীরথ,
অন্তরীক্ষপথ হতে চেয়ে দেখ দেব,

পোলাও

প্রতীচ্য সভ্যতাস্রোত কেমন দুর্ব্বার।
এ সভ্যতা মাখে অঙ্গে রম্য ভেনলিয়া,
এ সভ্যতা পান করে পরের রুধির,
এ সভ্যতা মনুষ্যের মর্য্যাদা হরিয়া
দর্প সহ নিজশির করে উত্তোলন।
ভারতে মানুষ ফুল ফুটে কিগো আর?
Dianthus মূর্ত্তি ওই বিনোদ 'বিনোদ'
যার গন্ধে দিগন্তের বুকে দেয় কাঁটা,
যার পরিমল লোটে পশ্চিম পবন,
ওই সেই ফোটা ফুল দেখরে নয়ন।
সোণার স্বপনে ভোর ওই 'ব্যোমকেশ',
তন্ত্রসিদ্ধ প্রাণে যার বৈরাগ্য উচ্ছ্বাস
উদ্বেলি' কখন উঠে, কখন আবার
বিলাস সুবাস-রশ ভাসিয়া বেড়ায়।
(ওই) "মহারথ" এখন বারের মরকত,
বার্দ্ধক্যে প্রতিভা শুধু হয়েছে স্তিমিত,
তবু যিনি চেষ্টা করি' Council মাঝে
বকশোভা ব্যক্ত সদা করেন গম্ভীরে,
বাতাসে কর্পূর ওড়ে;—শ্যাম বঙ্গ দেশে
বোদ্ধার বুদ্ধিরস্তূপ ক্রমে হয় লীন।
গাম্ভীর্য্যে উদরাময়, রক্ষা করিবারে
সময়ে সময়ে দেয় কঠোর কামড়;
সে সময় শুষ্ক মুখে উঠে বিকশিয়া

হাস্যত্যাগী পেচকের ভঙ্গি সুমধুর।
Tulip রূপী ওই যুগল ধনেশ,
প্রজাপতি লয়ে আজ করিছেন খেলা।
Sedum বিটপী ওই "সতীশ রঞ্জন,"
শক্তি চক্ষু দেখে ওর শ্যাম পত্রাবলী
সদা যেন দক্ষিণেতে রয়েছে হেলিয়া।
ফুল ফোটে ফুল ফোটে, ওফুলে কেবল
দেবপদে অর্ঘ্যদান করা নাহি যায়।

পীড়ন সাজিছে দূরে ; যত পশুবল
চুপি চুপি করিতেছে শতেক মন্ত্রণা ;
শক্তি আজি দূতীরূপে দরিদ্রের দ্বারে
মৃদুভাবে দিয়ে যায় মুক্তির আশ্বাস।
মায় বলে "কোলে আয়," স্বার্থ হেসে বলে,
"কোথা যাবি হেন শান্তি হেন সুখ ছেড়ে ?"
মা যে তোর ফ্যানখাগী চীরপরিহিতা।
প্রাণে এরা ভালবাসে, মানে করে ঘৃণা,
শক্তিপদ শিখিয়াছে করিতে বন্দন।
ওই শোন, ওই শোন, আকাশ ভেদিয়া
মঙ্গলের দিব্যধ্বনি হ'তেছে উদ্ভূত।
নিদ্রাতন্দ্রা গেছে দূরে, জাগরণ আজ,
গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে বেড়াইছে ঘুরি'।
আজ তুমি মৌন ব্রত করেছ ধারণ।

পোলাও

লও কবি অলকার বীণাটী তোমার,
চাই আজি উদ্দীপনা সংযমের বাণী,
চাই আজ চরিত্রের সৌষ্ঠবসাধন,
ভায়ে ভায়ে বেঁধে দেও একতার ডোরে,
প্রাণে প্রাণে ঢেলে দাও ধর্ম্ম পুষ্পরস,
নিত্য যার প্রতিভার দীপ্তিময়ী শিখা
প্রসবিত অগ্নিকণা , উত্তেজিত প্রাণ,
যার তাপে নিরাশার শয্যা পরিহরি'
বসিবার নব শক্তি করিতে সঞ্চার ;
ছন্দের ঝঙ্কারে যার বেদের 'জগতী'
ওঙ্কারে গলিত হ'য়ে হইত বাহির ;
সেই সত্য বাঙ্গালার প্রাণের ভিতর
পুটপাক-তাপ রচি' গিয়াছে চলিয়া।
নজরুল বুল্ বুল্ নিশ্বাসে, বিভাসে,
করুণ কাহিনী মাখা গীতি আলাপিয়া,
নৈরাশ্যের আকাশেতে বেড়াইছে কেঁদে ;
শ্যামা যথা উঠে ফুকারিয়া—প্রাণেশ তাহার
অনন্তের তীর্থে যায় ত্যজি' বিধুরায়।
বন্ধন ছিড়িতে চাও কবি নজরুল ?
কাব্য সেতারের মীড় সত্য ছিন্ন করি'
চলে গেল ; ছেড়াতারে বল, সোমরস
কে দিবে নূতন তার তুমি বিনা আর ?
পাছাপেড়ে বসনেতে আবৃতবসন

আছে কবি,, তারা করে ছুনু মুনু খেলা
যুবতীর যৌবনের লাবণ্যের সনে ;
কবি তার মুখ দিয়া করে সদা বার
রসোদ্গার—অধর দ্রাক্ষার মধুরিমা।

রবীন্দ্র,

এ দুর্দ্দিনে তুমি কিহে রহিবে নীরব ?
চারিদিকে বার্দ্ধক্যের উড়ায়ে কেতন,
তুলসীর মূলে বসি' কাহার ধেয়ান
করিতেছ একমনে ? চিন্ময় তোমার
কল্পনার কাকরুষ্ণ নির্ম্মল সলিলে
সন্তরণ দিয়া ওরে করিছেন নিতু
অমৃতায়মান—সুধার সাগরে উহা
হ'য়ে পরিণত সাধে জীবের কল্যাণ।
অশ্রপ পশ্চিম ; তারে আসিয়াছ দিয়া
বিশ্বমোহিনীর দান অমৃত-সম্ভার।
অসুর কি হবে সুর বলহ সুভগ ?
সুধাস্পৃহা সাময়িক উত্তেজনা তাঁর।
এসিয়ার গর্ব্বতুমি, গর্ব্বেরও গরব—
একদিন ধর্ম্মপ্রাণ মেরীর দুলাল,
ওই সুধা দিতে গিয়া মরেছিল প্রাণে।
খ্রীষ্টভক্ত ভারতের জনবুলগণ,
মনুষ্য পীড়ন ক'রে সাধকের ব্রত

করিছেন উদ্‌যাপন দুন্দুভিনিনাদে।
পায় ধ'রে চিরদিন পরাজিত রবে,
পোষা কুকুরের ন্যায় প্রভুর আদর
ক্ষণমাত্র লাভ করি' নাড়িবে লাঙ্গুল
জেতা বড় দাতা, ওগো জেতা বড় দাতা!
ক্রীতদাস বানাইয়া, করিয়া মন্ত্রণা
ক্রীতদাস হ'তে বাছি কোন ভাগ্যধরে,
মারণ আয়ুধ তার আইনের গোছা
করতলে সমর্পিয়া, কানে মন্ত্রদিয়া
ছেড়ে দেয় কৃতদাস করিতে দমন।
ইংরাজ স্বাধীন জাত, বহুগুণে গুণী,
তার কর্ণে ঢালে বিষ ভারত-কুকুরে।
তিল্‌টীরে তাল করি' অতি চুপে চুপে
প্রভুমনে এঁকে দেয় বিভীষিকা ছবি।
সন্তান মরেছে গেহে সর্পের দংশনে,
পীড়িশূর ছুটে এসে, করিয়া গর্জ্জন
বলে, "দেহি দেহি, নতু পাঠাব গারদ।"
পড়ে আছি মরে আছি, উত্থানের আশা
ভারতের ভাগ্যে উহা স্বপ্ন পরিহাস।
বুদ্ধিখাদ্য কিপলিং ইংলণ্ডে যোগান,
Idea যাহার, গুরুত্বের আতিশয্য হেতু
মুক্তাকাশে উর্দ্ধপথে উঠিতে অক্ষম।
ভারতের সাধারণী রূপের উচ্ছ্বাস,

ললিত বিলাসছটা, মদির-ঈক্ষণ,
অধরের বিম্বরাগ, চুচুক লাবণ্য,
যার কল্পনায় করে বিভূতি প্রদান,—
সেই কিপলিং আজ ইংলণ্ড-সম্পদ্,
সেই কিপলিং, যিনি পুণ্য প্রয়াগের
পবিত্র তরঙ্গে ভাসাইয়া প্রেমতরী
গেয়েছিল একদিন প্রণয়ের গাথা,
সরমের হেম গণ্ড করিয়া রঙিন,
সেই কিপলিং আজি ভাবের নির্ঝর!

এই Kipling

আকাশের তারা দেখে করেছেন স্থির
প্রাচ্য সহ প্রতীচ্যের, মিলনের কথা
অসম্ভাব্যে পরিপূর্ণ বাউর প্রলাপ।
তুমি চাও প্রতীচ্যেরে প্রাচ্য সুধা দিয়া
করিতে ঋষির ন্যায় সুকুমার হিয়া।
পুলকে তোমার অঙ্গ উঠে শিহরিয়া;
রঙিন রাখীর ডোরে, রবিকল্প রবি,
বাঁধ তুমি সে সম্পদে, যাহার প্রভায়
ফুলে ফলে মধুরিমা ভাসিয়া বেড়ায়।
সৌন্দর্য্যের ক্ষিপ্তোচ্ছাস করি' দরশন,
প্রাণের পুলক তব অশ্রুরূপ ধরি'
বক্ষে তব মন্দাকিনী করে নিরমাণ।

পোলাও

কুজ্ঝটিকা ইংলণ্ডেরে করে আচ্ছাদিত
নিশাকালে, অহমিকা ইংরাজের চিত
অধিকার কোরে থাকে দিবস রজনী।
বিনয় সে স্থানে নাই, সদা মনে হয়,
এমন উদরম্ভরী কোন জাতি নয়।
British justice,—
Edmund Burkeর মুখ দিয়া সে যে
উঠেছিল গরজিয়া, এখনো সে ধ্বনি
শ্রবণ-পটহ দ্বারে আসি' মাঝে মাঝে,
আঘাত করিয়া যায় আলোড়ি' হৃদয়।
ওই দেখ; অযোধ্যার বেগমা সাহেবা
রোহিণীর রজতবাহিনী উপকূলে
বসিয়া, এখনো করে অশ্রু বরিষণ।
ভিক্ষুক চৈৎসিং আজও দ্বারে দ্বারে
ভিক্ মাঙি বেড়াইছে তারায় তারায়।
কৃতজ্ঞতা বক্ষ চিরি' পাতকী Macbeth
হয়েছিল দগ্ধীভূত অনুতাপানলে।
আজ কোথা অনুতাপ পশ্চিমের বল?
Diplomacy justiceরে ক'রেছে কলঙ্কী;
British justice, যার নাম করিলে স্মরণ
যার স্পষ্টবাদিতায় পরাণের মাঝে
আনন্দ বীণার সুরে সাড়া দিয়া যেতো,
কোথা সে justice বল, কোথা সে justice?

সিংহ আত্ম-ঔদার্য্যেরে চরণে ঠেলিয়া
শৃগালের ক্ষুদ্রতায় লয়েছে বরিয়া।
নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মপ্রাণ হে কবি সুন্দর,
কাদের বরিতে তুমি হইয়াছ ব্রতী ?
মনে কিহে পড়ে আজ সে দিনের কথা ?
সহকর্ম্মী অরবিন্দে বলনি কি তুমি,
"অরবিন্দ,—রবীন্দ্রের লহ আশীর্ব্বাদ।"
ব্রাহ্মণের আশীর্গাথা করিয়া শ্রবণ
কৃতার্থ হ'য়েছে দেব তেজবন্ত অরু।
সিদ্ধকাম অরবিন্দ বলিছেন শুন,—
যোগবলে গান্ধীজীর যোগময় প্রাণ
শাশ্বত সত্যের রসে সদা পরিপ্লুত ;
প্রজ্ঞতার অরোরা প্রভা হইয়া নির্গত
অবিরাম ঢালিতেছে জ্ঞানের আলোক।

রবীন্দ্র,

কেন ভাই আজ তুমি মেঘমাঝে বসি'
লুকাইয়া ভাবিতেছ যশের মূরতি ?
কবি তুমি, নরকুলে সুনির্ম্মল হেম,
কবিতার নবরসে ভিজায়ে দর্শন,
স্রুতোষিণী শিখরিণী করিছ প্রস্তুত।
সুধা তার হারায়েছে ক্ষুধা-হরা বল,
করেছে তোমার কাব্য সুধায় অসুধা।

পোলাও

সত্যলিপ্সা পাশ্চাত্যের নহে অভিপ্রেত,
উপভোগ জীবনের অনন্য উদ্দেশ।
তপস্যা তাহার নিয়োগ করিছে তারে
আপনার প্রাধান্যেরে করিতে অটুট।
কোথা বল মনুষ্যত্ব, আত্মার গরিমা,
কোথা বল সত্যনিষ্ঠা, প্রাণের বিভূতি,
কোথা প্রাচ্য দেবভক্তি, জীবের কল্যাণ!
চেয়ে দেখ উঁকি দিয়ে, শিক্ষিত হৃদয়ে
কি আছে হোথায়? অবিশ্বাস, নাস্তিকতা,
পীণ্ডিকৃত পাপচিন্তা, উদ্দাম অনৃত।
ব্যবহার জীবি উনি, কি আছে হোথায়?
প্রবঞ্চনা, প্রতারণ, ঘৃণ্য তস্করতা।
উনিই সমাজ-নেতা বুদ্ধির গাগরী:
মধুঝরা জিহ্বা খানি উগারি' মরন্দ
প্রতিহিংসাপরায়ণ, লুব্ধ কৃষকের
রুধির চোষণ করি' স্বর্গানন্দ পান।

বিশ্রুত তুমি হে রবি, গান্ধীজী বিশ্রুতি,
তুমি হে সুন্দর, গান্ধী সৌন্দর্য্য-আকর,
ভক্ত তুমি, ভক্তিমন প্রীতি-নিকেতন,
তুমি কবি, বঁধু মোর জলন্ত কবিতা,
যে কবিতা দেবতার প্রাণের মাঝারে
সুরভি হিল্লোল তুলি' আনন্দ ছড়ায়।

আর ওই আত্মজয়ী, ভূমাহর্ষফুল্ল,
কর্ম্মাহবে সংসপ্তক, পুণ্যাত্মা ধীমান,
(দলিত ধর্ম্মের মুখে ফুটাতে আনন্দ)
দিন রাত মুক্তিমন্ত্র করে উচ্চারণ।
গীতাঞ্জলি মাঝে আজ পড়িয়াছে সাড়া,
প্রতিছত্র গ্রন্থকারা হইয়া বাহির
ওই শোন করিতেছে মধুর গুঞ্জন।
দুইজন সমকণ্ঠে গেয়ে উঠে গান,
ওই গানে পশ্চিমের গর্ব্বিত মস্তক
নত হয়ে একদিন আসিবে নিশ্চয়।